কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অঘাসুরবধোনাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—হে ভাগবতোত্তমোত্তম, (ভগবৎপরায়ণশ্রেষ্ঠ শৌনক, পরীক্ষিতা) ইত্থং পূর্ব্বোক্তরূপং) পৃষ্টঃ সঃ বাদরায়ণিঃ (শুকদেবঃ) তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ (তেন স্মারিতঃ যঃ অনন্ত শ্রীকৃষ্ণঃ তেন হৃতানি অখিলেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ তাদৃশঃ অপি) পুনঃ কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টেন) শনৈঃ (ক্রমশঃ) লব্ধবহির্দৃশিঃ (লব্ধবাহ্যজ্ঞানঃ সন্) তং (পরীক্ষিতং) প্রতি আহ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন—হে ভগবদ্ভক্তবর, শৌনক, রাজা পরীক্ষিত এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবরের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় স্মরণ হওয়ায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইল, অনন্তর ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া পরীক্ষিতের প্রতি বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—কৃচ্ছ্রাৎ উচ্চৈর্ভগবন্নামকীর্ত্তনোদ্ঘোষৈস্তত্রত্য নারদব্যাসাদিমুনিকৃতৈরতিযত্নভরাদিত্যর্থঃ, হে ভাগবতোত্তমোত্তম শৌনক ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
দশমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ——'কৃচ্ছ্রাৎ'—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ হওয়ায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইয়া পড়িল। তখন তত্রস্থ শ্রীনারদ-ব্যাসাদি মুনি-কৃত উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম কীর্ত্তন-ধ্বনি দ্বারা বহুল প্রয়াসে পুনর্ব্বার তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লাভ হইলে তিনি ধীরে ধীরে পরীক্ষিৎকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। 'ভাগবতোত্তম' —হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ শৌনক ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

সাধুপৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম ।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মার গোবৎস, বৎসবাল হরণ, কৃষ্ণের ব্রহ্মবিমোহন ও অবশেষে মোহনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবানের বাল্য-লীলায় কৃতকর্ম্মসমূহ পৌগণ্ড-লীলাবিস্তারের পরেও ইহা অদ্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গোপবালকগণ কীর্ত্তন করিতেন, তাহার কারণ —কৃষ্ণ অঘাসুর বধ করিয়া বয়স্যগণসহ পুলিন-ভোজন-লীলা প্রকটিত করেন। তৎকালে বৎসগণ তৃণলোভে দূর বনে গমন করায় সহচরবৃন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে নির্ভয়ে ভোজন করিতে বলিয়া স্বয়ং বৎসান্বেষণে গমন করিলেন। এ-দিকে ব্রহ্মা ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনমানসে বৎস ও

বালকগণকে অপহরণপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণ বৎস ও বালকদিগকে দেখিতে না পাইয়া 'ইহা ব্রহ্মার কার্য্য' জানিতে পারিলেন। তখন সর্ব্ব-কারণ-কারণ ভগবান্ ব্রহ্মার ও সহচরবৃন্দের এবং মাতৃবর্গের সন্তোষবিধানার্থ স্বয়ং বৎস ও বালকরূপে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথ লীলা করিতে লাগিলেন, বিশেষত্ব এইমাত্র যে গোপীগণ বৎস ও বালকগণের প্রতি অধিক স্নেহ-শীলা হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় একবৎসর অতীত হইল, ইত্যবসরে একদিন বলদেব গোবৎস ও বালকগণকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া কৃষ্ণ সকাশে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে যাবতীয় রহস্য অবগত হইলেন। ব্রহ্মার একবৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি সেই স্থানে পুনরায় আগমন করিয়া তদপহৃত বৎস ও বালকগণকে মায়ানিদ্রাভিভূত এবং কৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ গোবৎস ও বালকগণ লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। এমন সময় কৃষ্ণ-প্রকটিত গোবৎস ও বালকগণকে পীতাম্বর চতুর্ভুজ নিখিল তত্ত্বের ও আপনার উপাস্যরূপে দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে মায়ামুক্ত করিলে তিনি (ব্রহ্মা) প্রকৃতিস্থ হইয়া ভগবল্লীলা স্মরণ করিতে করিতে ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) ভাগবতোত্তম, (ভগবদ্ভক্তপ্রবর,) মহাভাগ, (মহাত্মন্ পরীক্ষিৎ,) ত্বয়া সাধু (উত্তমং) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিতম্)। যৎ (যস্মাৎ) মুহুঃ (নিরন্তরং) ঈশস্য (ভগবতঃ) কথাং শৃণ্বন্ অপি নূতনয়সি (নব্যবৎ করোষি)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভাগবতবর, মহাভাগ পরীক্ষিৎ, তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যেহেতু তুমি নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিলেও সর্ব্বদা তাহা নূতন বলিয়াই অনুভব করিতেছ॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

জেমনং বৎসতৎপালহরণং ব্রহ্মমোহনম্।
স্বভূতবৎসবিষ্ণ্বাদিপ্রাদুর্ভাবস্ত্রয়োদশে॥
বিশ্বস্য সৃষ্ট্যাদিবিমোহনাদ্যৈশ্বর্য্যং
যদংশাংশভবং স কৃষ্ণঃ।
বিষ্ণ্বাদিসৃষ্টিং বলদেবমোহং
স্বৈশ্বর্য্যমত্রৈক্ষয়তাত্মযোনিম্॥ ০॥

হে ভাগবতেষূত্তম, কথং মে ভাগবতোত্তমত্বম্? তত্রাহ—যদিতি। নূতনয়সি নূতনী-করোষি। শ্রুতাং মুহুরাস্বাদিতামপি কথামশ্রুতচরীমিব করোষীতি কথায়ামনুরাগো ব্যঞ্জিতঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পুলিনভোজন, বৎস ও বৎসপাল হরণরূপ ব্রহ্ম-মোহন, নিজ স্বরূপভূত বৎসাদির বিষ্ণ্বাদিরূপে আবির্ভাব, শ্রীবলদেবের মোহ, এবং যাঁহার অংশের অংশ হইতে সৃষ্ট্যাদিরূপ বিমোহনাদি ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণ্বাদি সৃষ্টিরূপ নিজ ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মাকে প্রদর্শন করান—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

'ভাগবতোত্তম'—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহা-রাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিলেন, হে ভাগবতো-ত্তম, অর্থাৎ ভাগবতগণের মধ্যে উত্তম (ভাগবত-শ্রেষ্ঠ)। যদি বলেন—কি প্রকারে আমার ভাগ-বতোত্তমত্ব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যদ্ নূতনয়সি', যেহেতু নিজ প্রভুর কথা বার বার শ্রবণ করিয়াও তাহা নূতনের ন্যায় করিতেছ, অর্থাৎ শ্রুত ও মুহু-র্মুহুঃ আস্বাদিত কথাকেও অশ্রুতচরীর ন্যায় করি-তেছ। ইহাতে কথায় অনুরাগ প্রকাশিত হইল॥ ১॥

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্ত্তা॥ ২॥

অন্বয়ঃ—যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসাং (যা অচ্যুত-বার্ত্তৈবার্থো যেষাং তানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি) সারভৃতাং (সারগ্রাহিণাং) সতাং (সাধূনাং) অয়ং নিসর্গঃ (স্বভাবঃ) যৎ (যতঃ তেষাং সমীপে) অচ্যুতস্য বার্ত্তা (শ্রীকৃষ্ণ কথা) বিটা-নাং (স্ত্রৈণানাং সমীপে) স্ত্রিয়াঃ ইব (কামিন্যাঃ বার্ত্তেব) প্রতিক্ষণং (সর্ব্বদা) সাধু (যথাস্যাৎ তথা) নব্যবৎ (নবীনা ইব ভবতি)॥ ২॥

অনুবাদ—যাঁহাদের বাক্য, অর্থ, কর্ণ ও চিত্তের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ, সেই সকল সারগ্রাহি-সাধুগণের স্বভাব এই প্রকার। যেহেতু তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণ-

কথা স্ত্রৈণব্যক্তির নিকট স্ত্রীসম্বন্ধীয় বক্তার ন্যায় নিত্য নূতনরূপে প্রতীয়মান হয় ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সারভৃতাং সারগ্রাহিণাময়ং নিসর্গঃ যদ্‌যতঃ অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং ক্ষণে ক্ষণে সাধু যথা স্যাত্তথা নব্যবত্তবতি তৃষ্ণাধিক্যাদপূর্ব্ববজ্জায়তে। যদর্থানি অচ্যুতবার্ত্তাপ্রয়োজনানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি তদেকলাম্পট্যাংশে দৃষ্টান্তঃ। বিটানাং কামুকানাং স্ত্রিয়া বার্ত্তেব কামিনীকথেব ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সারভৃতাং'—সারগ্রাহী সাধুদিগের স্বভাবই এই প্রকার যে শ্রীকৃষ্ণের কথা ক্ষণে ক্ষণে নূতনের ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তৃষ্ণাধিক্যবশতঃ অপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হয়। কেমন সাধুগণের ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদর্থ-বাণীশ্রুতি-চেতসাম্'—শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের বাক্য, শ্রুতি ও চিত্তের বিষয় হইয়াছেন, তথাভূত হইলেও লাম্পট্যাংশে দৃষ্টান্ত—'বিটানাং', কামুক যুবকদিগের নিকট কামিনীর কথা যেমন প্রীতিপ্রদ ॥ ২ ॥

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অবহিতঃ (সাবধানঃ সন্) শৃণুষ্ব (শ্রীকৃষ্ণকথাং আকর্ণয়) গুহ্যম্ অপি (তৎ ভগবত্তত্ত্বং গোপনীয়মপি) তে (তব সমীর্পে) বদামি। (যতঃ) গুরবঃ গুহ্যম্ অপি উত (গোপনীয়মপি তত্ত্বং) স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য (অনুগতপ্রিয়শিষ্যস্য সমীপে) ব্রূয়ুঃ (কথয়েয়ুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই ভগবানের তত্ত্ব অতি গুহ্য হইলেও তোমার নিকট বলিতেছি। যেহেতু গুরুব্যক্তিগণ অনুগত প্রিয় শিষ্যের নিকটে অতিগুহ্য তত্ত্বও বলিয়া থাকেন ॥ ৩॥

তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্।
সরিৎপুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ভগবান্ মৃত্যোঃ (মরণরূপাৎ) অঘবদনাৎ (অঘাসুরমুখাৎ) বৎসপালকান্ রক্ষিত্বা সরিৎপুলিনং (সরোবরতীরং) আনীয় ইদম্ অব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের মুখ হইতে বৎসপালগণকে রক্ষা করিয়া সরোবরের তীরে আনয়নপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্‌দ্রুমাকুলম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বয়স্যাঃ (বন্ধবঃ) স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলং (স্ফুটৎ বিকসৎ সরঃ সরোজম্ ইত্যর্থঃ তস্য গন্ধঃ তেন আকৃষ্টাঃ অলয়ঃ ভ্রমরাঃ পত্রিণঃ পক্ষিণশ্চ যে তেষাং কে উদকে ধ্বনয়ঃ তেষাং প্রতিধ্বানৈঃ প্রতিশব্দৈঃ লসন্তঃ দ্রুমাঃ তীরতরবঃ তৈঃ আকুলং ব্যাপ্তং) স্বকেলিসম্পৎ (অস্মাকং সর্ব্ববিধক্রীড়োপকরণ-ভূষিতঃ মৃদুলাচ্ছবালুকং (কোমল নির্ম্মল বালুকা-ময়ং) পুলিনং (ইদং সরোবরতীরং) অহো অতি-রম্যং (অতিশোভনং বর্ত্ততে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে বয়স্যগণ, দেখ—এই সরোবরের তীরদেশ অতিশয় রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। বিকশিত পদ্ম-গন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমর এবং পক্ষিগণ জলমধ্যে শব্দ করায় ঐ শব্দের প্রতিধ্বনিতে তীর-তরু সকল ব্যাপ্ত হইতেছে। এইস্থান কোমল ও নির্ম্মল বালুকায় পরিপূর্ণ এবং আমাদের সকলপ্রকার ক্রীড়ার উপকরণে ভূষিত রহিয়াছে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভোজনার্থং তদুচিতং স্থলং স্তৌতি—অহো ইতি। স্বকেলীনাং বহুপঙ্‌ক্তিমদ্ভোজনক্রীড়ানাং সম্পদো যত্র তদিতি স্থানবিস্তীর্ণত্বম্। মৃদুলা অচ্ছা বালুকা যত্র তদিত্যুপবেশসুখং প্রফুল্লবহুলসরোজবত্ত্বাৎ স্ফুটতঃ সরসঃ এব গন্ধেন হৃতা আকৃষ্টা অলয়ঃ পত্রিণশ্চ যে তেষাং কে উদকে ধ্বনয়ঃ তেষাং প্রতিধ্বানাস্তৈর্লসন্তো দ্রুমাস্তৈরাকুলং ব্যাপ্তমিতি-ভোজনাপেক্ষণীয়ধূপাদিসৌরভ্যবীণাদিবাদ্যসুবাসিত-শীতলজল-স্নিগ্ধচ্ছায়াদিসামগ্রী দর্শিতা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভোজনের নিমিত্ত তদুচিত স্থলের প্রশংসা করিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি, অহো।

অতিশয় রমণীয় পুলিন। 'স্বকেলি-সম্পদ'—আমাদের বহু পঙ্‌ক্তি যুক্ত ভোজন-ক্রীড়ার সম্পদ্ এখানে রহিয়াছে, ইহাতে স্থানের বিস্তীর্ণতা। ঐ পুলিন কোমল অথচ নির্ম্মল বালুকাময়, ইহাতে উপবেশন-সুখ। আর এই স্থান, যমুনাস্থ বিকসিত পদ্মসমূহের সৌরভে বিমোহিত ভ্রমর ও পক্ষি সকল আগমন করায় জলগত তাহাদিগের কলধ্বনির প্রতিশব্দে বিলসিত বৃক্ষগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে, ইহাতে ভোজনকালে অপেক্ষণীয় ধূপাদি-সৌরভ, বীণাদি বাদ্য, সুবাসিত শীতল জল, স্নিগ্ধচ্ছায়া প্রভৃতি সামগ্রী প্রদর্শিত হইল ॥ ৫ ॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র অস্মাভিঃ ভোক্তব্যং (যতঃ) দিবা আরূঢ়ং (বেলা সমতীতাঃ) ক্ষুধার্দ্দিতা (বয়ঞ্চ ক্ষুধয়াপীড়িতা ভবামঃ)। বৎসাঃ (গো-শাবকাঃ) অপঃ (জলং) পীত্বা সমীপে (অদূরে এব) শনকৈঃ তৃণং চরন্তু) (মন্দং মন্দং ভ্রমন্তঃ তৃণং ভক্ষয়ন্তু)

অনুবাদ—এখানে আমাদের ভোজন করা উচিৎ। কারণ আমরা ক্ষুধায় কাতর এদিকে বেলাও অতীত হইয়াছে। গোবৎসগণ জলপান করিয়া নিকটেই ধীরে ধীরে তৃণ ভক্ষণ করুক ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—দিবা রূঢ়ং দিবাকর উর্দ্ধাকাশমারূঢ় ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিবা রূঢ়ং'— সূর্য্যদেব মধ্য-গগনে উপস্থিত, অর্থাৎ ভোজনবেলা অতীত প্রায় ॥ ৬ ॥

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্যশাদ্বলে।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভাগবতা মুদা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অর্ভাঃ (বালকাঃ) তথা-ইতি (কৃষ্ণ-বাক্যমেব স্বীকৃত্য) বৎসান্ পায়য়িত্বা (জলং পায়য়িত্বা) শাদ্বলে (হরিততৃণক্ষেত্রে) আরুধ্য (আবদ্ধীকৃত্য) শিক্যানি (যানি অঘমুখপ্রবেশাৎ পূর্ব্বমেব ক্রীড়াসৌকার্য্যার্থং বৃক্ষাগ্রে রক্ষিতানি তানি শিক্যানি) মুক্ত্বা ভগবতা সমং (সহ) মুদা (হর্ষেণ) বুভুজঃ (ভুক্তবন্তঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহারা গো-শাবকগণকে জল পান করাইয়া হরিৎ তৃণময় ক্ষেত্রে বন্ধনপূর্ব্বক বৃক্ষাগ্র হইতে শিক্য সকল মোচন করিয়া ভগবানের সহিত আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—শাদ্বলে হরিততৃণবহুলদেশে আরুধ্যেতি তেষাং তত্তৃণলোভাদেবান্যত্র গমনাসমর্থমননাৎ ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শাদ্বলে'—সবুজ তৃণবহুল প্রদেশে বৎস সকলকে বন্ধন করিলেন, যাহাতে তৃণ-লোভে অন্যত্র গমন না করে—এই ভাব ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ (পরিতঃ) পুরুরাজি-মণ্ডলৈঃ (বহুভিঃ পংক্তিমণ্ডলৈঃ) সহোপবিষ্টাঃ (নৈরন্তর্য্যেন উপবিষ্টাঃ) অভ্যাননাঃ (শ্রীকৃষ্ণাভি-মুখানি আননানি যেষাং তে) ফুল্লদৃশঃ (বিকসিত-নয়নাঃ) ব্রজার্ভকাঃ (ব্রজবালকাঃ) বিপিনে (বনে) অম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ছদাঃ যথা (পদ্মকর্ণিকায়া পত্রাণি ইব) বিরেজুঃ (শোভিতাঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মমধ্যস্থিত কর্ণিকার চতুর্দ্দিকে যেরূপ পত্রসকল শোভা পায়, সেইরূপ বনমধ্যে ব্রজবালক-গণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বহু পঙ্‌ক্তি রচনাপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণের সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া-ছিলেন। "কৃষ্ণ যেন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করি-তেছেন"—এই মনে করিয়া তাঁহাদের নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং ভোজনোপবেশপরিপাটীমাহ—কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পরিতঃ পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ "সুপাংসুপ" ইতি তৃতীয়া। বহুষু পঙ্‌ক্তিমণ্ডলেষ্বিত্যর্থঃ। অভ্যাননাঃ প্রেম্না সর্ব্বসাম্মুখ্যস্পৃহাবতো ভগবতঃ সত্য-সঙ্কল্পতাশক্ত্যোবোদ্‌গারিতেনাচিন্ত্যবৈভবেন নিষ্পাদি-

তাৎ মুখাদ্যঙ্গানাং সর্ব্বদিক্ষু প্রকাশাৎ। কৃষ্ণস্যাভিমুখে সন্নিহিতপঙ্‌ক্তৌ বয়মেব বর্ত্তামহে অন্যেতু ব্যবহিতপঙ্‌ক্তিষু পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চোপবিষ্টা ইতি সর্ব্ব এবাভিমানবন্ত ইত্যর্থঃ। তেন চ, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ"মিতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ। সহ নৈরন্তর্য্যেণোপবিষ্টাঃ। ছদাঃ পত্রাণি যথা কমলকর্ণিকায়াঃ পরিতো মিলিতীভূয় বহুপঙ্‌ক্তিষু তিষ্ঠন্তি তথেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের ভোজনকালে উপবেশনের পরিপাটী বলিতেছেন—'কৃষ্ণস্য বিষ্বক্' ইত্যাদি। 'পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ'—এখানে 'সুপাং সুপঃ', এই সূত্রে সহসুপা সমাসে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। বহু পঙ্‌ক্তিমণ্ডলের মধ্যে, এই অর্থ, অর্থাৎ মণ্ডলাকার বহু পঙ্‌ক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ব্রজবালকগণ 'অভ্যাননাঃ'—সকলেই কৃষ্ণের দিকে মুখ করিয়া উপবেশন করিলেন। প্রীতিবশতঃ সকলের সাম্মুখ্য স্পৃহাকারী ভগবানের সত্যসঙ্কল্পতা শক্তির দ্বারাই অচিন্ত্যবৈভবহেতু তৎকালে মুখাদি অঙ্গসমূহ সব দিকেই প্রকাশ পাইয়াছিল। এইজন্য সকল বালকগণই মনে করিতে লাগিলেন—কৃষ্ণের সম্মুখে সন্নিহিত পঙ্‌ক্তিতে আমরাই অবস্থান করিতেছি, অন্যান্য বালকগণ পৃথক্ পঙ্‌ক্তিতে পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাতে "সর্ব্বদিকে পাণি-পাদ ও সর্ব্ব দিকেই চক্ষু, মস্তক ও মুখ"—ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ দর্শিত হইল। 'সহ'—অবিচ্ছেদে উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'ছদাঃ', পদ্মের কর্ণিকার চারিদিকে তৎপত্রগুলি মিলিত হইয়া বহু পঙ্‌ক্তিতে যেমন শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র বালকেষু) কেচিৎ পুষ্পৈঃ কেচিৎ দলৈঃ (পত্রৈঃ) (এবং) পল্লবৈঃ অঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ শিগ্‌ভিঃ (শিক্যাভিঃ) ত্বগ্‌ভিঃ (বৃক্ষবল্কলৈঃ) দৃষদ্ভিঃ (প্রস্তরৈঃ) চ কৃতভাজনাঃ (কৃতানি কল্পিতানি ভাজনানি ভোজন পাত্রাণি যৈঃ তাদৃশাঃ) বুভুজুঃ ॥৯॥

অনুবাদ—বালকদিগের মধ্যে কেহ পুষ্প, কেহ পত্র, কেহ পল্লব, কেহ অঙ্কুর, কেহ ফল, কেহ শিক্য, কেহ বৃক্ষবল্কল, কেহ বা প্রস্তর দ্বারা ভোজন পাত্র কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কেচিদিতি। পুষ্পাদিভিঃ স্বস্বভাজননির্ম্মাণং বালকানাং প্রত্যেকাপূর্ব্বরচনাকৌতুকেচ্ছয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কেচিৎ'—পুষ্পাদির দ্বারা স্ব স্ব ভোজন-পাত্র নির্ম্মাণ, বালকদিগের প্রত্যেকের অপূর্ব্ব রচনাকৌতুকের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল—এরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥

সর্ব্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সহেশ্বরাঃ (সকৃষ্ণাঃ এব) সর্ব্বে মিথঃ (পরস্পরং) স্ব-স্ব ভোজ্যরুচিং (স্ব-স্ব গৃহানীতস্য ভক্ষ্যস্যান্নব্যঞ্জনাদেঃ রুচিং রোচকতাং) পৃথক্ দর্শয়ন্তঃ (স্বীয় বটশাকরসালাদিকং স্বয়ং কিঞ্চিদ্ ভুক্ত্বা আস্বাদবিশেষমনুভূয় ভোঃ সখে কৃষ্ণ! ভোঃ সুবল! পশ্যত মদীয় বটকাদিকং কীদৃশং স্বাদ্বিতি—অনেন অনুভাবয়ন্তঃ) হসন্তঃ (অন্যান্) হাসয়ন্তঃ চ অভ্যবজহ্রুঃ (ভোজনং চক্রুঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সহ বালকগণ সকলে পরস্পরকে নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত অন্ন-ব্যঞ্জনাদির আস্বাদ পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করাইয়া অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে সুবল, দেখ এই ব্যঞ্জনের স্বাদ কিরূপ মধুর—এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে আস্বাদন করাইয়া হাস্য করিতে করিতে এবং অপরকে হাসাইতে হাসাইতে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—সহেশ্বরাঃ সকৃষ্ণা এব সর্ব্বে স্ব-স্ব ভোজ্যস্য স্ব-স্বগৃহানীতস্য ভক্ষস্যান্নব্যঞ্জনাদেঃ রুচিং রোচকতাং দর্শয়ন্তঃ স্বীয়বটকশাকরসালাদিকং স্বয়ং কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা আস্বাদবিশেষমনুভূয় ভোঃ সখে; ভোঃ কৃষ্ণ, ভোঃ শ্রীদামন্, ভোঃ সুবল পশ্যত পশ্যত মদীয়বটকাদিকং কীদৃশং স্বাদ্বিতি স্বভক্ষ্যপাত্রাত্তদ্‌গৃহীত্বা কৃষ্ণাদীনাং হস্তেষু দদানাস্তাং স্তদাস্বাদমনুভাবয়ন্ত ইত্যর্থঃ। হসন্তো হাসয়ন্ত ইতি জাতীমালত্যাদিপুষ্পাণি বটকান্ত-

রেব অলক্ষিতমর্পয়িত্বা ভোঃ সখায়ঃ, এতানতিস্বাদুতমান্ বটকানাস্বাদয়তেত্যুক্তিবিশ্বাসাৎ সস্পৃহং গৃহীত্বা তান্ ভুঞ্জানান্ কটুকৃতমুখান্ দৃষ্ট্বা হসন্তো হাসয়ন্তশ্চকারাত্তৈঃ সহর্ষকৌতুকং তাড্যমানাঃ পলায়মানাশ্চ ॥১০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহেশ্বরাঃ'—শ্রীকৃষ্ণের সহিত বালকগণ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাদি বালকগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত অন্নব্যঞ্জনাদির আস্বাদ 'দর্শয়ন্তঃ'—পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ নিজের বটক (পিষ্টক বিশেষ, বড়া), শাক ও রসালাদি নিজে কিছু ভোজন করিয়া আস্বাদ বিশেষ অনুভব করতঃ 'হে সখে কৃষ্ণ, হে শ্রীদাম, হে সুবল ! দেখ দেখ আমার বটকাদি কেমন মিষ্ট'—এই বলিয়া নিজ ভোজনপাত্র হইতে তাহা লইয়া কৃষ্ণাদির হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাহার স্বাদ অনুভব করাইতেন, এই ভাবার্থ। 'হসন্তো হাসয়ন্তঃ চ'—কখনও বা জাতী, মালতী প্রভৃতি পুষ্প পিষ্টকাদির মধ্যে অলক্ষিতভাবে অর্পণ করিয়া 'হে সখাগণ ! এগুলি অতিশয় মিষ্ট পিষ্টক, আস্বাদন কর'—এই কথায় বিশ্বাসপূর্ব্বক সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া তাহা ভোজনকারী বালকগণের 'হাঁ, কি তিক্ত'—এরূপ বিকৃত মুখ দেখিয়া হাস্য করিতেন এবং হাসাইতেন। 'চ'-কার প্রয়োগহেতু তাহাদের দ্বারা সহর্ষকৌতুকে তাড্যমান ও পলায়মান হইতেন ॥ ১০ ॥

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু ।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞভুক্ (সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা) বালকেলিঃ (বালকোচিতক্রীড়ারতঃ) জঠরপটয়োঃ (উদরবস্ত্রয়োর্মধ্যে) বেণুং (বংশীং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) বামে কক্ষে চ শৃঙ্গবেত্রে (শৃঙ্গং বিষাণং বাদ্যযন্ত্রবিশেষং বেত্রং গোতাড়ন-যষ্টিং চ) পাণৌ (হস্তে) মসৃণকবলং (মসৃণং স্নিগ্ধং দধ্যোদনকবলং) অঙ্গুলীষু (অঙ্গুলিসন্ধিষু) তৎফলানি (তদুচিতানি বিল্বাদিফলানি) বিভ্রৎ (ধারয়ন্ ইতি পূর্ব্বোক্তেন সর্ব্বত্রান্বয়ঃ) মধ্যে তিষ্ঠন্ (কর্ণিকেব সর্ব্বাভিমুখঃ সন্ মধ্যে বর্ত্তমানঃ) স্বৈঃ (স্বকীয়াচরিতৈঃ) নর্ম্মভিঃ (পরিহাসবাক্যৈঃ) স্বপরিসুহৃদঃ (স্বস্য পরিতঃ উপবিষ্টান্ সুহৃদঃ) হাসয়ন্ স্বর্গে লোকে (স্বর্গবাসিনি জনে) মিষতি (আশ্চর্য্যেণ পশ্যতি সতি) বুভুজে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যিনি সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা তিনি বাল্যলীলাপরায়ণ হইয়া উদর ও বস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে বংশী, বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, হস্তে স্নিগ্ধ দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, অঙ্গুলীসকলের সন্ধিভাগে বিল্বাদি ফল ধারণ এবং পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় সকলের মধ্যস্থলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় আচরিত পরিহাস-বাক্যে নিজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট সুহৃদ্‌গণের হাস্য উৎপাদন করিতে করিতে ভোজন করিতেছেন। তখন স্বর্গবাসিগণ (সেই লীলা) আশ্চর্য্যের সহিত দর্শন করিতেছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তেষ্বপি মধ্যে কৃষ্ণস্য ভোজনলীলাং সর্ব্ববিলক্ষণমাহ—বিভ্রদিতি। জঠরপটয়োরুদরবস্ত্রয়োর্মধ্যে বেণুং বিভ্রৎ দধৎ দক্ষিণকুক্ষাবেবেতি শোভৌচিত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। বামে কক্ষে শৃঙ্গবেত্রে বিভ্রৎ। বামে পাণৌ মসৃণং স্নিগ্ধং বৃহদ্দধ্যোদনকবলং বিভ্রৎ। তৎফলানি তদুচিতানি সন্ধিতকরীরলবল্যাদীনি অঙ্গুলীষু বামপাণ্যঙ্গুলিসন্ধিষু পাণেবিস্তারার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা, তৎফলানি তৎপ্রয়োজনীভূতান্ ক্ষুদ্রগ্রাসান্ দক্ষিণপাণ্যঙ্গুলিষু বিভ্রৎ মুখপ্রবেশযোগ্যান্ বহুতরগ্রাসান্ ততঃ পৃথক্কৃত্য গ্রহীতুমেব বামে পাণৌ বৃহৎকবলগ্রহণং জ্ঞেয়ম্। কর্ণিকেব সর্ব্বাভিমুখো মধ্যে তিষ্ঠন্ স্বৈনর্ম্মভিরিতি। ভো ভৃঙ্গাঃ, কিং মন্মুখাভিমুখং ধাবত ? সুকুমারং মধুমঙ্গলং পুরস্থিতং পিবত, ভো বয়স্য, ব্রাহ্মণকুমারং মাং কিং ভৃঙ্গৈঃ খাদয়সি মনো ব্রহ্মহত্যায়ামপি তে ন ভয়মিতি। ভো এতদ্বনস্থা বানরা, যুষ্মাসু বুভুক্ষুষু জাগ্রৎস্বপি মৎপ্রিয়সখাঃ নির্ব্বিঘ্নং ভুঞ্জতে তদলক্ষিতং আগচ্ছতেতি তস্য নর্ম্ম সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি-লীলাশক্তিভ্যামপি স্বামিন্ প্রভো, কৌতুকার্থং যদি ভোজনে বিঘ্নমীহসে তর্হি আবাভ্যাং তদর্থং ব্রহ্মা সংপ্রত্যেবানীয়ত ইত্যলক্ষিতমনুমোদিতমিতি জ্ঞেয়ম্। স্বর্গে লোকে তদ্বাসিজনবৃন্দে মিষতি আশ্চর্য্যেণ পশ্যতি সতি যজ্ঞভুক্ যজ্ঞেষূদ্দেশমাত্রেণ সমর্পিতমনুপহতং মন্ত্রপূতমেব

হবিঃ স্বীকারমাত্রেণৈব ভুঞ্জানোঽপি বালৈঃ সহ কেলিমিথো ভুক্তান্নাদান-প্রদানভোজনশ্লাঘন-নিন্দনাদিময়ী যস্য সঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর বালকদিগের সহিত ভোজন লীলা বর্ণন করিয়া, তন্মধ্যে আবার তাহা হইতে বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন লীলা বলিতেছেন—'বিভ্রৎ' ইত্যাদি। 'জঠর-পটয়োঃ'—তিনি ভোজনকালে উদর ও পরিধেয় বসনের মধ্যস্থলে বেণু ধারণ করিয়াছেন, ইহা শোভা বিশেষের জন্য দক্ষিণ কুক্ষিতেই বুঝিতে হইবে। বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র ধারণ করিয়াছেন। বাম হস্তে দধি-মিশ্রিত অন্নের বৃহদ্‌কবল এবং ঐ বামহস্তের অঙ্গুলীর সন্ধিসকলে অর্থাৎ অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে ভোজনোপযোগী রুচিজনক ফলসমূহ (আচার বা চাটনি-সমূহ) ধারণ করিয়াছেন। অথবা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীসমূহের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাস গ্রহণ করতঃ মুখপ্রবেশযোগ্য বহুতর গ্রাস পৃথক্ পৃথক্ রূপে গ্রহণের জন্য বামহস্তে দধিমিশ্রিত অন্নের বৃহৎ কবল ধারণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। 'তিষ্ঠন্ মধ্যে'—পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় সকলের অভিমুখে মধ্যস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক 'স্বৈঃ নর্ম্মভিঃ'—বয়স্যদিগকে স্বীয় পরিহাস বাক্যদ্বারা হাস্য করাইতে লাগিলেন। যেমন—'ওহে ভ্রমরগণ! আমার মুখের দিকে কেন আসিতেছ? ঐ সম্মুখে সুকুমার মধুমঙ্গলের মুখ-মধু পান কর।' শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় মধুমঙ্গল বলিতেছেন—"ওহে বন্ধু, ব্রাহ্মণকুমার আমাকে কিজন্য ভ্রমরের দ্বারা ভক্ষণ করাইতেছ? মনে হয় ব্রহ্মবধেও তোমার ভয় নাই।' কিম্বা—'ওহে এই বনের বানরগণ! তোমরা ক্ষুধার্ত্ত ও জাগ্রত থাকিতেও আমার প্রিয়-সহচরগণ নির্বিঘ্নে ভোজন করিতেছে, অতএব অলক্ষিতভাবে আইস।' —এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মবচনে তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা-শক্তি এবং লীলাশক্তিও যেন বলিলেন—"স্বামিন্ প্রভো! কৌতুকের নিমিত্তই যদি ভোজনে বিঘ্ন ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরাই তাহার জন্য ব্রহ্মাকে সম্প্রতি আনয়ন করিতেছি"—এরূপ অলক্ষিতভাবে অনুমোদনও প্রাপ্ত হইলেন বুঝিতে হইবে। 'স্বর্গে লোকে মিষতি'—তখন স্বর্গলোকবাসী সকলে পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ লীলা অবলোকন করিতেছিলেন। 'যজ্ঞভুক্'—যিনি যজ্ঞে উদ্দেশমাত্রে সমর্পিত মন্ত্রপূত হবিঃ স্বীকার-মাত্রেই তদ্ভোক্তা বলিয়া আরোপিত হইয়া থাকেন (কিম্বা নানাবিধ প্রযত্নসহকারে সমর্পিত যজ্ঞভাগও যিনি ভোজন করেন না), 'বালকেলিঃ'—সেই শ্রীকৃষ্ণ বালকগণের সহিত বালকোচিত ক্রীড়ারত, অর্থাৎ পরস্পর ভুক্তান্ন আদান-প্রদান, ভোজন, প্রশংসা ও নিন্দাদি ক্রীড়াপরায়ণ ॥১১

—৩৬

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ। ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (পরীক্ষিৎ,) এবং অচ্যুতাত্মসু (কৃষ্ণপরায়ণচিত্তেষু) বৎসপেষু (গোবৎসপালকেষু) ভুঞ্জানেষু (সৎসু) বৎসাঃ তু (গোশাবকাস্তু) তৃণলোভিতাঃ (সন্তঃ) দূরং অন্তর্বনে (বনমধ্যে) বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণপরায়ণচিত্ত গোবৎসপালগণ এইরূপে ভোজন করিতে থাকিলে গোবৎসগণ তৃণলোভে দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১২॥

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তান্ ঊচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মাবিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ তান্ (গোপবালকান্) ভয়-সন্ত্রস্তান্ (বৎসানাং দূরগমনেন তেষাং হিংস্রজন্যানিষ্টশঙ্কয়া ভীতান্) দৃষ্ট্বা ভীভয়ং অস্য (অস্য বিশ্বস্য যা ভীস্তস্যা ভয়ং ভয়প্রদঃ ইত্যর্থঃ) ঊচে (উবাচ) (হে) মিত্রাণি, আশাৎ (ভোজনাৎ) মা বিরমত অহং বৎসকান্ ইহ আনেষ্যে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তাহা দেখিয়া গোপবালকগণ ভীত হইলে বিশ্বের ভয়স্বরূপ মৃত্যুরও ভয়প্রদ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কিম্বা তাঁহাদের ভয় নিবারণ করিয়া বলিলেন—হে মিত্রগণ! তোমরা আহার পরিত্যাগ করিও না। আমি বৎসগণকে এখানে আনয়ন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য বিশ্বস্য যা ভীস্তস্যা অপি ভয়ং ভয়প্রদ ইত্যর্থঃ। হে মিত্রাণীতি স্নেহং সূচয়তি—

আশাৎ ভোজনাৎ। শ্লোকোঽয়ং নবাক্ষরৈক-পাদোঽনুষ্টুব্‌ভেদ ইতি প্রাহুঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্য ভীভয়ং'—বিশ্বের যে ভয়, তাহারও ভয়প্রদ, অর্থাৎ সকলের অভয়-দাতা শ্রীকৃষ্ণ, এই অর্থ। 'হে মিত্রগণ'—ইহাতে স্নেহ সূচনা করিতেছেন। 'আশাৎ'—ভোজন হইতে তোমরা বিরত হইও না। এই শ্লোকে এক পাদে নব অক্ষর, ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দের ভেদ ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—ইতি উক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ স পাণি-কবলঃ (পাণিকবলেন হস্তস্থিতদধ্যোদন-গ্রাসেন বর্ত্ত-মানঃ এব) আত্মবৎসকান্ (আত্মজনগোশাবকান্) বিচিন্বন্ (অন্বিষ্যন্) অদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষু (অদ্রিষু তদ্দরীষু পর্ব্বতকন্দরেষু কুঞ্জেষু লতাদিসংবৃতস্থানেষু গহ্বরেষু সঙ্কটস্থানেষু সর্ব্বত্র) যযৌ (গতঃ) ॥ ১৪॥

অনুবাদ—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দধি ও অন্নমিশ্রিত গ্রাস হস্তে লইয়াই নিজ সহচরগণের বৎস অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ব্বত, কন্দর, কুঞ্জ, গহ্বর প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সপাণিকবল ইতি। বৎসান্বেষণ-সময়েঽপি কিঞ্চিদ্ভোক্তুমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপাণিকবলঃ'—শ্রীকৃষ্ণ দধি মিশ্রিত খাদ্যগ্রাস হস্তে লইয়াই বৎসগুলিকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন। বৎসান্বেষণ সময়েও কিছু ভোজনের নিমিত্তই যেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৪॥

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং
বিস্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (পরীক্ষিৎ,) পুরা (পূর্ব্বং) যঃ খে অবস্থিতঃ (আকাশে স্থিতঃ সন্) প্রভবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঘাসুর-মোক্ষণং (অঘাসুর-মোচন-কার্য্যং) দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়ং (অতীবাশ্চর্য্যং) প্রাপ্তঃ (সঃ) অম্ভোজন্মজনিঃ (পদ্মযোনি ব্রহ্মা) তদন্তরগত (তন্মধ্যং উপস্থিতঃ সন্) মায়ার্ভকস্য (মায়া-মোহনতা তদ্ যুক্তার্ভকস্য) ঈশিতুঃ (নিজৈ-শ্বর্য্যপ্রকটনপরস্য) অন্যৎ অপি মঞ্জু (মনোজ্ঞং) মহিত্বং (মহিমানং) দ্রষ্টুং তদ্বৎসান্ (গোশাব-কান্) বৎসপান্ (গোপালকান্ চ) ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ) অন্যত্র নীত্বা অন্তরদধাৎ (অন্তর্হিতঃ) (বভূব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবর! যিনি পূর্ব্বে আকাশে অবস্থান করিয়া প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-মোচন-কার্য্য-দর্শনে পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মা তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বমোহোৎ-পাদক বাল্যলীলা-পরায়ণ নিজ ঐশ্বর্য্য-প্রকটকারী ভগবানের মহিমান্তর দর্শনাভিলাষে গোবৎস এবং বৎসপালকগণকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অম্ভোজন্মনঃ কমলাজ্জনির্যস্যেতি জড়-বংশ্যত্বাৎ সচেতনোঽপি ব্রহ্মা জড়এব যদয়ং ভগবন্তং পরীক্ষিতুং মহামায়াবিন্যপি তস্মিন্ মায়াং বিততা-নেত্যাক্ষেপো ধ্বনিতঃ। অত্র "বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বক"-মিত্যুত্তর-গ্রন্থবিরোধাৎ নিত্য-বিজ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ভগবতস্তৎ-প্রিয়সখানাং বালকা-নাঞ্চ চতুর্ম্মুখমায়য়া মোহনমনৌচিত্যান্ন ব্যাখ্যেয়ম্। যত্তু পূতনাদীনামপি মায়য়া ভগবন্মাত্রাদীনামপি মোহ-নং তৎ খলু বিস্ময়রসাধায়কতত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থম্ লীলাশক্ত্যা অনুমোদনাদেব নতু স্বতঃ। অত্র তু ব্রহ্ম-মায়য়া কৃষ্ণসখানাং কেবলস্বাপনেন কা লীলাসিদ্ধিরত এষাং যোগমায়য়ৈব মোহনং "কৃষ্ণমায়াহতাত্মনা"-মিত্যগ্রিমবাক্যাচ্চ জ্ঞেয়ম্। ন চ কৃষ্ণমায়ামোহিতা-নামেব তেষাং ব্রহ্মকর্ত্তৃকমন্যত্র নয়নং ব্যাখ্যেয়ম্। উপরিষ্টাৎ "ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতে-তরে" ইতি ব্রহ্মবাক্যানন্তরং "সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চনে"তি শ্রীশুকোক্তেঃ। নহি কৃষ্ণসখানামসত্যত্বং তেন বক্তুমুচিতমতো মায়িকা-নামেব বালবৎসানাং হরণং ব্রহ্মণা কৃতমিত্যেবমত্র ব্যাখ্যেয়ম্। ব্রহ্মা তদন্তরে তস্মিন্নবসরে গত আগতঃ

সন্ অন্যদপি মহিত্বং মহিমানং দ্রষ্টুম্ অর্ভকস্য ঈশিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৎসান্ ইতঃ পুলিনাৎ বৎসপাংশ্চ অন্যত্র নীত্বা অন্তরদধাৎ তিরোবভূব, যৎ তৎ মায়া ভগবন্মায়াকারণকমেব তৎ সর্ব্বং মায়য়া মোহিত এব ব্রহ্মা মহিত্বং দ্রষ্টুং মায়াকল্পিতানেব বৎসান্ বৎস-পানন্যত্রানয়দিত্যর্থঃ। অদ্য ময়া মায়য়া মোহয়িত্বা চোরিতেষু বৎস-বৎসপেষু কিময়মৈশ্বর্য্যং কিমপ্যদ্ভুতং করোতি জ্ঞাত্বা কিং স্বয়ং তানেবানেষ্যতি মহ্যং প্রার্থয়িষ্যতে বা ন কিমপি জ্ঞাস্যতীতি বেতি বিচারো মায়য়া মোহনং বিনা তস্য ন সম্ভবেদতঃ তস্মিন্ চোরয়িতুমুদ্যতে সতি যোগমায়ৈব সত্যান্ বৎস-বালকান্ আচ্ছাদ্য বহিরঙ্গমায়াদ্বারা সদ্যঃকল্পিতানেব তাংস্তমদর্শয়দিতি জ্ঞেয়ম্। প্রভবতঃ প্রভোঃ কৃষ্ণাৎ অঘাসুরস্য মোক্ষণং দৃষ্ট্বা যো বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ ।।১৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অম্ভোজন্ম-জনিঃ'—জল হইতে জন্ম যাহার অর্থাৎ কমল, সেই কমল হইতে উৎপত্তি যাঁহার (অর্থাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মা)। জড়-বংশ-জাত বলিয়া সচেতন হইলেও ব্রহ্মা জড়ই, যেহেতু ভগবান্‌কে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মহা-মায়াবী সেই ভগবানের উপর মায়া বিস্তার করিলেন —এইরূপ অক্ষেপ ধ্বনিত হইতেছে। এখানে "বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকম্" (১০।১৪।৪২), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বসহচরবৃন্দ যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, তৃণাদি ভক্ষণরত বৎসগণকে সেই যমুনা-পুলিনে আনয়ন করিলেন—এই পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত বিরোধহেতু এবং নিত্য-বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ভগবানের প্রিয় সহচর বালকগণের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দ্বারা মোহন অনৌচিত্যবশতঃ এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। পূতনাদিরও মায়ার দ্বারা ভগবানের জননী প্রভৃতির যে মোহন, তাহা বিস্ময়রস-পোষক সেই সেই লীলার সিদ্ধির নিমিত্ত এবং তাহাও লীলাশক্তির অনুমোদনক্রমেই হইয়াছিল, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নহে। কিন্তু এই স্থলে ব্রহ্মার মায়ার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের কেবল নিদ্রিত করাতে কোন্ লীলা সিদ্ধি হইবে? অতএব যোগমায়ার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও সখাগণের মোহন হইয়াছিল, ইহা পরবর্ত্তী "কৃষ্ণ-মায়াহতাত্মনাম্"—(১০।১৪।৪৩), অর্থাৎ কৃষ্ণমায়ায় মোহিত গোপবালকগণ ঐ সময়কে ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র মনে করিয়াছিলেন, এই বাক্য হইতেও জানিতে হইবে। আবার কৃষ্ণমায়া-মোহিত বালকগণকেই ব্রহ্মা অন্যত্র স্থাপন করিলেন, এরূপ ব্যাখ্যা করা চলে না। যেহেতু পরে ব্রহ্মা বলিবেন—"ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে" (১০।১৪।৪২), অর্থাৎ আমার মায়ায় মোহিত বালক ও বৎসগণ হইতে ভিন্ন ইহারা কোথা হইতে, কি প্রকারেই বা এখানে আসিল? ইহার পর শ্রীল শুকদেবও বলিবেন—"সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন" (১০।১৪।৪৩), অর্থাৎ এই বিভিন্ন বৎস ও বালক-গণের মধ্যে কাহারা সত্য, কাহারা অসত্য, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন না। ইহার দ্বারা কৃষ্ণ সখাগণের অসত্যত্ব বলা সমীচীন হয় না, অতএব মায়াকল্পিত বৎস ও বালকগণেরই হরণ ব্রহ্মা করিয়াছিলেন—ইহাই এখানে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'তদন্তর-গতঃ'—এই অবসরে ব্রহ্মা আসিয়া অন্য কোন মনোহর মহিমা দর্শনের অভিলাষে 'অর্ভকস্য ঈশিতুঃ'—বাল্যলীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বৎসগুলিকে ও পুলিন হইতে বৎস-পালকগণকে অন্যত্র স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন—ইহাই 'মায়া', অর্থাৎ ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া ব্রহ্মা মহিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত মায়াকল্পিত বৎস ও বালকগণকে অন্যত্র স্থাপন করিলেন, এই অর্থ। 'আজ আমি মায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া বৎস ও বালকগণকে অপহরণ করিয়াছি, দেখি, ইনি কি অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকট করেন, কিংবা জানিতে পারিয়া নিজেই তাহাদিগকে আনয়ন করিবেন, অথবা আমার নিকট প্রার্থনা করিবেন, কিংবা কিছুই জানিতে পারিবেন না'—এইরূপ ব্রহ্মার বিচার মোহন ব্যতীত সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্মা অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে যোগমায়াই সত্য বৎস ও বালকগণকে আচ্ছাদন করিয়া বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা সদ্য কল্পিত তাহাদিগকে দর্শন করাইয়াছিলেন (তাহাই ব্রহ্মা অপহরণ করেন)—ইহা জানিতে হইবে। 'প্রভবতঃ'—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হইতে অঘাসুরের মোচন দর্শনপূর্ব্বক যে ব্রহ্মা বিস্ময়ান্বিত হইয়া-ছিলেন ।। ১৫ ।।

———

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ বৎসান্ এত্য (প্রত্যাবৃত্ত) পুলিনে (সরস্তীরে) বৎসপান্ অপি চ অদৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ বনে সমন্ততঃ (সর্ব্বত্র) উভৌ অপি (বৎস-বৎসপালকান্) বিচিকায় (অন্বীক্ষিতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে দেখিতে না পাইয়া সরোবরতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন কিন্তু সেখানেও গোপবালকদিগকে দেখিতে পাইলেন না; তখন সর্ব্বত্র বৎস ও বৎসপালক উভয়ই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃষ্টেত্যৈ নতু অপ্রাপ্যেত্যুক্তম্। অতস্তত্র স্থিতান্ জ্ঞাতানপি অদৃষ্ট্বা অদর্শনমভিনীয়েত্যর্থঃ। মন্মায়য়া মোহিত এবায়মিতি ব্রহ্মাণং মিথ্যাভিমানং গ্রাহয়িতুমিতি ভাবঃ। ততশ্চোভাবপি বৎসান্ বালাংশ্চ বিচিকায় বিস্ময়বিষাদাদ্যভিনয়পূর্ব্বকং নটবত্তদন্বেষণমভিনিনায়েত্যর্থঃ। 'তত্রোদ্বহৎপশুপবংশশিশুত্বনাট্য'মিত্যগ্রেতনোক্তেঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদৃষ্ট্বা'—না দেখিয়া, কিন্তু না পাইয়া এরূপ উক্ত হয় নাই। অতএব তত্রস্থিত বৎসগণকে জানিয়াও অদর্শনের (না দেখার) অভিনয় করিয়া, এই অর্থ। 'আমার মায়ায় মোহিত এইজন (কৃষ্ণ)'—এইরূপ মিথ্যা অভিমান ব্রহ্মাকে গ্রহণ করাইবার জন্য, এই ভাবার্থ। 'ততঃ' তারপর 'উভাবপি'—বৎস ও বৎসপালক উভয়কে 'বিচিকায়'—অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বিস্ময় ও বিষাদাদি অভিনয়পূর্ব্বক নটের ন্যায় অন্বেষণের অভিনয় করিলেন—এই অর্থ। যেহেতু পরে বলিবেন—'তত্রোদ্বহৎ-পশুপবংশ-শিশুত্ব-নাট্যম্, (১০।১৪ ৬১), অর্থাৎ সেখানে ব্রহ্মা পূর্ব্বের মত গোপবংশীয় বালকের লীলাভিনয়কারী ও অন্নগ্রাসহস্তে একাকী গোবৎস ও সহচরগণকে চারিদিকে অন্বেষণ পরায়ণ সেই অদ্বিতীয় অনন্ত ও সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৬ ॥

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তর্বিপিনে (বনমধ্যে) ক্ব অপি (কুত্রাপি) বৎসান্ পালান্ চ (অদৃষ্ট্বা) বিশ্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) কৃষ্ণঃ সহসা সর্ব্বং (এতৎকার্য্যং) বিধিকৃতং (ব্রহ্মণা কৃতং ইতি) অবজগাম হ (জ্ঞাতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—বনমধ্যে কুত্রাপি তাহাদিগকে না দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সহসা বুঝিতে পারিলেন যে—এই সমস্ত কার্য্য একমাত্র ব্রহ্মাকর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পুনঃ কিং কৃত্বা বিচিকায়েত্যত আহ—ক্বেতি। বিশ্ববিদপি ক্বাপি শাদ্বলাদন্যত্রাপি বৎসান্ পুলিনাদন্যত্রাপি পালান্ অদৃষ্ট্বা বিচিকায়েতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ননু কৃষ্ণঃ কিং বৎসাদিচৌর্য্যক্ষণ এব বিবেদ তৎক্ষণানন্তরং বা কিঞ্চিদন্বিষ্য বা বিবেদেত্যত আহ—সর্ব্বমিতি। সহসা চৌর্য্যক্ষণ এব ব্রহ্মণা অতর্কিতমেবেত্যর্থঃ। "অতর্কিতে তু সহসে"-ত্যমরঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় কেমন করিয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'ক্বাপি' ইত্যাদি। 'বিশ্ববিৎ', অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও হরিত-তৃণবহুল প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র বৎসগণকে এবং পুলিন ব্যতীত অন্যত্র বালকগণকে দেখিতে না পাইয়া (এই সমস্ত ব্রহ্মার কাজ উহা সহসা অবগত হইলেন)। যদি বলেন—দেখুন, কৃষ্ণ কি বৎসাদি চৌর্য্যক্ষণেই জানিতে পারিয়াছিলেন, কিম্বা তাহার কিছুক্ষণ পরে, অথবা—কিছু সময় অন্বেষণের পর বিদিত হইয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'সহসা', ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চৌর্য্যক্ষণেই অতর্কিতভাবেই জানিয়াছিলেন। অমরকোষে উক্ত আছে—'অতর্কিত অর্থে সহসা শব্দ ব্যবহৃত হয়।' ১৭ ॥

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বকৃৎ (সর্ব্বকর্ত্তা) ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ কস্য চ (ব্রহ্মণশ্চ) তন্মাতৃণাং চ (তেষাং গোবৎস-গোপালকানাং জননীনাং চ) মুদং (প্রীতিং) কর্ত্তুং (জনয়িতুং) আত্মানং (স্বয়মেব) উভয়ায়িতং চক্রে

(গোশাবক-গোপালকসমূহরূপেণ কল্পয়ামাস) (যদি উদাসীনঃ ভবামি তদা গোপালমাতৃণাং বিষাদঃ স্যাৎ, যদি গোপালকান্ আনয়ামি তদা ব্রহ্মণঃ মোহঃ ন স্যাৎ ইত্যেবং চিন্তয়া উভয়প্রীতিসাধনার্থং পূর্ব্বোক্তং গোপশিশু-গোবৎসরূপং স্বীকৃতম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তখন সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা এবং গোবৎস ও গোপালকগণের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য স্বয়ং গোশাবক এবং গোপালকসমূহ হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ভগবন্মায়য়া মোহিতে ব্রহ্মণি মোহকৃন্মন্যে স্বভবনং গতে সতি স্বস্য ব্রহ্মমায়ামোহনাভাবমাত্রব্যঞ্জকঃ, পূর্ব্ববৎ স্বীয়ৈর্বৎসবালকৈঃ সহ ভোজনাদিলীলাভিবিহারো নাতিবিচিত্রমিত্যতো মায়াতীতান্ বলদেবপর্য্যন্তানপি স্বপরীবারান্ মোহয়িত্বা লোকে স্বমায়াবলং দর্শয়িতুং পরমবৎসলানাং গো-গোপীনাং স্বস্মিন্ পুত্রভাবমভিলষন্তীনাং মনোরথং পূরয়িতুং ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাপি পুনর্মহাবিস্ময়সমুদ্রে প্রক্ষেপ্তুং একস্মিন্নেব স্বাভীষ্টদেবে শ্রীভাগবতোপদেষ্টরি বাসুদেবে ভক্তিমন্তং খলু তং চ পরঃসহস্রান্ বাসুদেবান্ দর্শয়িতুং স্বয়মেব বৎসবালকাদ্যাকারো বভুবেত্যাহ—তত ইতি। কস্য ব্রহ্মণঃ, আত্মানং স্বয়মেব উভয়ায়িতং উভয়ং বৎসত্বং বালকত্বঞ্চ অয়িতং প্রাপ্তং বৎস-বালরূপিণমিত্যর্থঃ। বিশ্বকৃতাং মহৎস্রষ্ট্রাদীনামপীশ্বর ইতি তত্র সামর্থ্যং দ্যোতিতম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত ব্রহ্মা নিজেকে মোহনকারী মনে করিয়া স্বভবনে গমন করিলে, ব্রহ্মার মায়ার দ্বারা কিছুমাত্র মোহিত না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পূর্ব্বের মত নিজ বৎস ও বালকগণের সহিত ভোজনাদি লীলাবিহার অতিবিচিত্র ছিল না, পরন্ত মায়াতীত শ্রীবলদেব পর্য্যন্ত স্বপরিজনকে মোহিত করিয়া লোকে নিজ মায়াবল প্রদর্শনের নিমিত্ত এবং নিজের প্রতি পুত্রভাব অভিলাষিণী পরম বৎসলা গো ও গোপীগণের মনোরথ পূরণের জন্য, ব্রহ্মাকে মোহিত করিয়াও পুনরায় মহাবিস্ময়সমুদ্রে প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত এবং একমাত্র নিজ অভীষ্টদেব শ্রীভাগবতোপদেষ্টা বাসুদেবে ভক্তিমান্ ব্রহ্মাকে পরঃসহস্র বাসুদেব দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বৎস ও বালকাদির আকার হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। 'কস্য'—ব্রহ্মার, 'আত্মানং উভয়ায়িতং'—আপনাকে উভয় বৎসত্ব ও বালকত্ব প্রাপ্ত করাইলেন, অর্থাৎ আপনাকে বৎস ও বালকরূপে রচনা করিলেন। 'বিশ্বকৃদীশ্বরঃ'—মহৎস্রষ্টাদিরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, ইহাতে তাহাতে সামর্থ্য দ্যোতিত হইল ॥ ১৮ ॥

যাবদ্বৎসপ-বৎসকাল্পকবপুর্য্যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্‌যষ্টি-বিষাণ-বেণু-দলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো
বভৌ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যাবদ্ বৎসপ-বৎসকাল্পকবপুঃ (যাবৎ সংখ্যকং বৎসপানাং বৎসকানাঞ্চ অল্পকং কোমলং বপুঃ শরীরং) যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং (যাবৎ পরিমাণানি করাঙ্ঘ্র্যাদীনি হস্তপদাদীনি) যাবদ্‌যষ্টি-বিষাণ-বেণু-দলশিক্ (যাবন্তি যাদৃশানি যষ্ট্যাদীনি তাবৎ) যাবদ্ বিভূষাম্বরং (যাদৃশে বিভূষাম্বরে ভূষণালঙ্কারৌ তাবৎ) যাবৎ শীলগুণাভিধাকৃতিবয়ঃ (যাবন্তি শীলাদীনি তাবৎ শীলং স্বভাবঃ গুণাঃ সারল্যাদয়ঃ, অভিধা নাম, আকৃতিঃ দেহসংস্থানং) যাবদ্ বিহারাদিকং (যাদৃক্ ক্রীড়াচেষ্টাদিকং তাবৎ) সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরঃ অঙ্গবৎ (সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি বাক্যস্য মূর্ত্তিবৎ সা গীঃ এব অর্থ স্বরূপেণ প্রত্যক্ষং যথা তথা) সর্ব্বস্বরূপঃ (পূর্ব্বোক্ত-সর্ব্বপ্রকারাশ্রিতঃ সন্) বভৌ (বিরাজিতঃ বভূব) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালক ও বৎসগণের সংখ্যা অনুসারে সুকোমল অঙ্গ, হস্ত-পদাদি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্, অনুরূপ ভূষণ, অলঙ্কার, যথাযোগ্য স্বভাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স এবং ক্রীড়াভঙ্গী প্রভৃতি যাহারা যেরূপ ঠিক সেই সেই রূপ ও ভাব গ্রহণ করিয়া "সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়" এই বাক্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব প্রপঞ্চয়তি। যাবৎ যৎপরি-

মাণকং বৎসপানাং বৎসকানাঞ্চ অল্পকং বপুঃ। জাত্যপেক্ষয়া একবচনম্। অত্যল্পানি কোমলানি বপুংষীত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি, বিহারাদিকমিত্যত্রাদি-শব্দাৎ পিতৃমাত্রাদিষু ব্যবহরণং পূর্ব্বাচরিতস্মরণাদিকঞ্চ। অজঃ অজন্যতয়ৈব ভীতএব কৃষ্ণঃ সর্ব্বস্বরূপঃ তাবদ্বপুরাদিরূপঃ সন্ বভৌ। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি প্রসিদ্ধা যা গীস্তস্যা অঙ্গবৎ সা গীরেব মূর্ত্তা প্রত্যক্ষা যথা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বিবৃত করিতেছেন—'যাবৎ' ইত্যাদি. বৎসপালক ও বৎসগণের যে পরিমাণ সুকোমল অঙ্গ, এখানে জাতিগত ভাবে এক-বচন হইয়াছে। এই প্রকার যাহার যেরূপ যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণু প্রভৃতি এবং বিহারাদি, এখানে আদি শব্দে মাতা, পিতা প্রভৃতির প্রতি যাহার যেমন ব্যবহার, পূর্বাচরিত স্মরণাদি। 'অজঃ'—শ্রীকৃষ্ণ, 'সর্ব্বস্বরূপঃ'—অর্থাৎ যাহার যেমন রূপ, ভাব প্রভৃতি ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। "এই চরাচর বিশ্ব বিষ্ণুময়"—এই বেদ-বাক্যের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইতেই যেন শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপে প্রকটিত হইলেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ব্রজম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ং আত্মা এব (কর্ত্তা সন্) আত্মবৎসপৈঃ (আত্মরূপি-বৎসপালকৈঃ প্রযোজ্যকর্ত্তৃভিঃ) আত্মগোবৎসান্ (নিজরূপি-গোবৎসান্) প্রতিবার্য্য (বিনিবার্য্য) আত্ম-বিহারৈঃ (আত্মভিঃ আত্মভূতৈঃ বালকৈঃ সহ যে বিহারাঃ বেণুবাদনাদয়ঃ তৈঃ) ক্রীড়ন্ (সন্) ব্রজং প্রাবিশৎ (ব্রজপুরং প্রবিষ্টঃ অভূৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই কর্ত্তা হইয়া আত্মরূপী বৎসপালকগণদ্বারা আত্মরূপী বৎসগণকে চালনা করিয়া নিজস্বরূপ বালকগণের সহিত বেণু-বাদ্য প্রভৃতি ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ মধ্যাহ্নাপরাহ্ণয়োঃ পূর্ব্ববদেব ক্রীড়িতবতস্তস্য সায়ং গোষ্ঠপ্রবেশমাহ—স্বয়মিতি পঞ্চভিঃ। এবং সর্ব্বাত্মা সন্ ব্রজং প্রাবিশৎ। কথং স্বয়মাত্মৈব প্রযোজকঃ আত্মরূপান্ গোবৎসানিতি কর্ম্মাপি স্বয়মেব আত্মরূপৈর্বৎসপৈঃ প্রতিবার্য্যেতি প্রযোজ্যকর্ত্তাপি স্বয়মেব। আত্মবিহারৈঃ আত্মভিরাত্মভূতৈর্বালকৈঃ সহ যে বিহারা বেণুবাদনাদয়স্তৈঃ ক্রীড়ন্নিতি ক্রিয়াকারকাণ্যপি স্বয়মেবেত্যর্থঃ। অত্র পুলিনে বৎসপালা উপবিশ্য ভুঞ্জত এব শাদ্বলেষু বৎসাস্তৃণং চরন্ত্যেব তানন্বেষ্টুং কৃষ্ণো বিপিনে পর্য্যটত্যেব ক্ষণমাত্রায়মাণং বর্ষং ব্যাপ্যত্যেতৎ ত্রিকং সর্ব্বৈরদৃষ্টং তত্তৎ স্থলেষু প্রতিদিনং ভ্রমদ্ভিরন্যৈ-র্লীলাপরিকরৈঃ কৃষ্ণস্বরূপবৎসবালৈর্বলদেবেনাপি বর্ষবাতাতপাদ্যৈরপ্যস্পৃষ্টমেবাচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়য়া ব্যরাজীদেব যস্যৈক এব কৃষ্ণো ব্রহ্মণা কবলবেত্রাদি-লক্ষলক্ষিতো মোহান্তে দদৃশে তুষ্টুবে চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন-কালে পূর্ব্বের ন্যায় লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালে গোষ্ঠ-প্রবেশ বলিতেছেন—'স্বয়ম্' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। এইরূপে সর্ব্বস্বরূপ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রবেশ করিলেন। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতে-ছেন—'স্বয়ং'—আপনিই প্রযোজক হইয়া আত্মস্বরূপ গোবৎস সকলকে, কর্ম্মও নিজেই, আত্মস্বরূপ বৎস-পালকগণের দ্বারা চালনা করিয়া প্রযোজ্য কর্ত্তাও নিজেই, 'আত্ম বিহারৈঃ'—আত্মস্বরূপ বালকদিগের সহিত বেণুবাদনাদি যে বিহার, তাহার সহিত ক্রীড়ন-পুরঃসর ব্রজে প্রবেশ করিলেন, ইহাতে ক্রিয়ার কারকসকলও আপনিই, এই অর্থ। এই স্থলে পুলিনে বৎসপালকগণ উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন করি-তেছেন, তৃণভূমিতে গোবৎস-সকল তৃণ চারণ করি-তেছে, তাহাদের অন্বেষণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বন-ভূমিতে পর্য্যটন করিতেছেন—এইরূপ ক্ষণমাত্র কাল এক বৎসর পর্য্যন্ত এই তিনটি কার্য্য সকলের অদৃ-ষ্টই ছিল। সেই সেই স্থলে প্রতিদিন ভ্রমণকারী অন্যান্য লীলাপরিকর, কৃষ্ণস্বরূপভূত বৎস, বালকগণ এবং বলদেব কর্ত্তৃকও অদৃষ্ট হইয়া বর্ষ, বাত, আতপাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট অবস্থায় অচিন্ত্যশক্তি যোগ-মায়ার দ্বারা তাহারা বিরাজমান ছিলেন। তন্মধ্যে একমাত্র কবল-বেত্রাদি-চিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা

মোহান্তে দর্শন করিয়াছিলেন এবং স্তব করিয়াছিলেন —ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ।
তত্তদাত্মাভবদ্রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সঃ (সর্ব্বময়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্তদ্বৎসান্ (প্রত্যেক গোপালকবৎসান্) পৃথক্ নীত্বা (বিভাগ-পূর্ব্বকং) তত্তদ্গোষ্ঠে (যথানির্দ্দিষ্ট-গোশালায়াং) নিবেশ্য তত্তদাত্মা (তত্তদ্গোপালবাল-স্বরূপঃ সন্) তত্তৎ সদ্ম (যথা-নির্দ্দিষ্ট তত্তদ্ গৃহং) প্রবিষ্টবান্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপালকের বৎসগণকে বিভাগপূর্ব্বক যথানির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠে প্রবেশ করাইয়া সেই সেই গোপালের মূর্ত্তিরূপে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তদাত্মা শ্রীদামসুদামসুবলাদি বালক-স্বরূপঃ কৃষ্ণস্তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবানিত্যন্বয়ঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্তদাত্মা'—শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি বালকের রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ 'তত্তৎসদম'—সেই সেই গৃহে, অর্থাৎ যে বালকের যে গৃহ স্বয়ং সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১ ॥

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা
উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং
মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্ ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—গোপিকামোহমাহ) তন্মাতরঃ (তত্তদ্-গোপবালকজনন্যঃ) বেণুরববত্বরোত্থিতাঃ (বংশী-শব্দশ্রবণাৎ সত্বরং উত্থিতাঃ সত্যঃ) পরং ব্রহ্ম এব (কৃষ্ণমেব) সুতান্ মত্বা (নিজপুত্ররূপেণ বিজ্ঞায়) দোর্ভিঃ উত্থাপ্য (অঙ্কে কৃত্বা) নির্ভরং পরিরভ্য (গাঢ়ং আলিঙ্গ্য) স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং (স্নেহস্নুতং পুত্রস্নেহবশাৎ ক্ষরিতং যৎ স্তন্যং স্তনদুগ্ধং তদেব স্বাদুত্বাৎ সুধা মাদকত্বাৎ আসবঃ মদ্যং তৎ) অপায়-য়ন্ (পায়য়ামাসুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তখন সেই সেই গোপবালকের জননী-গণ বংশীরবে সত্বর উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্রজ্ঞানে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্রস্নেহে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধরূপ অমৃত (আসব) পান করাইতেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত যশোদায়া ইবাস্মাকমপি কৃষ্ণঃ কিং পুত্রো ভবেদিতি গোপীনাং মনোরথস্য সিদ্ধিং বহিরলক্ষিতাং বদন্নেব তাসাং মোহনমাহ—তন্মা-তরস্তত্তন্মাতরঃ সুতান্মত্বা পরং ব্রহ্মৈব দোর্ভিরুত্থাপ্য অঙ্কে কৃত্বা স্তন্যং পয়োঽপায়য়ন্। উদুহ্যেতি। ক্বাচিৎকঃ পাঠশ্চ। নির্ভরং পরিরভ্যেতি নির্ভরং স্নুতেতি পূর্ব্বতঃ স্নেহাধিক্যসূচকং পরং ব্রহ্মাপি সুধা-সবং মত্বা তাসাং স্তন্যং পয়োঽপিবদিত্যাহ—সুধাসব-মিতি। স্নেহস্নুতত্বেন স্নেহময়ং তৎ প্রেমাস্বাদমহা-রসিকঃ কৃষ্ণঃ সুধামিব স্বাদু আসবমিব মাদকং পিবন্ পিবন্নুনুবভূবেতি তল্লোভাদেব তস্যাপি তত্তৎ-পুত্রীভাববাসনা প্রাগাসীৎ সাপি ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব সিদ্ধেতি। অতএব স্বস্য সখীনপি বর্ষপর্য্যন্তং যোগ-মায়য়া মোহয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। "স্তন্যামৃতং পীত-মতীব তে মুদে"তি ব্রহ্মণাপি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হায়! হায়! যশোদার মত আমাদিগেরও কৃষ্ণ কি পুত্র হইবে'—এইরূপ গোপী-গণের বাহিরে অলক্ষিত মনোরথের সিদ্ধি বলিবার জন্য তাঁহাদিগের মোহ বলিতেছেন—'তন্মাতরঃ', সেই সেই শ্রীদাম, সুদামাদির জননীগণ, 'সুতান্ মত্বা'—শ্রীদামাদির রূপধারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্র মনে করিয়া, কিংবা আপন আপন পুত্রকে পরব্রহ্মতুল্য মনে করিয়া হস্তদ্বারা উত্থাপন-পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য দুগ্ধ পান করাইলেন। এখানে 'উদুহ্য'—এরূপ কোথাও পাঠ আছে। 'নির্ভরং পরিরভ্য'—গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক, এবং 'নির্ভ-রং স্নুত'—অতিশয় ক্ষরিত—ইহা বলায় পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহাধিক্য সূচিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও সুধা-সব মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া-ছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'সুধাসবম্' ইত্যাদি স্নেহ-বশতঃ ক্ষরিত সেই স্নেহময় (স্তন্যদুগ্ধ), প্রেমাস্বাদ-মহারসিক শ্রীকৃষ্ণ সুধা-সদৃশ সুস্বাদু ও আসবতুল্য মাদক মনে করিয়া পান করিতে করিতে অনুভব করিতেছিলেন। তাহার লোভে শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহা-

দিগের পুত্র হইবার বাসনা পূর্ব্বে ছিল, তাহাও এই ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গে সিদ্ধ হইল। অতএব নিজ সখাগণকেও এক বৎসর পর্য্যন্ত যোগমায়ার দ্বারা মোহিত করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে। পরে ব্রহ্মাও বলিবেন—"স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা" (১০।১৪।৩১), অর্থাৎ তুমি গোবৎস ও গোপবালকরূপে তাঁহাদের স্তন্যামৃত অতিশয় আনন্দে পান করিয়াছ ॥ ২২ ॥

ততো নৃপোন্মর্দ্দনমজ্জলেপনা-
লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্
সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ততঃ যামযমেন (যামানাং প্রহরাণাং যমেন উপরমেণ তস্মিন্ সতি ইত্যর্থঃ) সায়ং (সন্ধ্যায়াং) মাধবঃ গতঃ (প্রত্যেকগোপালকগৃহং প্রাপ্তঃ সন্) স্বাচরিতৈঃ (স্বক্রীড়াদিভিঃ আচরণৈঃ) প্রহর্ষয়ন্ (গোপালকমাতৃ জনান্ আনন্দয়ন্ তৈঃ) উন্মর্দ্দনমজ্জলেপনালঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ (উন্মর্দ্দনং শরীরমার্জ্জনং মজ্জঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদ্যালেপঃ অলঙ্কারঃ ভূষণং রক্ষা রক্ষণকর্ম্ম তিলকং ললাটচিহ্নকম্ অশনং ভোজনং তানি আদীনি প্রধান ভূতানি যেষাং তৈঃ কর্ম্মভিঃ) সংলালিতঃ (বভূব) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অতঃপর যে যে সময়ে যে যে ক্রীড়া তাহা সমাধান করিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপালগৃহে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববালকগণের ন্যায় আচরণদ্বারা তাঁহাদের জননীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও (মাতৃগণও) তৈলমর্দ্দন, স্নান, চন্দনাদিলেপন, অলঙ্কার, রক্ষাবন্ধন, তিলক, ভোজন প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) লালন করিতেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—যামানাং যমেন উপরমেণ "যম উপরমে"। তস্মিন্ সতীত্যর্থঃ। মাধবঃ কৃষ্ণস্তৎস্বরূপভূতবালকগণশ্চ গতঃ স্বস্বগৃহমিতি শেষঃ। ততশ্চ উন্মর্দ্দনং সুগন্ধিতৈলাভ্যঞ্জনং তদনন্তরং মজ্জঃ স্নপনং মাতৃভিঃ সায়ং সংলালিতঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাম-যমেন'—যম ধাতু উপরম অর্থে, প্রহরসমূহের উপরম হইলে, অর্থাৎ যে যে কালে যে-যে ক্রীড়া হইত, তাহা সমাধান করিয়া, 'মাধবঃ'—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্বরূপভূত শ্রীদামাদি বালকগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। তারপর সায়ংকালে তাঁহারা মাতৃগণ কর্ত্তৃক সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন, স্নান প্রভৃতির দ্বারা সম্যক্‌রূপে লালিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং
হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্
মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(গবাং মোহমাহ) ততঃ গাবঃ (ধেনবঃ) সত্বরং গোষ্ঠং উপেত্য হুঙ্কারঘোষৈঃ (হুঙ্কারশব্দৈঃ) পরিহূতসঙ্গতান্ (আদৌ পরিহূতাঃ আহূতাঃ পশ্চাৎ সঙ্গতাঃ সমীপং আগতাঃ তান্) স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরান্ (নিজ-নিজ-বৎসান্) মুহুঃ (বারম্বারং) লিহন্ত্যঃ (সত্যঃ) স্রবৎ (ক্ষরিতং) ঔধসং (স্তন্যং) পয়ঃ (দুগ্ধং) অপায়য়ন্ (পায়য়ামাসুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধেনুগণ সত্বর গোষ্ঠে উপনীত হইয়া হুঙ্কার-রবে বৎসগণকে আহ্বান করিলে তাহারা নিজ নিজ জননীর নিকট উপস্থিত হইত; তখন তাহাদের জননীগণও নিজ নিজ বৎসগণকে বারম্বার লেহন করিতে করিতে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাইত ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—গোপীনামিব ততো গবামপি মোহনমাহ—গাব ইতি। পরিহূতা আদাবাহূতাস্ততঃ সঙ্গতাশ্চ তান্। অত্রাপি সত্বরমিতি মুহুর্লিহন্ত্য ইতি মুহুঃ স্রবদিতি স্নেহাধিক্যসূচকম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর গোপীগণের ন্যায় গাভীগণেরও মোহন বলিতেছেন—'গাবঃ', যে গাভীসকল তৃণ ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, তাহারা সত্বর গোষ্ঠে উপনীত হইয়া, 'পরিহূত-সঙ্গতান্'—প্রথমতঃ হুঙ্কার শব্দে বৎসগণকে আহ্বান করিলে তাহারা নিজ নিজ জননীর

নিকট উপস্থিত হইলে সেই বৎসগণকে মুহুর্মুহুঃ লেহন করিতে লাগিল এবং স্তনমণ্ডল হইতে স্বয়ংই ক্ষরিত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। এখানে 'সত্বরং,' 'মুহুর্লিহন্তং' এবং 'মুহুঃ স্রবৎ'—ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সেই গাভীগণের পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহাধিক্য সূচিত হইল ॥ ২৪ ॥

গো-গোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) গো-গোপীনাং (পূর্ব্বমেব) স্নেহর্ধিকাং বিনা (স্নেহস্য ঋদ্ধিকাং বৃদ্ধিং তদ্বিনা, যশোদাপুত্রে স্বপুত্রে চ তুল্য এব স্নেহোঽভূদিত্যর্থঃ) মাতৃতা (অন্যঃ মাতৃভাবঃ) আসীৎ। হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপি আসু (গো-গোপীষু) তোকতা (পুত্রবদ্ভাবঃ) মায়য়া বিনা (ইয়ং মম মাতা অহমস্যাঃ পুত্র ইতি মোহং বিনা) আসীৎ ॥২৫

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের মাতৃভাব পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে গোপীগণের নিজ-পুত্রাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে যে স্নেহাধিক্য ছিল এখন আর তাহা থাকিল না, অর্থাৎ স্বপুত্রে কৃষ্ণে স্নেহসমান হইল। গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও মাতৃভাব পূর্ব্ব-বৎ ছিল ; কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহারা আমার মাতা, আমি ইঁহাদের পুত্র, এইরূপ মমতা ছিল না এখন সেই মমতা যথাযথ হইল—ইহাই বিশেষত্ব ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, গবাং গোপীনাং অস্মিন্ শ্রীযশোদানন্দনে কৃষ্ণে মাতৃতা সর্ব্বা উপলালনাদিময়ঃ সর্ব্বএব মাতৃভাব ইত্যর্থঃ। পুরোবৎ পূর্ববদেবাসীৎ, কিন্তু স্নেহর্ধিকাং স্নেহাধিক্যং বিনা পূর্ব্বং শ্রীদাম-সুদামাদিভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যোঽপি সকাশাৎ যশোদাপুত্রে শ্রীকৃষ্ণে স্নেহর্ধিরাসীৎ তস্যৈব স্বপুত্রীভূতত্বে জাতে সতি তদা স্বপুত্রেষ্বপি তথৈব স্নেহর্ধিরিতি যশোদা-পুত্রে স্বপুত্রে চ তুল্যএব স্নেহোঽভূদিত্যর্থঃ। আসু গো-গোপীষু হরেরপি তোকতা বালভাবঃ পূর্ব্ববদে-বাসীৎ ; কিন্তু মায়য়া বিনা পূর্ব্বং মায়য়া উপচারেণৈব পুত্রতুল্যত্বাৎ পুত্রত্বমাসীৎ ব্রহ্মমোহনদিনমারভ্য তু কৃষ্ণ এব শ্রীদামসুদামাদিরূপস্তাসাং পুত্রোঽভূদিতি কৃষ্ণস্য পুত্রভাবো যথার্থ এবেত্যর্থঃ। ননু শ্রীদামাদিষু তন্মাতৃণাং যাবান্ স্নেহস্তাবানেব পুত্রীভূতে শ্রীকৃষ্ণেঽপি ভবিতুমর্হতি "যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বি-হারাদিক"মিতি পূর্ব্বোক্তেঃ। উচ্যতে, কৃষ্ণো হি মহামহেশ্বরত্বাৎ স্বাধীনীকৃতব্রহ্মাদিস্বাংশপর্য্যন্তোঽপি প্রেম্নঃ খল্বধীন এব, প্রেমা তু ন তস্যাধীন ইতি প্রেম্নি তস্য প্রভুত্বাভাবাৎ তেন প্রেমা সঙ্কুচিতীকর্ত্তুমশক্যঃ। অতএব স্বামিচরণৈরপ্যুক্তম্—"এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি দুর্নিবার"মিতি, স চ প্রেমা বাৎসল্যাদি-রূপস্তন্মাত্রাদিষু বিরাজত ইতি। কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদি-সমীপে স্বৈশ্বর্য্যমননুসন্ধানোঽধিনীভূতএব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্ত্তিনঃ সমীপে মণ্ডলেশ্বর ইতি। ন চ মহামহেশ্বরস্য তস্যেবং পারতন্ত্র্যং দূষণমিতি বাচ্যম্ ; প্রত্যুত ভূষণমেব। যথা জীবস্য মায়াপারতন্ত্র্যং দুঃখার্থকং তথৈবেশ্বরস্যানন্দরসময়স্যাপি প্রেমপার-তন্ত্র্যং প্রতিক্ষণবর্ধমাননিরতিশয়ানন্দার্থকমেবেতি মহানুভাবৈরনুভূতম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গো-গোপীনাং মাতৃতা'—এই শ্রীযশোদা-নন্দন কৃষ্ণের প্রতি গো-গোপীসকলের উপলালনাদিময় মাতৃভাব পূর্ব্বের ন্যায় ছিল, কিন্তু স্নেহাধিক্য বিনা, অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীদাম সুদামাদি স্ব স্ব পুত্র হইতে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণে অধিক স্নেহ ছিল, এক্ষণে সেই যশোদানন্দন আপন আপন পুত্ররূপী হইয়াছেন বলিয়া যশোদাপুত্রে ও স্ব স্ব পুত্রে তুল্য স্নেহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, এই অর্থ। 'আসু অপি'—আর এই গো-গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভাবও পূর্ব্ব-মতই ছিল, কিন্তু মায়া (মোহ) ব্যতীত, অর্থাৎ পূর্ব্বে স্নেহবশতঃ উপচারহেতু পুত্রতুল্যত্ব বলিয়া পুত্রভাব ছিল, অধুনা ব্রহ্মমোহন দিনাবধি স্বয়ং কৃষ্ণই শ্রীদাম সুদামাদির রূপধারী হইয়া তাহাদের পুত্র হইয়াছেন, অতএব কৃষ্ণের পুত্রভাব যথার্থই দৃষ্ট হইতে লাগিল। যদি বলেন—দেখুন, শ্রীদামাদির প্রতি তাহাদের মাতৃগণের যেরূপ স্নেহ পূর্ব্বে ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্ররূপে অবস্থান করিলেও তদ্রূপই হওয়া উচিত ছিল, যেহেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "যাবচ্ছীল-গুণা-ভিধাকৃতি-বয়ো যাবদ্বিহারাদিকম্" (১৯ শ্লোক), অর্থাৎ যাহার যেমন চরিত্র, যেমন গুণ, যেমন নাম, যেমন রূপ, যেমন আকৃতি, যেমন বয়স, যেমন গমনাগমন ও যেমন যেমন ব্যবহার ঠিক সেইরূপ

ভাব ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ মহামহেশ্বর বলিয়া ব্রহ্মাদি নিজ অংশাবতারগণকে পর্য্যন্ত নিজের অধীন করিলেও, তিনি স্বয়ং প্রেমের অধীনই, কিন্তু প্রেম তাঁহার অধীন নহেন। এইজন্য প্রেমের উপর তাঁহার প্রভুত্ব না থাকায় তিনি প্রেমকে সঙ্কুচিত করিতে অসমর্থ। অতএব শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন—"এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি দুর্নিবারম্"—অর্থাৎ এই প্রকার পার্থক্য রক্ষা করা কৃষ্ণের পক্ষেও অসম্ভব। সেই বাৎসল্যাদিরূপ প্রেম ব্রজ-জননীগণে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাত্রাদির নিকট নিজ ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদের অধীন হইয়াই চিরকাল অবস্থান করেন, যেমন মহারাজ চক্রবর্ত্তীর নিকট মণ্ডলেশ্বরগণ অবস্থান করেন। মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পারতন্ত্র্য দোষাবহ নহে, বরং ভূষণই। জীবের মায়াপারতন্ত্র্য যেমন দুঃখের নিমিত্ত, সেইরূপ আনন্দরসময় হইলেও ঈশ্বরের প্রেমপারতন্ত্র্য (প্রেমাধীনতা) প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান নিরতিশয় আনন্দের নিমিত্তই—ইহা মহানুভাব ভক্তজনের অনুভূত ॥ ২৫ ॥

———

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(স্নেহর্দ্ধিং এব দর্শয়তি) ব্রজৌকসাং (গোপ-গোপীজনানাং) কৃষ্ণে যথা (যশোদানন্দনে কৃষ্ণে স্বপুত্রেভ্যঃ অপি স্নেহাধিক্যং আসীৎ) স্বতোকেষু (কৃষ্ণেরূপনিজপুত্রেষু ইদানীং) স্নেহবল্লী (স্নেহলতা) শনৈঃ (ক্রমশঃ) অপূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বতোঽপি আধিক্যেন) আব্দং (আ অব্দং বৎসরং যাবৎ) অন্বহং (প্রতিদিনং) নিঃসীম (অপরিমিতং যথা তথা) ববৃধে (বর্দ্ধিতা) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ব্রজবাসী গোপ ও গোপীগণের যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বে নিজপুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ ছিল, সম্প্রতি কৃষ্ণস্বরূপ নিজ পুত্রগণের প্রতি সেই সেই স্নেহ-লতিকা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে সম্বৎসর-কাল প্রতিদিন অপরিমিতরূপে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং যশোদানন্দনকৃষ্ণ-পুত্রীভূতকৃষ্ণয়োঃ স্বরূপত ঐকরূপ্যাৎ স্নেহাধিক্যং তুল্যমুক্তমপি পুনঃ স্পষ্টীকুর্ব্বন্ যশোদানন্দনকৃষ্ণে তু গুণোৎকর্ষহেতুকং স্নেহাধিক্যমাহ—ব্রজৌকসামিতি। আব্দং বর্ষং ব্যাপ্য অন্বহং স্নেহবল্লীতি। বল্লী যথা প্রতিদিনমেব বর্দ্ধতে তথৈবেত্যর্থঃ; যথা কৃষ্ণে যশোদানন্দনে পূর্ব্বং স্বপুত্রেভ্যোঽপি বর্দ্ধমানা সা আসীৎ। ইদানীং স্বতোকেঽপি তথৈব ববৃধে ইতি স্বতোকানামপি কৃষ্ণত্বাৎ স্নেহর্দ্ধিরুভয়ত্র তুল্যৈবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তু শব্দবলাৎ কৃষ্ণে ইত্যস্যাবৃত্ত্যা স্নেহর্দ্ধেস্তুল্যত্বেঽপি কৃষ্ণে যশোদানন্দনে তু তথাপি অপূর্ব্ববৎ নিত্যনবায়মানৈব তস্য সর্ব্বশক্তিসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিগুণবত্ত্বাদংশিত্বাচ্চ। তাসাং পুত্রীভূতকৃষ্ণস্বরূপাণাং তু শ্রীদামাদ্যুচিতসৌন্দর্য্যাদিমত্ত্বাদংশত্বাচ্চেতি ভাবঃ। যদ্বা, যথেতি যথাবদেব স্নেহবল্লী ববৃধে কৃষ্ণে তু অপূর্ব্ববদেব ববৃধে। ইত্যাবৃত্ত্যা বিনৈব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং আপন আপন পুত্ররূপী কৃষ্ণের স্বরূপতঃ ঐক্যহেতু স্নেহাধিক্য তুল্য বলিয়া পুনরায় স্পষ্টরূপে যশোদানন্দন কৃষ্ণে গুণোৎকর্ষহেতুক স্নেহাধিক্য বলিতেছেন—'ব্রজৌকসাম্', ব্রজবাসী গো-গোপীদিগের এক বৎসর পর্য্যন্ত 'স্নেহবল্লী'—যেমন বল্লী দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহাদের স্নেহলতা প্রতিদিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণে তাহাদিগের স্নেহলতা পূর্ব্বে পুত্রাপেক্ষা সমধিক ছিল, অধুনা স্বপুত্রেও কৃষ্ণতুল্যই হইল, অর্থাৎ আপন আপন পুত্রগণ কৃষ্ণরূপত্ব প্রযুক্ত স্নেহবৃদ্ধি উভয়ত্র সমান দৃষ্ট হইতে লাগিল—এই অর্থ। 'কৃষ্ণে তু অপূর্ব্ববৎ'—এখানে তু-শব্দের প্রয়োগহেতু এবং 'কৃষ্ণে'-এই পদের আবৃত্তিহেতু স্নেহবৃদ্ধির তুল্যত্ব হইলেও, তথাপি যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই স্নেহ সর্ব্বশক্তি, সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদিগুণযুক্ত প্রযুক্ত এবং সর্ব্বাংশিত্ব-হেতু নিত্য নূতন প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহাদের পুত্ররূপী কৃষ্ণস্বরূপের কিন্তু শ্রীদামাদির উচিত সৌন্দর্য্যাদিযুক্তত্ব ও অংশত্ব—এই ভাবার্থ। অথবা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিন্তু এই স্নেহ পূর্ব্বৎ রহিল না (অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপে বিরাজিত নিজ নিজ পুত্রগণের প্রতি স্নেহ অধিক বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল), আবৃত্তি ব্যতীত এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং আত্মা (এবং রূপঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসপঃ (গোপবালকঃ সন্) বৎসপালমিষেণ (বৎসানাং তৎপালকানাঞ্চ ছদ্মনা) আত্মনা আত্মানং পালয়ন্ বর্ষং (একবৎসরং যাবৎ) বনগোষ্ঠয়োঃ (বনে ব্রজে চ) চিক্রীড়ে (ক্রীড়াং চকারঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপালক হইয়া বৎসপালকদলে নিজেই নিজেকে পরিপালন করিতে করিতে একবৎসর পর্য্যন্ত বনে ও ব্রজে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবমাত্মা শ্রীকৃষ্ণো বৎসপো ভূত্বা বৎসানাং পালানাঞ্চ মিষেণ আত্মানমাত্মনা পালয়ন্ ক্রীড়িতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্ আত্মা'—এই প্রকারে সর্ব্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ 'বৎসপালমিষেণ'— বৎসপালক-চ্ছলে 'বৎসপো ভূত্বা'—বৎসপালক হইয়া, 'আত্মনা' —বৎসপালক বালকরূপে আপনদ্বারা, 'আত্মানং'— বৎসরূপ আপনাকে (অর্থাৎ নিজেকে নিজে) পালন করতঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ ।
পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(এতাবৎকালং রামস্যাপি মোহ আসীৎ সংবৎসরান্তে তু কথঞ্চিৎ জ্ঞাতবান্ ইতি দর্শয়তি) পঞ্চষাসু (পঞ্চসু বা ষট্সু বা) ত্রিযামাসু (রাত্রিষু) হায়নাপূরণীষু (হায়নস্য বৎসরস্য পূরকতয়া অবশিষ্টাসু সতীষু) একদা স রামঃ (রামেণ সহ) অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসান্ চারয়ন্ বনম্ আবিশৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচ ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গএব বলদেবমোহনমপি ব্যক্তীকর্ত্তুং কথামাহ—একদেতি। পঞ্চসু ষট্সু বা রাত্রিষু হায়নস্য বর্ষস্য অপূরণীষু পূরকতয়া অবশিষ্টাস্বিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গেই শ্রীবলদেবেরও মোহ প্রকাশ করিতে একদিনের ঘটনা বলিতেছেন—'একদা' ইত্যাদি, অর্থাৎ বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচ কি ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে (একদিন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত বৎসচারণ করিতে করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।) ॥ ২৮ ॥

ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্ ।
গোবর্দ্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততো গোবর্ধনাদ্রিশিরসি (গোবর্ধনপর্ব্বতস্য উন্নতপ্রদেশে) তৃণং চরন্ত্যঃ (ভক্ষয়ন্ত্যঃ) গাবঃ (ধেনবঃ) অবিদূরাৎ (নাতিদূরে) উপব্রজং (ব্রজসমীপে) চরতঃ (বিচরণকারিণঃ) বৎসান্ দদৃশুঃ (দৃষ্টবতা) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোবর্দ্ধন-গিরির উন্নত প্রদেশে তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে ধেনুগণ অনতিদূরে ব্রজের নিকট বিচরণশীল বৎসগণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—গোবর্দ্ধনশৃঙ্গে তৃণং চরন্ত্যো গাবঃ তস্মাদবিদূরাৎ ব্রজস্য নিকটে চরতো বৎসান্ দদৃশুঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাবঃ'—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরদেশে গাভীগণ তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে ব্রজের সমীপে তৃণভোজনকারী (মুক্ত-স্তন্য) বৎসসমূহকে দেখিতে পাইল ॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বাথ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা
স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ ।
দ্বিপাৎ ককুদ্গ্রীব উদাস্যপুচ্ছো-
ঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ দৃষ্ট্বা (বৎসান্ আলোক্য) সঃ গোব্রজঃ (গোসমূহঃ) তৎস্নেহবশঃ (বৎসস্নেহপরায়ণঃ) অস্মৃতাত্মা (ন স্মৃতা গণিত আত্মা যেন সঃ) অত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ (অতিক্রান্তঃ আত্মপান্ নিজপালকান্ যঃ সঃ তথা দুর্গঃ দুর্গমঃ মার্গঃ যস্য সঃ স চ স চ) দ্বিপাৎ (যুক্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদ্ ইব প্রতীয়মানঃ) ককুদ্-গ্রীবঃ (ককুদি আকুঞ্চিতা গ্রীবা যস্য সঃ) উদাস্যপুচ্ছঃ (উন্নমিতং আস্যং মুখং পুচ্ছং লাঙ্গুলঞ্চ যেন সঃ) আস্রুপয়াঃ (আ-সর্ব্বতঃ স্রবন্তি পয়াংসি যস্য সঃ) হুঙ্কৃতৈঃ (হুঙ্কারৈঃ উপলক্ষিতঃ) জবেন (বেগেন) অপাৎ ব্রজসমীপং আগতঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বৎসগণকে দেখিয়া সেই গোসমূহ স্নেহবশে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নিজ পালক এবং দুর্গম পথসকল অতিক্রমপূর্ব্বক গ্রীবাভাগ ককুদ্‌দেশে স্কন্ধের ঝুঁটি আকুঞ্চিত মুখ ও পুচ্ছভাগ উন্নত ও পদযুগল একত্র করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে বেগে ব্রজ-সমীপে আগমন করিল। তৎকালে উহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ সম্যগ্‌রূপে ক্ষরিত হইতেছিল ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—অস্মৃতাত্মা আত্মানমপি বিস্মৃত্য স গোসমূহঃ অগাৎ। অতিক্রান্তা আত্মপা গোপা দুর্গমার্গাশ্চ যেন সঃ। পরস্পরং যুক্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদিব প্রতীয়মানঃ উন্মুখত্বাৎ ককুদি গ্রীবা যস্য সঃ উদ্‌গতানি আস্যানি পুচ্ছানি চ যস্য সঃ। আ সম্যগেব ক্ষরন্তি অস্রূণি পয়াংসি চ যস্য সঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— 'অস্মৃতাত্মা'—নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া সেই গো-সমূহ আসিতেছিল। 'অত্যাত্মপ-দুর্গমার্গঃ'—আপনাদিগের পালক গোপদিগকে ও বহু কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথসমূহ অতিক্রম করিয়া (হুঙ্কারশব্দে দ্রুতপদে তাহারা চলিতে লাগিল)। 'দ্বিপাৎ'—দুইপদ একত্রিত করিয়া ধাবমান হওয়ায় দূর হইতে দ্বিপদ-বিশিষ্ট পশুর ন্যায় তাহারা প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 'ককুদ্‌গ্রীবঃ' গমনকালে তাহাদিগের আকুঞ্চিত গ্রীবা, ককুদে (স্কন্ধের ঝুঁটিতে) সংলগ্ন হইল। 'উদাস্যপুচ্ছঃ'— মুখ ও পুচ্ছ উন্নমিত করিয়া তাহারা আসিতেছিল। 'আস্রুপয়াঃ'—উহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ সম্যক্‌রূপে ক্ষরিত হইতেছিল ॥ ৩০ ॥

সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্।
গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র বিশেষতঃ ধেনূনাং চেষ্টামাহ) গাবঃ (ধেনবঃ) অধঃ (গোবর্দ্ধনস্য অধঃ) সমেত্য (মিলিত্বা) বৎসবত্যঃ (পুনঃ প্রসূতাঃ) অপি অঙ্গানি (বৎস-শরীরাণি) গিলন্ত্য ইব (অতি স্নেহবশাৎ) লিহন্ত্যঃ (সত্যঃ) বৎসান্ স্বৌধসং (নিজস্তনসম্ভূতং) পয়ঃ (দুগ্ধং) অপায়য়ন্ (পায়য়ামাস) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যদিও এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে ধেনুগণ পুনরায় সন্তান প্রসব করিয়াছিল তথাপি গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া অতিস্নেহবশে পূর্ব্ব বৎসগণের শরীর লেহন করিতে লাগিল। তাহাদের ঔৎসুক্য-দর্শনে মনে হইতেছিল যেন বৎসগণকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। এইরূপে তাহারা নিজ স্তনদুগ্ধ পান করাইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—গোবর্দ্ধনস্যাধঃ সমেত্য দ্ব্যাহিকত্র্যাহিকাদিবৎসবত্যোঽপি *ঊধসং ঊধোভ্যঃ স্বয়মেব স্রবৎ*-পয়ঃ অপায়য়ন্, গিলন্ত্য ইবেতি গবাং লেহনাধিক্যং স্নেহাধিক্যসূচকম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাবঃ'—গাভীগণ দুই তিন দিনের বৎসবতী হইলেও গোবর্দ্ধনের অধোদেশে ব্রজসমীপে তৃণভক্ষণকারী পূর্ব্বোক্ত বৎসগুলির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের অঙ্গ যেন গিলিয়া ফেলিতে চায় এরূপভাবে লেহন করিতে লাগিল এবং 'স্বৌধসং পয়ঃ'—পালান হইতে স্বয়ংই ক্ষরিত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। গাভীগণের লেহনাধিক্যে তাহাদের স্নেহাধিক্য সূচিত হইল ॥ ৩১ ॥

গোপাস্তদ্রোধনায়াস-মৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা।
দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্ ॥৩২

অন্বয়ঃ - (রামেণ দৃষ্টং বৎসেষু গবাং স্নেহাতিশয়মুক্ত্বা গোপানামপি দর্শয়িতুমাহ) গোপাঃ তদ্‌রোধনায়াস-মৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা (তাসাং গবাং রোধনে গতিনিবৃত্তৌ যঃ আয়াসঃ প্রযত্নঃ তস্য মৌঘ্যেন ব্যর্থতয়া যা লজ্জা তয়া সহ যঃ উরুঃ মহান্ঃ মন্যুঃ রোষঃ তেন লক্ষিতাঃ) দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতঃ (দুর্গমমার্গাতিক্রমণজনিতক্লেশেন চ উপলক্ষিতাঃ) অভ্যেত্যঃ (আগত্য)

গোবৎসৈঃ (সহ) সুতান্ (নিজপুত্রান্) দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) ।। ৩২ ।।

অনুবাদ—গোপগণ সেই ধেনুগণের গতিরোধ করিতে যত্নশীল হইয়াও ব্যর্থ হইলেন পরে লজ্জা ও রোষসহকারে অতিক্লেশে দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া গোবৎসগণের সহিত নিজ-সন্তানগণকে দেখিতে পাইলেন ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—তাসাং গবাং রোধনে য আয়াসো লগুড়োৎক্ষেপাদিভিস্তস্য মৌঘ্যেন বৈয়র্থ্যেন হেতুনা লজ্জা চ মন্যুশ্চ তল্লজ্জামন্যু তেন দুর্গমার্গজনিতক্লেশেন চাভ্যেত্য গোবৎসৈঃ সহ ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গাভীগণকে লগুড় উৎক্ষেপনাদির দ্বারা নিরোধ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইলে, গোপগণ লজ্জা ও অতিশয় ক্রোধে অতি কষ্টে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নিকটে আসিলে গাভী ও বৎসগণের সহিত নিজ পুত্রগণকেও দেখিতে পাইলেন ।। ৩২ ।।

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া
জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্ ।
উদুহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্দ্ধনি
ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—তে (গোপাঃ) তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া (তেষাং সুতানাং ঈক্ষণেন উদ্গতঃ যঃ প্রেমরসঃ তস্মিন্ আপ্লুতাঃ নিমগ্নাঃ আশয়াঃ যেষাং তে) জাতানুরাগাঃ (জাতঃ অনুরাগঃ যেষাং তে) গতমন্যবঃ (গতরোষাঃ) অর্ভকান্ (সুতান্) উদুহ্য (উত্থাপ্য) দোর্ভিঃ (বাহুভিঃ) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) মূর্দ্ধনি (মস্তকে) ঘ্রাণৈঃ পরমাং মুদম্ (অতীব প্রীতিং) অবাপুঃ (প্রাপ্তাঃ) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—তখন গোপগণ নিজ নিজ পুত্র দর্শনে স্নেহরসে নিমগ্নচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের পূর্ব্বের রোষভাব দূর হইল। অতঃপর তাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—গতমন্যব ইতি অরে অনভিজ্ঞাঃ ! অত্র পরমবৎসলগবাং গণদৃষ্টিপথে কথং বৎসা আনীতাঃ ? ইতি তাংস্তাড়য়িতুমনসোঽপি তেষাং বালানামীক্ষণোদ্ভূতেন প্রেমরসেন আপ্লুতাশয়াস্ততশ্চ জাতানুরাগাঃ প্রেম্ণামেব পঞ্চমীং কক্ষামনুরাগাখ্যাং তৃষ্ণাতিশয়ময়ীং প্রাপ্তাঃ। গতমন্যবো বিস্মৃতক্রোধাঃ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গত্যমন্যবঃ' ইত্যাদি, 'অরে অনভিজ্ঞ বালকগণ ! এই পরমবৎসল গাভীগণের দৃষ্টিপথে কিজন্য বৎসগুলিকে আনয়ন করিয়াছ ?'—এইরূপে ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে তাড়না করিবার নিমিত্ত সমাগত গোপগণ, 'তদীক্ষণোৎপ্রেম-রসাপ্লুতাশয়াঃ'—পুত্রসকলের দর্শন-জনিত প্রেমরসে নিমগ্নচিত্ত হওয়ায়, 'জাতানুরাগাঃ'—প্রেমেরই পঞ্চমী কক্ষা অনুরাগাখ্য তৃষ্ণাতিশয়ময়ী দশা প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহাদের ক্রোধ বিদূরিত হইল ।। ৩৩ ।।

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ ।
কৃচ্ছ্রাৎশনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ।। ৩৪ ।।

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) প্রবয়সঃ গোপাঃ (বৃদ্ধাঃ গোপজনাঃ) তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ (পুত্রালিঙ্গনেন সুখিতাঃ সন্তঃ) শনৈঃ (ক্রমশঃ) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টেন) অপগতাঃ (আলিঙ্গনাঘ্রাণাদিব্যাপারান্নিবৃত্তাঃ) তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ (তেষাং সুতানাম্ অনুস্মৃত্যা অনুস্মরণেন উদ্গচ্ছন্তি অশ্রূণি নেত্রজলানি যেষাং তে তাদৃশাঃ জাতাঃ) ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ—অনন্তর বয়স্ক গোপগণ পুত্রালিঙ্গনে পরমানন্দ লাভ করিয়া অতিকষ্টে ক্রমশঃ আলিঙ্গনাদি ব্যাপার হইতে নির্বৃত্ত হইলেন। তখন পুত্র-স্মৃতিবশতঃ তাঁহাদের নেত্রজল উদ্গত হইতে লাগিল ।। ৩৪ ।।

বিশ্বনাথ—প্রবয়সো বৃদ্ধাঃ কৃচ্ছ্রাদেব শনৈরেব গোচারণানুরোধাদেব অপগতাস্তস্মাদাশ্লেষাদ্বিযুজ্য গতাস্ততশ্চ বিচ্ছেদোত্থয়া তেষাং অনুস্মৃত্যা উদ্গতাশ্রবঃ ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবয়সঃ'—বৃদ্ধ গোপগণ, 'কৃচ্ছ্রাৎ শনৈঃ'—অতিকষ্টে গোচারণানুরোধে ঐ আলিঙ্গন ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া বনে গমন করিলেন বটে, কিন্তু বিচ্ছেদহেতু বালকদের নিরন্তর

স্মরণ হওয়ায় তাঁহাদের নয়নাশ্রু উদ্গত হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্দ্ধেবীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্ ।
মুক্তস্তনেষ্বপত্যেষ্বপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ (বলদেবঃ) মুক্তস্তনেষু (বয়স আধিক্যাৎ স্তন্যপানাদ্ বিরতেষু) অপি অপত্যেষু (বৎসেষু) ব্রজস্য (গোসমূহস্য) অনুক্ষণং (নিরন্তরং) প্রেমর্দ্ধেঃ (সন্ততিস্নেহসমৃদ্ধেঃ) ঔৎকণ্ঠ্যং (আতিশয্যং) বীক্ষ্য অহেতুবিৎ (তৎকারণং অজানন্) অচিন্তয়ৎ (চিন্তিতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—**বলদেব** তৎকালে বয়সাধিক্যবশতঃ স্তন্যপান বিরত বৎসগণের প্রতি ধেনুগণের নিরন্তর স্নেহসমৃদ্ধির আধিক্য-দর্শনে তাহার কারণ জানিতে না পারিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেমর্দ্ধের্হেতোরৌৎকণ্ঠ্যং মুক্তস্তনেষ্বপি বৎসেষু নবপ্রসূতবৎসতরীণামপি গবাং অহেতুবিৎ হেতুমজানন্ অচিন্তয়দিতি। এতাবৎকালেষু প্রতিদিনমেব গোদোহনাদি-সময়েষু নবপ্রসূতানপি বৎসান্ বিহায় প্রাচীনানেব বৎসান্ স্তনং পায়য়ন্তীঃ সর্ব্বাএব গাঃ পশ্যতোহপি তস্য তস্মিন্নেব দিনে যচ্চিন্তা প্রাদুরভূৎ তস্মিন্নপি দিনে যদন্যেষাং প্রবয়সাং বিবেকিনামপি গোপানাং তথা চিন্তনং নাভূৎ তত্র কারণং যোগমায়ৈব। ব্রহ্মমোহনদিনমারভ্যৈব গো-গোপী-গোপানাং বলদেবসহিতানাং সর্ব্বেষামেব ভগবতা স্বযোগমায়য়া মোহিতত্বাৎ প্রতিদিনং বিরোধদর্শনেহপি বিরোধানুসন্ধানং ন কস্যাপ্যভূৎ। কিন্তু সর্ব্বজগৎকারণস্য কারণার্ণবশায়িনোহপি পরমাংশিত্বেন স্বাগ্রজত্বেন স্বপ্রিয়সখত্বেন চ বঞ্চনানৌচিত্যাদেতল্লীলাজিজ্ঞাপয়িষা শ্রীবলদেবে সমুচিতাপি পূর্ব্বং নাভূৎ। বর্ষপর্য্যন্তং তত্তচ্ছ্রীদামাদিপ্রিয়সখবিচ্ছেদ-দুঃখস্য তস্মৈ দাতুমনৌচিত্যাৎ, স্বস্য তু তদ্দুঃখং নাস্ত্যেব বৎসকুলান্বেষকৈণৈকপ্রকাশেন তন্নিকট এব স্থিতত্বাৎ। অতো বর্ষাবসান এব ভগবতঃ সা তত্র যদাভূৎ তদা মায়াপি শনৈঃ শনৈরংশেনাংশেনৈব তস্মাদুপররাম নতু যুগপৎ সামস্ত্যেন। ভগবদৈশ্বর্য্যসিন্ধৌ তমপি ভক্তাভিমানাস্পদীকৃত্য নিমজ্জয়িতুমিত্যবসীয়তে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেমর্দ্ধেঃ ঔৎকণ্ঠ্যম্'—প্রেমাধিক্যহেতু উৎকণ্ঠা, অর্থাৎ যে সকল বৎস স্তন পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি নব-প্রসূতা বৎসতরী গাভীগণের এবং বালকদিগের প্রতি গোপ-গোপীসকলের দিন দিন প্রেম-সমৃদ্ধির আতিশয্য, 'বীক্ষ্য অহেতুবিৎ'—অবলোকনপূর্ব্বক তাহার কারণ জানিতে না পারিয়া শ্রীবলদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন। এতকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিনই গো-দোহনাদিসময়ে নবপ্রসূত বৎসগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন বৎসগণকে স্তন পান করাইতে গাভী সকলকে দেখিলেও শ্রীবলদেবের সেই দিনেই যে চিন্তার উদয় হইয়াছিল এবং সেই দিন পর্য্যন্তও যে অন্যান্য বৃদ্ধ বিবেকী গোপগণেরও সেরূপ চিন্তা হইল না, তদ্বিষয়ে কারণ শ্রীযোগমায়াই। ব্রহ্মমোহনের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবলদেবের সহিত গো, গোপী ও গোপগণ সকলকেই ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) নিজ যোগমায়ার দ্বারা মোহিত করিয়াছিলেন, এইজন্য প্রতিদিন বিরোধ দর্শন করিলেও বিরোধানুসন্ধান কাহারই হয় নাই। কিন্তু যিনি সমস্ত জগতের কারণ কারণার্ণবশায়ীরও পরমাংশী, নিজ অগ্রজ ও প্রিয়সখা বলিয়া বঞ্চনের অযোগ্য, সেই শ্রীবলদেবে জানান উচিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা জানাইবার ইচ্ছা যে পূর্ব্বে হয় নাই, তাহার কারণ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেই সেই শ্রীদামাদি প্রিয়সখাগণের বিচ্ছেদ-দুঃখ তাঁহাকে প্রদান করা অনুচিত। শ্রীকৃষ্ণের নিজের কিন্তু সেই দুঃখ নাই, যেহেতু বৎসগণের অন্বেষক্-রূপে এক প্রকাশে তাঁহাদের নিকটেই তিনি অবস্থান করিতেছেন। অতএব বর্ষাবসানেই যখন শ্রীকৃষ্ণের জানাইবার ইচ্ছা হইল, তখন মায়াও ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া উপরত হইতে লাগিল, কিন্তু যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে নহে, কারণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যসিন্ধুতে শ্রীবলদেবকেও ভক্তাভিমানের পাত্র করিয়া নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্য—এই ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—সাত্মনঃ (ময়া সহ বর্ত্তমানস্য) ব্রজস্য

(ব্রজজনস্য) অখিলাত্মনি বাসুদেবে ইব (সর্ব্বাত্মস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণে ইব) তোকেষু (বালকেষু) অপূর্ব্বং প্রেম (অনুরাগঃ) বর্দ্ধতে এতৎ কিং অদ্ভুতম্ ॥ ৩৬॥

অনুবাদ—এই সর্ব্বাত্মস্বরূপ বাসুদেবের প্রতি আমার ও ব্রজজনের যেরূপ প্রেম বর্ত্তমান রহিয়াছে, আজ, ইহাদের ও নিজ বৎসগণের প্রতি সেইরূপ অপূর্ব্ব অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং মায়াংশোপরমে সতি বিরোধ-দর্শনোত্থং তস্য চিন্তনমাহ—কিমেতদিতি। বাসুদেবে ইবেতি বাসুদেবে যথা পুরা প্রেম তথা স্বতোকেষ্বপি ব্রজস্য প্রেম বর্দ্ধতে কিমেতদদ্ভুতং, কিঞ্চ সাত্মনঃ মৎ-সহিতস্যাপি তেষু কৃষ্ণবৎ প্রেম কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে মায়ার কিছু অংশ অপগত হইলে বিরোধ-দর্শনোত্থ তাঁহার চিন্তা বলিতেছেন—'কিম্ এতৎ', একি আশ্চর্য্য! 'বাসুদেবে ইব'—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা সর্ব্বাশ্রয় বাসুদেবে পূর্ব্বে যেমন প্রেম ছিল, অধুনা ব্রজবাসী গোপাদি সকলের আপন আপন সন্তানের প্রতি তদ্রূপ প্রেমের বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! 'সাত্মনঃ' —আরও, আমারও সেই সকল বালকের প্রতি কৃষ্ণের মত প্রেম বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহার কারণই বা কি? ৩৬ ॥

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥৩৭

অন্বয়ঃ—ইয়ং মায়া কা দৈবী বা নারী (নর-সম্বন্ধিনী বা) উত (অথবা) আসুরী (মায়া ভবতি) কুতঃ (কস্মাৎ) আয়াতা বা প্রায়ঃ (সম্ভাবনায়াং) মে ভর্ত্তুঃ (মমাধীশ্বরস্য কৃষ্ণস্য) মায়া অস্তু (মায়া ভবেৎ যতঃ) অন্যা (মায়া) মে অপি (মমাপি) বিমোহিনী ন (ন ভবতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এই মায়া কীদৃশী? দেব, মনুষ্য বা অসুর, কাহার কৃত? কোথা হইতেই বা উপস্থিত হইল? সম্ভবতঃ ইহা আমার অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মায়া হইবে। কারণ অনুমায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু সর্ব্বজ্ঞতয়ৈব কারণমস্য জ্ঞাস্যামীতি ক্ষণং পরামৃশ্য দ্বিতীয়মায়াংশোপরমে সতি মায়েয়মিতি নিশ্চিত্য সা কীদৃশী কুতস্ত্যা কিং সম্বন্ধিনীতি পুনর্বিতর্কয়তি কেয়ং মায়া? কুতো হেতোঃ? কুতো দেশাদ্বা? দৈবীতি দেবা ব্রহ্মাদ্যাএব কিমৈশ্বর্য্য-পরীক্ষণার্থং বৎসবালকা ভূত্বা অস্মাকং চিত্তং স্বেষু স্নেহয়ন্তি নৈতে শ্রীদামাদ্যাঃ। নারীতি নরা ঋষ্যাদয় এব কিং জ্ঞানপরীক্ষার্থমেতে বৎসাদ্যা অভূবন্। আসুরীতি অসুরাঃ কংসাদয় এব কিং বলেনাপারয়ন্তশ্ছলেনাস্মাকং হিংসার্থমেতেঽভূবন্নিতি বহুধা বিকল্প্য তৃতীয়মায়াংশোপরমে সতি পুনঃ সম্ভাবয়তি প্রায় ইতি। মে ভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়া ইয়ং মহা-যোগমায়াখ্যা শক্তিরসাধারণী যস্যাঃ খলু মায়া-নিয়ন্তৃত্ববস্মাসু বিশুদ্ধঘনচিৎস্বপ্যধিকারঃ। অস্ত্বিতি সম্ভাবনায়াং লোট্। নান্যেতি কা নাম সা মায়া মমাপি মোহিনী যতো মদংশস্য মহৎস্রষ্টুঃ পুরুষ-স্যাপি মায়য়া ব্রহ্মাদিকং সর্ব্বজগন্মোহিতমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাহা হউক, সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির দ্বারাই ইহার কারণ নিরূপণ করিব', শ্রীবলদেব এইরূপ ক্ষণকাল পরামর্শ করায় দ্বিতীয় মায়াংশ অপগত হইলে, স্থির করিলেন—ইহা মায়া, কিন্তু কি প্রকার, কোথা হইতে আসিল এবং কাহার মায়া, এই বিষয়ে পুনরায় বিতর্ক করিতেছেন—'কেয়ং', ইহা কোন্ মায়া? কোন্ দেশ হইতে কি হেতু কেনই বা আসিল? 'দৈবী'—ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বৎস ও বালক হইয়া আমাদের চিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতি উৎপাদন করিবার অভিলাষে এই মায়া বিস্তার করিয়াছে কি? ইহারা কি যথার্থ শ্রীদামাদি নহে? 'নারী'—অথবা ঋষিগণই কি জ্ঞান-পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বৎস ও বালক হইয়াছে? 'আসুরী'—তবে কি কংসাদি অসুরগণই স্বীয় বলে পরাভব করিতে না পারিয়া ছলক্রমে আমাদিগের হিংসা করিবার বাসনায় বৎস ও বালকরূপ ধারণ করিয়াছে? —এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া তৃতীয় মায়াংশ অপগত হইলে পুনরায় সম্ভাবনা করিতেছেন—'প্রায়ঃ', তবে নিশ্চয়ই বোধ হয়, মদীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণেরই

যোগমায়া নাম্নী অসাধারণী শক্তির এই প্রভাব, যেহেতু তাঁহার অধিকার মায়ানিয়ন্তা ও বিশুদ্ধঘন চিৎস্বরূপ আমাদের প্রতিও রহিয়াছে। 'অস্তু'—ইহা সম্ভাবনা অর্থে লোট্ প্রয়োগ। 'নান্যা'—কে সে মায়া, যিনি আমাকেও বিমোহিত করিতে পারে? যেহেতু আমার অংশভূত মহৎস্রষ্টা পুরুষের মায়া দ্বারাই ব্রহ্মাদি নিখিল জগৎ মোহিত হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি।
সর্ব্বানাচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—সঃ দাশার্হঃ (রামঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) সঞ্চিন্ত্য বয়ুনেন চক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুষা) সর্ব্বান্ সবয়সান্ (সহচরান্) বৎসান্ (গোশাবকান্) অপি বৈকুণ্ঠং (শ্রীকৃষ্ণমেব) আচষ্ট (অপশ্যৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—বলদেব এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলেন যে সমস্ত সহচর ও গো-বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু সমাধায় জ্ঞানদৃষ্ট্যা পুনরপ্যেতান্ নিভালয়ামীতি বিচারে সতি চতুর্থমায়াংশস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্যেচ্ছয়ৈব উপরমে সতি তান্ যথার্থান্ কৃষ্ণস্বরূপানেতানপশ্যদিত্যাহ—সবয়সানিতি। সমাসান্ত আর্ষঃ। বয়ুনেন সমাহিতজ্ঞানময়েন চক্ষুষা, বৈকুণ্ঠং শ্রীকৃষ্ণমেবাপশ্যৎ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাহা হউক্, স্থিরভাবে জ্ঞান-দৃষ্টিতে পুনরায় ইহাদিগকে লক্ষ্য করি'—এইরূপ শ্রীবলদেব বিচার করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চতুর্থ মায়াংশও উপরত হইলে, তাঁহাদিগকে যথার্থ কৃষ্ণস্বরূপই দর্শন করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'সবয়সান্', এখানে সমাসান্ত আর্ষপ্রয়োগ। 'বয়ুনেন' অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানময় নয়ন দ্বারা, বৎস ও বয়স্য-দিগকে 'বৈকুণ্ঠং'—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেই দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদে-
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (হে প্রভো কৃষ্ণ,) এতে সুরেশাঃ (গোপালকরূপধরাঃ দেবশ্রেষ্ঠাঃ গরুড়াদয়ঃ ইতি যৎ ময়া পূর্ব্বং জ্ঞাতং) ন (ইদানীং তথা ন পশ্যামি) এতে বা ঋষয়ঃ ন (এতে পাল্যমানাঃ গোবৎসাশ্চ নারদাদয়ঃ মহর্ষয়ঃ ইতি যৎপূর্ব্বং জ্ঞাতং তথা ন পশ্যামি কিন্তু) ভিদাশ্রয়ে অপি (পৃথক্ তয়া প্রতীয়মানে অপি এতস্মিন্ গোপালকবৃন্দে বৎসবৃন্দে চ) ত্বং এব ভাসি (ত্বাং এব প্রকাশিতং পশ্যামি অতঃ) ত্বং পৃথক্ (সংবিভক্তঃ) সর্ব্বং বৃত্তং নিগমাৎ (সংক্ষেপতঃ) বদ ইতি (বলদেবেন) উক্তেন (জিজ্ঞাসিতেন) প্রভুণা (কৃষ্ণেন কথিতং সর্ব্বং বৃত্তং) বলঃ অবৈৎ (জ্ঞাতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি বলিলেন,—হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে এই সকল গোপালক দেবশ্রেষ্ঠ গরুড় প্রভৃতির স্বরূপ এবং গো-বৎসগণও নারদাদি ঋষিস্বরূপ কিন্তু বর্ত্তমানে আমার সেরূপ দর্শন হইতেছে না, পরন্তু পৃথগ্রূপে প্রতীয়-মান এই সকলের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশিত দেখি-তেছি। অতএব তুমি এ বিষয়ের বিশ্লেষপূর্ব্বক সমস্ত কথা সংক্ষেপে প্রকাশ কর। বলদেবের এরূপ প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কৃষ্ণস্যৈবং বৎসবালবীভাবে কিং কারণম্? কিম্বা প্রয়োজনম্? তে বৎস-বালকা বা কু স্থাপিতা ইতি। বহুতরসমাধিনাপি যৎ স্বয়ং জ্ঞাতুং নেষ্টে, তত্র মায়া ন কারণং কিন্তু স্বয়ং ভগবত কৃষ্ণস্য খল্বৈশ্বর্য্যমসাধারণমিত্থং স্বরূপমেব। সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞা অপি নারায়ণাদয়ঃ। পরমেশ্বরাঃ স্বাংশা অপি যদ্বিষয়কমল্পজ্ঞত্বমেব বিভ্রতি নতু সর্ব্ব-জ্ঞত্বং স্বত ইত্যত্র প্রমাণং দ্বারকাবাসিবিপ্রবালকহর্ত্তা ভূমা মহাপুরুষোঽপ্যগ্রত আখ্যাস্যতে, তস্মাৎ শ্রীবল-দেবঃ কৃষ্ণং দৃষ্টৈব সর্ব্বং তত্ত্বমবগতবানিত্যাহ—নৈতে ইতি। সুরেশা ব্রহ্মাদ্যা এব মায়য়া বৎস-বালকাকারা এতে ন সম্ভবন্তি, নাপি ঋষয়ঃ চকা-রান্নাপ্যসুরাঃ, কিন্তু ভিদাশ্রয়েঽপি বিবিধভেদাস্পদেঽপি বৎসবালাদিসমূহে ত্বমেবৈকো ভাসি একস্যাপি তব

পৃথক্‌ত্বং বৎসবালাদিরূপত্বং সর্ব্বং কথং তন্নিগমাৎ সংক্ষেপাদ্বদেত্যুক্তেন পৃষ্টেন প্রভুণা শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বলঃ অবৈৎ ব্রহ্মমোহনাদি বৃত্তং জ্ঞাতবান্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তারপর কৃষ্ণের এইরূপ বৎস ও বালক হইবার কি কারণ? কিম্বা কি প্রয়োজন থাকিতে পারে, আর সেই প্রকৃত বৎস ও বালকগণকেই বা কোথায় স্থাপন করিয়াছেন?' — এই প্রকার বহু চিন্তা করিয়াও শ্রীবলদেব নিজে জানিতে যে সমর্থ হইলেন না, তদ্বিষয়ে মায়া কারণ নহে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অসাধারণ ঐশ্বর্য্য এইরূপ। সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞ হইলেও নিজ অংশভূত শ্রীনারায়ণাদি পরমেশ্বরগণও যে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে অল্পই জানিতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে, এই বিষয়ে প্রমাণ দ্বারকাবাসী মৃত ব্রাহ্মণ-বালকের আনয়নকালে ভূমা-পুরুষ নিজেই বলিবেন। অতএব শ্রীবলদেব বৎস ও বালকদিগকে কৃষ্ণস্বরূপে দেখিয়াই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'নৈতে' ইত্যাদি, ব্রহ্মাদি দেবগণই মায়ায় বৎস ও বালকের আকার হইয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে, ঋষিগণও নহে, কিম্বা অসুরগণও নহে, কিন্তু 'ভিদাশ্রয়োঽপি'—এই প্রকার বিবিধ ভেদাস্পদীভূত বৎস-বালাদিরূপে একমাত্র তুমিই প্রকাশ পাইতেছ। একমাত্র তোমারই এই বৎস ও বালকদিগের রূপ কেন হইল? ইহার তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন কর (অর্থাৎ তুমি এক হইয়াও বিবিধ প্রকারে বর্ত্তমান রহিয়াছ, সুতরাং এই সকল বৎসাদিরূপ কি কারণে হইল ইহা বল)। এইরূপে শ্রীবলরাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত শ্রীকৃষ্ণ, বনভোজনাদি বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে শ্রীবলরাম সেই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

———

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) আত্মমানেন (ব্রাহ্ম্য-কালপরিমাণেন) ত্রুট্যনেহসা (ত্রুটিমাত্রেন কালেন) তাবৎ এত্য (পুনরাগত্য) আব্দং (মনুষ্যকালপরিমাণেন আ অব্দং একবর্ষং যাবৎ) ক্রীড়ন্তং (ক্রীড়ারতমেব) সকলং (কলাঃ অংশাঃ বালকাঃ বৎসাশ্চ নতু বলদেবঃ তদ্দিনক্রীড়ানির্বাহায় রহস্যং কথয়িত্বা বনে তদনয়নাৎ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানং) হরিং (কৃষ্ণং) দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা নিজ পরিমাণে ত্রুটিমাত্র কাল গত হইলে পুনরায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে মানবের পরিমাণে এক বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত শ্রীহরি স্বকীয় অংশরূপী বালক ও গোবৎসগণের সহিত ক্রীড়ায় রত আছেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব গোপ্যাদীনাং মোহনাদিকং বিবৃত্য পুনর্ব্রহ্মণোঽপি বিশেষতো মোহনাদিকং বিবরীতুমারভতে—তাবদিতি। বর্ষে যাতেঽপি আত্মনো মানেন ত্রুট্যনেহসা ত্রুটিমাত্রকালেন অতিশীঘ্রাগমনং মহাভয়েনৈব। যত আত্মনো হরেঃ সকাশাদেব ভবতীতি সঃ। আব্দমেকাব্দপর্য্যন্তং সকলং বৎসবালাদিকং হরিং কৃষ্ণঞ্চ বস্তুতস্ত কলাস্তৎস্বরূপভূতা বৎসবালাদ্যাস্তৎসহিতং দদৃশে দদর্শ। বলদেবস্তু পূর্ব্ববর্ষবত্তস্মিন্নেব জন্মর্ক্ষদিনে শান্তিকস্নানাদ্যর্থং মাত্রা রক্ষিত ইতি পূর্ব্ববজ্‌জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মমোহন প্রসঙ্গেই গোপীগণের মোহনাদি বিবৃত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মারও বিশেষভাবে মোহনাদি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিতেছেন—'তাবৎ' ইত্যাদি। এইরূপে নরলোকের এক বৎসর গত হইলে, 'আত্মমানেন'—ব্রহ্মা আপন পরিমাণে ত্রুটিমাত্র কাল পরে আগমন করিলেন। মহাভয়েই যেন তাঁহার শীঘ্র আগমন, যেহেতু 'আত্মভূঃ' —আত্মা বলিতে শ্রীহরি, তাঁহার নিকট হইতে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। 'আব্দং সকলং হরিং'—এক বৎসর ব্যাপিয়া সকল অর্থাৎ বৎস-বালকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে, বস্তুতঃ কলা (অংশ), তাহার সহিত অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপভূত বৎস ও বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই দিনেও কিন্তু শ্রীবলদেব জন্ম-নক্ষত্র দিনে শান্তি-স্নানাদির নিমিত্ত মাতা রোহিণী কর্ত্তৃক গৃহেই রক্ষিত হইয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

———

যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব্ব এব হি।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—গোকুলে যাবন্তঃ বালাঃ (আসন্) সবৎসাঃ সর্ব্বেঃ হি (তে) মে (ময়া) মায়াশয়ে (মায়াশয্যায়াং) শয়ানাঃ (শায়িতাঃ) অদ্য অপি পুনঃ ন উত্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে —গোকুলে যে সকল বালক ছিল, আমি গোবৎস-গণের সহিত তাহাদিগকে মায়াশয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আজ পর্য্যন্ত উত্থিত হয় নাই ॥৪১

বিশ্বনাথ—দৃষ্ট্বাচৈবং ব্যতর্কয়দিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। মায়াশয়ে মন্মায়ামোহিতাস্তএব কৃষ্ণেনাত্রানীতা বেতি বিভাব্য মায়িকানাং নাতিনিকটে গত্বা তর্জ্জন্যা সাভিনয়মাহ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন— 'মায়াশয়ে', যাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া-ছিল, তাহাদিগকেই কি কৃষ্ণ এখানে আনিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া মায়িকদিগের অনতিসন্নিকটে গমনপূর্ব্বক তর্জ্জনীর দ্বারা নির্দ্দেশ করতঃ বলিতে-ছেন—'যাবন্তঃ' (গোকুলে যত সংখ্যক বালক ছিল, তাহারা সকলেই মদীয় মায়াশয্যায় শয়ান আছে, অদ্যাপি তাহাদের পুনরুত্থান হয় নাই) ॥ ৪১ ॥

ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে।
তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ইতঃ (হেতোঃ) মন্মায়ামোহিতেতরে (মম মায়ামোহিতবালেভ্যঃ ভিন্নাঃ) তাবন্তঃ এব (তাবৎসংখ্যকা এব) বিষ্ণুনা সমং (কৃষ্ণেন সহ) তত্র আব্দং (বৎসরং যাবৎ) ক্রীড়ন্তঃ (বিহরন্তঃ) অত্র এতে (সবৎসাঃ বালাঃ) কুত্রত্যাঃ (কুতঃ আগতাঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অতএব আমার মায়ায় মোহিত বালক-গণের অতিরিক্ত তাহাদের সমসংখ্যক এই সকল বালক এখানে কোথা হইতে আসিয়া একবৎসর যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছে ? ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ইতঃ প্রদেশাদত্র কিঞ্চিদ্দূরে এতে বৎ-সবালা বর্ত্তন্ত এব তত্র বিষ্ণুনা সমং ক্রীড়ন্তঃ কুত্র-ত্যাস্তে কীদৃশা মন্মায়ামোহিতেভ্য এভ্য ইতরে ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতঃ'—আর এই স্থানের কিছু দূরে এই যে বৎস বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইঁহারা কোথাকার ? অর্থাৎ আমার মায়ায় মোহিত বৎস বালক ভিন্ন এই সকল বৎস বালক কোথা হইতে আসিল ? ৪২ ॥

এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন ॥৪৩

অন্বয়ঃ—সঃ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) এবং (পূর্ব্বোক্ত-রূপেণ) এতেষু ভেদেষু (ভিন্নতয়া বর্ত্তমানেষু বালেষু প্রকৃতেষু কৃষ্ণমায়াকল্পিতেষু মধ্যে) কে সত্যাঃ কতরে ন (সত্যাঃ ন) ইতি চিরং ধ্যাত্বা (বহুবিচিন্ত্যাপি) কথঞ্চন জ্ঞাতুং ন ঈষ্টে (ন সমর্থো বভূব) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ব্রহ্মা বহুকাল চিন্তা করিয়াও প্রকৃত এবং কৃষ্ণ-কল্পিত বালকগণের মধ্যে কাহারা সত্য এবং কাহারা অসত্য তাহা কোনরূপেই জানিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪৩॥

বিশ্বনাথ—এতেষু ভেদেষ্বিতি কিমেতে ইহ প্রকৃতাস্তত্রাহ—কৃষ্ণসৃষ্টাঃ। কিংবা এতএব কৃষ্ণ-সৃষ্টাস্তত্র তে প্রকৃতাঃ কিম্বা উভয়ে এব কৃষ্ণসৃষ্টাঃ প্রকৃতাস্তু কৃষ্ণেনৈব ক্বাপি ব্রহ্মাণ্ডান্তরে চালিতাঃ। কিম্বা কৃষ্ণেন বৎসবালানাং প্রকাশদ্বয়ীকরণাৎ উভয়ে এব প্রকৃতাঃ, কিম্বা ময়ি তত্র গত্বা পশ্যতি সতি এত-এব কৃষ্ণেন তত্র নীয়ন্তে পুনরত্রাগচ্ছতি ময়ি তে এবাত্র নীয়ন্তে। ভবতু তর্হি যুগপদেবোভয়ত্র দৃষ্টীনিক্ষিপা-মীতি তথা কৃত্বাপি তানুভয়ত্র দৃষ্ট্বা চিরং ধ্যাত্বেতি ভবতু স্বীয়-সর্ব্বজ্ঞতয়ৈবাহমবশ্যং জ্ঞাস্যামীতি বহু-সমাধিনাপি জ্ঞাতুং নৈবাশকদিত্যাহ—সত্যা ইতি। এতেষু ভেদেষু মধ্যে সত্যা ভগবৎস্বরূপভূতা ন সত্যা বহিরঙ্গমায়াসৃষ্টা ইতীমং ভেদস্তু কথঞ্চন জ্ঞাতুং সংশয়জ্ঞানবিষয়ীকর্ত্তুমপি নেষ্টে ন শশাক ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতেষু ভেদেষু'—এই বিভিন্ন বৎস ও বালকগণের মধ্যে কাহারা সত্য, কাহারা অসত্য, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন না, ইহা বলিতেছেন—'কে সত্যাঃ কতরে ন', অর্থাৎ এই বৎস বালকাদিই প্রকৃত ? কিম্বা কৃষ্ণসৃষ্ট ? অথবা এইগুলিই কৃষ্ণসৃষ্ট, পরন্তু প্রকৃত বৎস বালক-

দিগকে কৃষ্ণ অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কিম্বা কৃষ্ণই বৎস ও বালকগুলিকে প্রকাশদ্বয়ে বিভক্ত করায় উভয়ই প্রকৃত, অথবা—আমি মদীয় মায়া-মোহিত বৎস-বালকাদি দেখিতে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এইগুলিকেই সেই স্থানে লইয়া যান, আবার আমি ক্রীড়াকারী বালকাদি দেখিতে আগমন করিলে কৃষ্ণ সে সকল বৎস-বালকাদি এই স্থলে আনয়ন করেন। সে যাহাই হউক, আমি উভয় স্থানেই সমভাবে বৎস বালকাদি দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তিবলে অবশ্য যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিব —এইরূপ বিবেচনায় বহু সমাধি দ্বারাও জানিতে পারিলেন না, ইহা বলিতেছেন—'সত্যাঃ' ইত্যাদি, উভয় স্থানে স্থিত বৎস-বালকাদির মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য, অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপকৃত, আর কোন্‌গুলি মিথ্যা, অর্থাৎ বহিরঙ্গ মায়া-সৃষ্ট—ইহা কোন প্রকারেই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না ॥ ৪৩ ॥

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—অজঃ অপি (ব্রহ্মা চ) বিমোহং (মোহশূন্যং) বিশ্বমোহনং (বিশ্বস্য মোহজনকং) বিষ্ণুং সম্মোহয়ন্ (সম্মোহয়িতুম্ আরভমাণঃ) স্বয়া এব মায়য়া (বিষ্ণোর্মায়য়া এব) স্বয়ং এব এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) বিমোহিতঃ (মোহগ্রস্তঃ বভূব) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা স্বয়ং মোহহীন, পরন্তু বিশ্বের মোহজনক শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে উপক্রম করিয়া বিষ্ণুর মায়াবলে স্বয়ংই এইরূপে মোহগ্রস্ত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ব্রহ্মা মোহসমুদ্রাবর্ত্তে নিপপাতেত্যাহ—এবমিতি। সম্মোহয়ন্ বৎসবালস্তেয়েন মোহয়িতুমুপক্রমমাণঃ অজো ব্রহ্মাপি স্বয়ৈব মায়য়া স্বয়মেব বিষ্ণৌ প্রযুক্তয়া হেতুনা বিমোহিতঃ ভগবন্মায়য়া বিশেষেণৈব মোহিতঃ। মোহিতস্যাপি ব্রহ্মণ এবং বিহ্বলীকরণরূপে বিমোহনে ভগবতি মায়াপ্রয়োগরূপোঽপরাধ এব কারণমিত্যর্থঃ। ন তু স্বমায়য়ৈব ব্রহ্মা বিমোহিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। মায়য়াঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাসম্ভবাৎ উত্তরশ্লোকে দৃষ্টান্তবিরোধাচ্চ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর ব্রহ্মা মোহ-সমুদ্রের আবর্ত্তে নিপতিত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'এবং সম্মোহয়ন্', বৎস-বালক চৌর্য্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে উপক্রম করিয়া, 'অজঃ স্বয়ৈব মায়য়া' —ব্রহ্মাও বিষ্ণুর উপর মায়া বিস্তার করিতে যাইয়া, 'বিমোহিতঃ'—স্বয়ংই ভগবন্মায়া দ্বারা বিশেষরূপে মোহিত হইলেন। মোহশূন্য ভুবনমোহন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মায়া-প্রয়োগরূপ অপরাধই ব্রহ্মার মোহিত হইবার কারণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু নিজ মায়ার দ্বারাই ব্রহ্মা বিমোহিত হইলেন—এরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, কারণ মায়ার নিজ আশ্রয়কে মোহিত করিবার সামর্থ্য নাই এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে দৃষ্টান্ত বিরোধ হয় ॥ ৪৪ ॥

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈস্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—তম্যাং (তামস্যাং রাত্রৌ) নৈহারং (হিমজাতং) তমোবৎ (অন্ধকারবৎ) অহনি (দিবসে সূর্য্যালোকে) খদ্যোতার্চ্চিঃ (খদ্যোতদীপ্তিঃ) ইব মহতি (মহাপুরুষে) যুঞ্জতঃ (পুংসঃ) ইতরা (নীচা) মায়া (তত্র ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থা ভবতি অপি তু) আত্মনি (স্বস্মিন্ এব) ঐশং (সামর্থ্যং) নিহন্তি (নাশয়তি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হিমজনিত অন্ধকার যেরূপ তামসী রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করিতে পারে না, পরন্তু গাঢ়ই করিয়া থাকে, কিম্বা দিবাভাগে খাদ্যোতের (জোনাকি পোকার) আলোক সূর্য্যালোকের নিকট যেরূপ তিরস্কৃত হয়, সেইরূপ নিকৃষ্টা মায়া মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া কিছুই করিতে পারে না, পরন্তু নিজেরই সামর্থ্য নাশ করে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—মহামায়াবিনি ভগবত্যন্যমায়া আবরণবিক্ষেপৌ কর্ত্তুমশক্নুবতী স্বাশ্রয়মেব তিরস্করোতীতি দৃষ্টান্তাভ্যামাহ,—তম্যাং তামস্যাং রাত্রৌ নৈহারং তমোবৎ নীহারসম্বন্ধিতম ইব। ইবার্থেঽত্র বচ্ছব্দঃ। "ইব বদ্বা চ সাদৃশ্যে" ইত্যভিধানাৎ। নৈহারং তমো

যথা তমীমাবরীতুমসমর্থং তমীতমঃ সান্দ্রীকৃত্য তেন স্বমেবাবৃণোতি নীহারঞ্চ তিরস্করোতি, তথৈব ব্রহ্মমায়া ভগবন্তং মোহয়িতুমসমর্থা ভগবদৈশ্বর্য্যমেব বিপুলীকৃত্য স্বমাবৃতবতী ব্রহ্মাণমেব তিরশ্চকারেতি। দৃষ্টান্তেঽস্মিন্নংশেন ব্রহ্মমায়ায়া অপি হেতুত্বমস্তীত্যপরিতুষ্যন্ দৃষ্টান্তান্তরমাহ—খদ্যোতেতি। রাত্রৌ যথা প্রদ্যোততে তথা দিবসেঽপি মৎপ্রভা প্রদ্যোততামিতি খদ্যোতেন প্রযুক্তাপি প্রভা দিবসে উদ্ভবিতুমেব ন শক্নোতি, প্রত্যুত তমেব ভ্রষ্টতেজসং সর্ব্বান্ জ্ঞাপয়তি, তথৈবান্যত্রৈশ্বর্য্যবানপি ব্রহ্মা ভগবত্যপি মায়য়া নিজৈশ্বর্য্যং প্রকটয়িতুকামো ভ্রষ্টতেজা এবাভূদিত্যতো মহতি পুরুষে ইতরমায়া কর্ত্রী আত্মনি আত্মানং যুঞ্জতঃ স্বং প্রযুঞ্জানস্য পুংসঃ ঐশ্যমৈশ্বর্য্যং নিহন্তি।।৪৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহামায়াবী শ্রীভগবানের প্রতি অন্যমায়া আবরণ বা বিক্ষেপ কিছুই করিতে অসমর্থ হইয়া স্বাশ্রয়কেই তিরস্কৃত করে, ইহা দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'তম্যাং', তামসী রাত্রিতে 'নৈহারং তমোবৎ'—নীহার-সম্বন্ধি অন্ধকারের ন্যায়। এখানে 'ইব' অর্থে 'বৎ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অভিধানে বলা হইয়াছে—'ইব, বৎ, বা ইহারা সাদৃশ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়।' অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রিতে হিমকণ-সমুদ্ভূত অন্ধকার যেমন রাত্রিকে আবরণ করিতে পারে না, পরন্তু সে নিজেই তাহাতে লীন হইয়া রাত্রিগত অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া হিমকণাকেই আবরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মমায়া ভগবান্‌কে মোহিত করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবদৈশ্বর্য্যকেই বৃদ্ধি করতঃ নিজেকে আবৃত করিয়া ব্রহ্মাকেও তিরস্কার করিতেছে। এই দৃষ্টান্তে আংশিকভাবে ব্রহ্মমায়ারও হেতুত্ব রহিয়াছে, এইজন্য অপরিতুষ্ট হইয়া অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'খদ্যোতার্চ্চিঃ', খদ্যোত (জোনাকি পোকা) রাত্রিতে যেমন আলোক দান করে, সেইরূপ দিবসেও আমার প্রভা বিস্তৃত হউক, এই মনে করিয়া খদ্যোত কর্ত্তৃক প্রযুক্ত প্রভা দিবসে প্রকাশিত হইতেই পারে না, বরঞ্চ সূর্য্যকিরণেই লীন হইয়া নিজকে ভ্রষ্টতেজস্বরূপে সকলকে জানাইয়া দেয়, তদ্রূপ অন্যত্র ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও ব্রহ্মা শ্রীভগবানের উপরেও মায়ার দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকট করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভ্রষ্টতেজস্কই হইয়াছেন। যেহেতু মহান্ পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত নিকৃষ্টমায়া মায়াপ্রয়োগকারীর স্বীয় ঐশ্বর্য্যই (সামর্থ্যই) নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যদপি আশ্চর্য্যমাহ) তৎক্ষণাৎ পশ্যতঃ অজস্য (সমীপে) সর্ব্বে বৎসপালাঃ (বৎসাশ্চ পালকাশ্চ) ঘনশ্যামাঃ (মেঘবর্ণাঃ) পীতকৌশেয়বাসসঃ (পীতবর্ণ-কৌশেয়-বস্ত্রধারিণ) ব্যদৃশ্যন্ত (দৃষ্টাঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা এরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখেই সমস্ত বৎস ও পালকগণ জলধর-শ্যাম বিগ্রহ ও পীতবর্ণ-কৌশেয়-বসন-পরিহিতরূপে দৃষ্ট হইলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তাবদিতি। যাবদেবং ব্রহ্মা মীমাংসমানো ব্যামুহ্যতি স্মেত্যর্থঃ। বৎসাঃ পালাশ্চ পশ্যতোঽজস্য পশ্যন্তমপ্যজমনাদৃত্যেতি। ভোঃ সত্যলোকবাসিন্ অজ, সত্যং ত্বমজ এবাসি ঈদৃশ্যৈব বুদ্ধ্যা বিশ্বং সৃজসি অস্মান্মায়য়া মোহয়িতুমিচ্ছসি কথঞ্চিৎ জ্ঞাতুমপি তাবন্ন শক্নোসি। পশ্যেতি ব্যদৃশ্যন্ত বয়ং বৃন্দাবনীয়া-স্তৃণং চরন্তো বৎসা অপি বৎসাংশ্চারয়ন্তো গোপবালা অপি এবং ভবামেতি জ্ঞাপয়ন্ত ইব তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ স্বয়মেবাভূবন্ স্বপ্রকাশত্বাদিতি ভাবঃ ।।৪৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাবৎ'—যখন ব্রহ্মা এই প্রকার বিতর্ক করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন তৎকালে, 'বৎসপালাঃ'—কৃষ্ণস্বরূপভূত বৎসগণ ও বালকসকল, 'পশ্যতঃ অজস্য'—দর্শনকারী ব্রহ্মাকে অনাদর করিয়া, "ওহে সত্যলোকবাসিন্ অজ! তুমি সত্যই অজ (ছাগ) বটে। ঈদৃশী বুদ্ধির দ্বারাই বোধ হয় বিশ্ব সৃজন করিয়া থাক, যেহেতু আমাদিগকে মায়াদ্বারা মোহিত করিতে বাসনা করিয়াছ, আমরা কে ইহা তুমি কি কোন প্রকারে জানিতে পারিতেছ না, অতএব দেখ আমরা কে"। 'ব্যদৃশ্যন্ত'—আমরা তৃণভক্ষণকারী বৃন্দাবনীয় গো-বৎসগণও এবং বৎসচারণকারী গোপবালকগণও এইরূপ হই, ইহা জানাইবার জন্যই যেন তৎক্ষণাৎ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ও

পীত-কৌশেয় বসনধারীরূপে স্বয়ং ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, যেহেতু তাঁহারা স্বপ্রকাশ —এই ভাবার্থ ॥ ৪৬ ॥

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্র গদারাজীবপাণয়ঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন-কম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ হারিণঃ বনমালিনঃ (অপিচ) শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্নকম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ (শ্রীবৎসপ্রভাযুক্তানি অঙ্গদানি কেয়ূরাণি দোঃষু বাহুষু যেষাং তে তথা রত্নময়ানি কম্বুবৎ ত্রিধারাণি কঙ্কণানি পাণিষু তেষাং তে চ তে চ) নূপুরৈঃ কটকৈঃ (পাদবলয়ৈঃ) কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ভাতাঃ (শোভিতাঃ) (ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ। তাঁহাদের ভুজ-চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে হার এবং গলদেশে বনমালা বিরাজমান। তাঁহাদের সকলেরই দক্ষিণস্তনের উপরিভাগে শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী, বাহুতে রত্নময় অঙ্গদ ত্রিরেখাঙ্কিত, কণ্ঠে কৌস্তুভ, হস্তে কঙ্কণ, পদদেশে নূপুর ও পাদবলয়, কটিতে সূত্র এবং অঙ্গুলীসমূহে অঙ্গুরীয়ক সকল শোভা পাইতেছিল ॥ ৪৭-৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীর্লক্ষ্মী-রেখা তদ্‌যুক্তানি বৎসানি বক্ষাংসি যেষাং তে চ। অঙ্গদযুক্তা দোষো বাহবো যেষাং তে চ রত্নং কৌস্তুভস্তদ্‌যুক্তাঃ কম্ববঃ অতিশয়োক্ত্যা ত্রিরেখাঙ্কিতাঃ কণ্ঠা যেষাং তে চ। কঙ্কণযুক্তা পাণয়ো যেষাং তে চ তে। কটকৈঃ পাদবলয়ৈঃ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের সকলেরই দক্ষিণস্তনের উপরিভাগে শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত সূক্ষ্ম রোমাবলী কিংবা লক্ষ্মীরেখাযুক্ত বক্ষঃস্থল, বাহুতে অঙ্গদ, ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠে কৌস্তুভরত্ন, হস্তে কঙ্কণ, পদদেশে নূপুর ও পাদবলয় শোভা পাইতেছিল ॥ ৪৭-৪৮ ॥

আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণাস্তুলসী নবদামভিঃ ।
কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ (বহুজন্মাৰ্জ্জিত-পুণ্যশালিজনপ্রদত্তৈঃ) আঙ্ঘ্রিমস্তকং (অঙ্ঘ্রিতঃ পদাৎ আরভ্য মস্তকং যাবৎ) সর্ব্বগাত্রেষু কোমলৈঃ তুলসী-নব-দামভিঃ (নূতনগ্রথিত তুলসীমাল্যৈঃ) আপূর্ণাঃ (ব্যাপ্তাঃ ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—প্রচুর পুণ্যশীল জনগণের প্রদত্ত সুকোমল-নূতন তুলসীমাল্যে তাঁহাদের পদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভূরিপুণ্যানি শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনানি তদ্বতা ভক্তসহস্রেণাৰ্পিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূরিপুণ্যানি'—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভজন-পরায়ণ ভক্তগণ কর্ত্তৃক অর্পিত কোমল তুলসীপত্রের মালায় তাঁহাদিগের আপাদমস্তক সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৪৯ ॥

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ (জ্যোৎস্নাশুদ্ধহাসৈঃ) সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ (সহারুণ-গুণেন বর্ত্তমানা যে অপাঙ্গাঃ তৈর্বীক্ষিতৈঃ) রজঃসত্ত্বাভ্যাং (গুণাভ্যাং) স্বকার্থানাং (স্বভক্তমনোরথানাং) স্রষ্টৃপালকাঃ (অপাঙ্গবীক্ষণরূপরজোগুণেন স্রষ্টার ইব হাসরূপসত্ত্বগুণেন পালকতুল্যাশ্চ ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা জ্যোৎস্নাতুল্য নির্ম্মল হাস্যরূপ সত্ত্বগুণে এবং অরুণবর্ণ নেত্র-প্রান্তের অবলোকনরূপ রজোগুণে যেন স্বীয় ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা সৃজন ও পালন করিতেছিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—চন্দ্রিকাবৎ বিশদং যথা স্যাত্তথা স্মেরয়ন্ত ইতি চন্দ্রিকাবিশদস্মেরাণি মৃদুপাচক ইতিবৎ সমাসঃ। অরুণাপাঙ্গেন সহ বর্ত্তমানানি যানি সম্মুখবীক্ষিতানি তৈঃ স্বকার্থানাম্ অনুকম্পনীয়স্বভক্তমনোরথানাং রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা ইব ব্যদৃশ্যন্ত রজসেবারুণগুণেন স্রষ্টার ইব সত্ত্বেনেব বিশদস্মিতেন পালকা ইব ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ'—

জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল হাস্য দ্বারা, এখানে 'মৃদু-পাচক'-শব্দের ন্যায় সমাস হইয়াছে। 'সারুণাপাঙ্গ-বীক্ষিতৈঃ'—অরুণবর্ণ নেত্রপ্রান্তের সহিত বর্ত্তমান যে অবলোকন, তাহাদের দ্বারা স্বীয় ভক্তগণের স্রষ্টা ও পালকের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন। অর্থাৎ অরুণ-বর্ণযুক্ত কটাক্ষ-দৃষ্টি দ্বারা এবং চন্দ্রিকাসদৃশ বিশদ হাস্য দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন রজঃ ও সত্ত্বগুণে স্বীয় ভক্তগণের মনোরথ সমূহের সৃজন ও পালন করিতেছেন, অর্থাৎ রজোগুণ-সদৃশ অরুণ বর্ণ-সমন্বিত অপাঙ্গ দৃষ্টির দ্বারা স্বভক্তদিগের মনোরথের স্রষ্টা এবং সত্ত্বগুণতুল্য চন্দ্রনিভ বিশদ হাস্য দ্বারা আপন ভক্তগণের মনোরথ-সকলের পালকরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈর্ম্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ ।
নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ চরাচরৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ (নৃত্যগীতাদি বহুবিধোপচারৈঃ) পৃথক্ পৃথক্ উপাসিতাঃ (আরোধিতাঃ ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গম সকলেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি বহুবিধ উপাচারের দ্বারা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে উপাসনা করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মাত্র ব্রহ্মা। নৈকার্হৈঃ অনেকার্হণৈঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মাদি'—আত্মা বলিতে এখানে ব্রহ্মা। 'নৈকার্হৈঃ'— বহুবিধ উপচারের দ্বারা। (আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বচরাচর মূর্ত্তিমান হইয়া নৃত্য, গীত প্রভৃতি বিবিধ পূজোপকরণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছিলেন।) ॥ ৫১॥

অণিমাদ্যৈর্ম্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ ।
চতুর্ব্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—অণিমাদ্যৈঃ (অণিমা প্রভৃতিভিঃ) মহিমভিঃ (ঐশ্বর্য্যৈঃ) অজাদ্যাভিঃ বিভূতিভিঃ (মায়া-বিদ্যাদিভিঃ শক্তিভিঃ) মহদাদিভিঃ চতুর্ব্বিংশতিভিঃ তত্ত্বৈঃ পরীতাঃ (বেষ্টিতাঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য, মায়া প্রভৃতি বিভূতি এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—মহিমভিরৈশ্বর্য্যৈঃ। অজা মায়া তদাদ্যাভিঃ শক্তিভিঃ। চতুর্ব্বিংশতিভিরিতি মহত্তত্ত্বসূত্রতত্ত্বয়োঃ পার্থক্যবিবক্ষয়া। তত্ত্বৈর্জগৎকারণৈঃ ॥৫২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহিমভিঃ'—ঐশ্বর্য্যসমূহের দ্বারা। 'অজাদ্যাভিঃ'—মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি শক্তি-সমূহের দ্বারা, 'চতুর্ব্বিংশতিভিঃ'—এখানে মহত্তত্ত্ব ও সূত্রতত্ত্বের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলা হইল। 'তত্ত্ব' বলিতে জগতের কারণ-সমূহ। (তাঁহারা সকলেই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, শ্রীদেবী প্রভৃতি নবশক্তি বা দ্বাদশ শক্তি ও মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সকলে পরিবেষ্টিত ছিলেন।) ॥ ৫২ ॥

কালস্বভাবসংস্কার-কামকর্ম্মগুণাদিভিঃ ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভির্ম্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বমহিধ্বস্তমহিভিঃ (স্বমহিম্না ভগবন্মহিম্না ধ্বস্তমহিভিঃ তিরস্কৃত স্বাতন্ত্র্যৈঃ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ (সবিগ্রহৈঃ) কালস্বভাবসংস্কার-কামকর্ম্মগুণাদিভিঃ (পদার্থৈঃ) উপাসিতাঃ (আরাধিতাঃ বভূবুঃ) ॥৫৩॥

অনুবাদ—ভগবানের মহিমা-বলে যাঁহাদের স্বতন্ত্রভাব দূরীভূত হইয়াছে, সেইসকল কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম এবং গুণ প্রভৃতি পদার্থসকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতেছিল ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—কালাদিভিশ্চ তৎসহকারিভিঃ। অত্র স্বভাবঃ পরিণামহেতুঃ। সংস্কার-উদ্বোধকঃ। স্বমহিধ্বস্তমহিভির্ভগবন্মহিম্না তিরস্কৃতস্বাতন্ত্র্যৈঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালাদি'—তৎসহকারি। এখানে 'স্বভাব' বলিতে যাহা পরিণাম-হেতু। সংস্কার—উদ্বোধক। 'স্বমহিধ্বস্ত-মহিভিঃ'—ভগবানের মহিমা দ্বারা যাহাদের স্বতন্ত্রতা তিরোহিত হয়, সেই কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম ও গুণাদি পদার্থ-সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঐ সকল স্বরূপের উপাসনা করিতেছিল ॥ ৫৩ ॥

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ অপি উপনিষদ্ দৃশাং (জ্ঞানিনাং সমক্ষে) অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যাঃ (অস্পৃষ্টানি অলব্ধানি ভূরীণি বহূনি মাহাত্ম্যানি যেষাং তে তাদৃশাঃ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দময়, অদ্বিতীয় বিগ্রহ হইলেও জ্ঞানিগণের নিকটে তাঁহাদের অনেক মাহাত্ম্য প্রকাশিত ছিল ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—নচৈতৎ সর্ব্বং ভগবতা মায়য়া দর্শিতমিতি মন্তব্যমিত্যাহ—সত্যেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ তত্রাপি তদেকমাত্রাবিজাতীয়-সভেদরহিতাঃ তত্রাপ্যেকরসাঃ কালপরিচ্ছেদাভাবাৎ সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো বপূংষি যেষাং তে। যদ্বা, "সত্যং বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি, আনন্দং ব্রহ্মণো রূপ"-মিত্যাদি শ্রুত্যুক্তং সত্যাদিরূপং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তয়ো যেষাং তে। ননু দৃশ্যত্ব-বহুত্ব-বিবিধত্বাদিকং ব্রহ্মণো নৈব স্তুবতে বেদান্তদর্শিনস্তত্রাহ—অস্পৃষ্টেতি। উপনিষদঃ পশ্যন্তি ভক্ত্যভাবান্নতু তদর্থং জানন্তীত্যুপনিষদ্দৃশো দার্শনিকাস্তেষাং তৈর্ন স্পৃষ্টমপি ভূরিমাহাত্ম্যং যেষাং তে। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইতি। "ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বা"মিতি। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা"দিতি "আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমান"মিতি "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিক"মিতি। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ। পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মণোঽপ্যপ্রাকৃতরূপগুণাদিমত্ত্বং তদিচ্ছয়া ভক্তিমচ্চক্ষুর্গম্যমস্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সমস্তই ভগবান্ মায়ার দ্বারা দেখাইতেছেন, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে, ইহা বলিতেছেন—'সত্য' ইত্যাদি। যাহা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্র বা বিজাতীয় ভেদরহিত ও সদা একমূর্ত্তিধারী, অর্থাৎ সেই বৎস ও বালকদিগের মূর্ত্তিসকল কালেরও কারণত্ব ও আশ্রয়ত্ব-প্রযুক্ত অকল্পিত বলিয়া সত্য, স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধন জড়তারহিত-প্রযুক্ত জ্ঞানরূপ, যাহা প্রায় পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ হইলেও অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে ব্যাপকত্বহেতু অনন্ত, যে মূর্ত্তির সর্ব্ব অংশগুলি নিরুপাধি পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া আনন্দমাত্র এবং যাহা একরস অর্থাৎ কালের কারণত্ব ও আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন অকল্পিত হেতু সদা একরূপ বিশিষ্ট। অথবা—'সত্য বিজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম' এবং 'আনন্দই ব্রহ্মের রূপ'—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিতে যাঁহাকে সত্যাদিরূপে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সেই এই বৎস ও বালকগণ। যদি বলেন—দেখুন, বেদান্তদর্শিগণ ব্রহ্মের দৃশ্যত্ব, বহুত্ব বিবিধত্বাদি কখনই স্বীকার করেন না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'অপৃষ্ট'-ইত্যাদি। 'উপনিষদ্দৃশাম্'—উপনিষদ্ দর্শনই করেন, কিন্তু ভক্তির অভাবহেতু তাহার অর্থ যাঁহারা জানেন না সেই উপনিষদ্ দ্রষ্টা দার্শনিকগণ কৃষ্ণরূপী বৎস-বালকগণের অনন্ত মাহাত্ম্য মনে ধারণা করা দূরের কথা, মনের দ্বারা স্পর্শ করিতেও সক্ষম নহেন, এতাদৃশ রূপসকল ব্রহ্মার সমীপে দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। যেমন উক্ত হইয়াছে—'একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণীয়' (১১।১৪।২১) 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (শ্রীগীতা ১৮।৫৫), অর্থাৎ আমি যেরূপ বিভূতিসম্পন্ন ও স্বরূপতঃ যাহা হই, আমাকে জ্ঞানিগণ ভক্তির দ্বারাই যথার্থরূপে জানিতে পারেন। "ন চক্ষুষা পশ্যতি" (মুণ্ডক ৩।২।৩), অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের রূপ প্রাকৃত চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, এই আত্মা যাঁহাকে যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশিত করেন। "তমোগুণের পরপারে যিনি আদিত্যবর্ণ", "যিনি আনন্দমাত্র, অজর, পুরাণপুরুষ, বহুরূপে দৃশ্যমান", "বহুমূর্ত্তি হইলেও যিনি একমূর্ত্তি" ইত্যাদি। এবং "সেই পরমাত্মার বিগ্রহসকল নিত্য, শাশ্বত, হানোপাদন-রহিত, কখনই প্রকৃতি-সম্ভূত নহে। তাহা পরমানন্দময় এবং জ্ঞানমাত্র"—ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মেরও অপ্রাকৃত রূপ ও গুণ তাঁহার ইচ্ছায় ভক্তিমান্ জনের নয়নের বিষয়ীভূত হন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

———

এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্ ।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য ভাসা ইদং সচরাচরং সর্ব্বং (বিশ্বং) বিভাতি অজঃ (ব্রহ্মা) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) অখিলান্ আত্মনঃ (নিখিলান্ বৎসান্ বৎসপান্ চ ব্যাপ্য) পরং ব্রহ্ম সকৃৎ (একবারং) দদর্শ ॥৫৫

অনুবাদ—যাঁহার প্রকাশে চরাচর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মা সেই পরমব্রহ্ম ও তদাত্মক নিখিল গোবৎস ও বৎসপালগণকে একবার দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য পরব্রহ্মণঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্য'—যে পরব্রহ্মের প্রকাশে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মাত্মক নিখিল বৎস ও বালকসকলকে ব্রহ্মা এক সময়েই দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

ততোঽতিকুতুকোদ্‌বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দ্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) অতিকুতুকোদ্‌বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ (অতি কৌতুকেন উদ্‌বৃত্যানি বিলোড্যানি স্তিমিতান্যানন্দস্তব্ধানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ উদ্‌বৃত্ত ইতি পাঠে অতিকুতুকেন ক্ষুভিতঃ) অজঃ (ব্রহ্মা) (তেষাং) ধাম্না (তেজসা) পূর্দ্দেব্যন্তি (পূর্দ্দেবী বহুলোকৈঃ পূজ্যমানা গ্রাম্যদেবতা তস্যা অন্তি সমীপে) পুত্রিকা (বালকেন খেল্যমানা অপূজিতা মৃণ্ময়ী পুত্তলিকা) ইব তূষ্ণীং অভূৎ (বক্তুং চেষ্টিতুং চাশক্তোঽভূৎ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অত্যন্ত আশ্চর্য্যবশতঃ ব্রহ্মার চিত্ত বিশেষভাবে আলোড়িত হইতে থাকিল এবং আনন্দে তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তি স্তব্ধীভূত হইল। তিনি ঐ সকল বৎস ও বৎসপালগণের তেজঃ প্রভাবে বহুলোকের পূজনীয়া গ্রাম্যদেবতার সমীপে অপূজ্যা মৃণ্ময়ী পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতিকৌতুকেন উদ্ধৃত্যানি বিলোড্যানি স্তিমিতানি আনন্দস্তব্ধানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ। উদ্‌বৃত্ত ইতি পাঠে অতি কুতুকেন ক্ষুভিতঃ তেষাং ধাম্না তেজসা তূষ্ণীং কিমপি বক্তুং চেষ্টিতুঞ্চাশক্তোঽভূৎ। অত্র দৃষ্টান্তঃ পূর্দ্দেবী বহুলোকৈঃ পূজ্যমানা গ্রামদেবতা তস্যা অন্তি নিকটে পুত্রিকা বালকেন খেল্যমানা অপূজিতা ক্ষুদ্রা মৃণ্ময়ী পঞ্চালিকেব ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিকৌতুকেন উদ্ধৃত্য'—অতি আশ্চর্য্যহেতু ব্রহ্মার চিত্ত বিশেষভাবে আলোড়িত হইতে থাকিল এবং আনন্দে তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তি স্তব্ধীভূত হইল। 'উদ্‌বৃত্ত'—এইরূপ পাঠে অতিকৌতুকে ক্ষুভিত অর্থাৎ ব্রহ্মা তাহা দর্শন করায় অতি কুতূহল-বশতঃ তাঁহার একাদশ ইন্দ্রিয় সকল আনন্দে স্তব্ধ হইল এবং 'তদ্ধাম্না'—সেই বৎসবালকদিগের তেজে অভিভূত হইয়া কোন বাক্য-বর্ণনে বা হস্ত-পদাদি সঞ্চালনে অসমর্থ হইলেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'পূর্দ্দেব্যন্তি পুত্রিকা ইব', অর্থাৎ যেন বহুজন কর্ত্তৃক পূজিতা গ্রাম্যদেবতার সমীপে বালক কর্ত্তৃক খেল্যমানা অপূজিতা ক্ষুদ্রা মৃণ্ময়ী পুত্তলিকা অবস্থান করিতেছে ॥ ৫৬ ॥

ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্ ॥৫৭

অন্বয়ঃ—ইতি (পূর্ব্বরীত্যা) অতর্ক্যে (তর্কাগোচরে) নিজ মহিমনি (দর্শিত-চতুর্ভুজাদিরূপস্বমহৈশ্বর্য্যে) স্বপ্রমিতিকে (স্বপ্রকাশসুখরূপে) অতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ (অতন্নিরসনমুখেন ব্রহ্মকৈঃ অস্থূলং অনণু অহ্রস্বমিত্যাদিভিঃ শ্রুতিশিরোভিঃ মিতিঃ জ্ঞানং যস্মিন্ তস্মিন্) অজাতঃ (প্রকৃতেঃ) পরত্র (পরস্মিন্ তত্ত্বে) ঈরেশে (ব্রহ্মণি) ইদং কিম্ ইতি দ্রষ্টুম্ অপি অণীশে (অসমর্থে) মুহ্যতি (মোহগ্রস্তে সতি) পরমঃ অজঃ (কৃষ্ণঃ) জ্ঞাত্বা অজাজবনিকাং (মায়ারূপং তিরস্করিণীং) চচ্ছাদ সপদি (অপনীতবান্) ॥ ৫৭॥

অনুবাদ—যিনি তর্কের অগোচর, নিজ ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, স্বপ্রকাশ ও সুখস্বরূপ, অস্থূল, অনণু অহ্রস্ব প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যদ্বারা অতৎ অর্থাৎ জড়জ্ঞান

নিরস্ত হইলে যাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্মা সেই প্রকৃতির পরতত্ত্ব পরমব্রহ্মবিষয়ে "ইহা কি" —দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া মোহগ্রস্ত হইলেন। তখন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় মায়া বা ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিলেন॥৫৭॥

বিশ্বনাথ—তাবন্মাত্রএব মঞ্জুমহিমনি নিমজ্জন্তমনুভবাসমর্থং ব্রহ্মাণমালোক্য ততঃ পরঃসহস্রেষু দর্শয়িতব্যেষ্বসাধারণেষু নিজমহামঞ্জুমহিমসু তমনধিকারিণমভিমৃশ্য মঞ্জুমহিমদর্শনাৎ সমাপয়ামাসেত্যাহ —ইতীতি। ইরেশে ব্রহ্মণি ইরা সরস্বতী তস্যা ঈশে মহাবুদ্ধিমত্যপীত্যর্থঃ। কিমিদমিতি মুহ্যতি সতি পশ্চাদ্ দ্রষ্টুমপ্যনীশে সতি পরমোহজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জ্ঞাত্বা স্বৈশ্বর্য্যরসানুভবে তদযোগ্যতাং বীক্ষ্য সপদি অজাজবনিকাং যোগমায়ারূপাং তিরস্করিণীং চচ্ছাদ। যয়া পুলিনে ভুঞ্জানান্ শ্রীদামাদিবালকান্ তৃণং চরতো বৎসান্ বৎসান্বেষকং স্বঞ্চাচ্ছাদ্য স্বরূপভূতান্ বৎসবালকাদীন্ পুনস্তানেব চতুর্ভুজাদিত্বেন দর্শয়ামাস তামন্তরধাপয়দিত্যর্থঃ। যা বাস্তবং বস্ত্বাবৃণোতি অবাস্তববস্ত্বেব দর্শয়তি সা মায়া, যা তু বাস্তববস্তূনামপি মধ্যে কিমপ্যাবৃণোতি কিমপি দর্শয়তি সা যোগমায়েতি মায়া-যোগমায়য়োর্ভেদাদজাশব্দেনাত্র বহিরঙ্গা মায়া ন ব্যাখ্যেয়া। ক্ব মুহ্যতি ? নিজমহিমনি দর্শিতচতুর্ভুজাদিরূপস্বমহৈশ্বর্য্যে। কীদৃশে ? অতর্ক্যে যতঃ স্বপ্রমিতি স্বপ্রকাশঞ্চ তৎ কং সুখরূপঞ্চ তস্মিন্। অতএব অজাতঃ প্রকৃতেঃ পরত্র পরস্মিন্। অতন্নিরসনমুখেন ব্রহ্মকৈঃ "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্ব"-মিত্যাদিকৈঃ শ্রুতিশিরোভির্ব্রহ্মাভিব্যঞ্জকৈমিতির্জ্ঞানং যত্র তস্মিন্ স্বরূপে॥ ৫৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাবন্মাত্র মনোহর মহিমাতে নিমজ্জিত হওয়ায় অনুভবে অসমর্থ ব্রহ্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতেও পরঃসহস্র দর্শয়িতব্য অসাধারণ নিজ মহা মনোহর মহিমাসমূহে তাঁহাকে অনধিকারী বিবেচনা করতঃ মঞ্জুমহিমা দর্শন সমাপন করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'ইতি' ইত্যাদি। 'ইরেশে'—ইরা সরস্বতী, তাঁহার ঈশে, অর্থাৎ ব্রহ্মা মহাবুদ্ধিমান্ হইলেও, 'কিমিদং ইতি মুহ্যতি'—'ইহা কি' এইরূপে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, এমন কি ঐ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। 'পরমঃ অজঃ'—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, 'জ্ঞাত্বা'—তাহা অবগত হইয়া। অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্যরসানুভবে তাঁহার অযোগ্যতা দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ 'অজা-যবনিকাং'—যোগমায়ারূপ যবনিকা (আবরণ) অপসারিত করিলেন, অর্থাৎ যে মায়ার দ্বারা পুলিনে ভোজনকারী শ্রীদামাদি বালকগণকে ও তৃণ-ভক্ষণকারী বৎসগুলিকে আর বৎস অন্বেষণকারী আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া স্বরূপভূত বৎস ও বালকাদি দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকেই চতুর্ভুজাদিরূপে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই যোগমায়াকে অপসারিত করিলেন—এই অর্থ। যাহা বাস্তব বস্তুকে আবৃত করিয়া অবাস্তব বস্তুকে দর্শন করায়, তাহা মায়া, পরন্তু যাহা বাস্তব বস্তু সকলের মধ্যে কিছু কিছু আবৃত করেন এবং কিছু কিছু দর্শন করান, তিনি যোগমায়া—এইরূপ উভয়ের ভেদবশতঃ 'অজা'-শব্দে এখানে বহিরঙ্গা মায়া, এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যায় না। যদি বলেন—কোন্ বিষয়ে ব্রহ্মা মুগ্ধ হইয়াছিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন 'নিজ-মহিমনি', দর্শিত চতুর্ভুজাদিরূপ ভগবানের মহান্ ঐশ্বর্য্যবিষয়ে। কেমন সেই মহিমা ? তাহাতে বলিতেছেন—'অতর্ক্যে', যাঁহার মহিমা তর্কের অগোচর কিংবা যিনি তর্কের অগোচর, যেহেতু 'স্বপ্রমিতিকে'—তিনি স্বপ্রকাশ ও সুখস্বরূপ, অতএব 'অজাতঃ পরত্র'—প্রকৃতির অতীত। 'অতন্নিরসনমুখ-ব্রহ্মকমিতৌ'—"তন্ন তন্ন, যিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব"—এইরূপ নিরসন দ্বারা উপনিষদ্ সমূহ কর্ত্তৃক যাঁহার অসাধারণ মহিমা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেই শ্রীভগবানের বিষয়ে ব্রহ্মা মুগ্ধ হইলেন॥ ৫৭॥

ততোঽর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টিরাচষ্টেদং সহাত্মনা॥ ৫৮॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (মায়াজবনিকাপসারণানন্তরং) কঃ (ব্রহ্মা) অর্বাক্ (বহিঃ) প্রতিলব্ধাক্ষঃ (প্রাপ্তদৃষ্টিঃ) পরেতবৎ (মৃতবৎ) উত্থিত (সন্) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টতঃ) দৃষ্টিঃ (নেত্রাণি) উন্মীল্য বৈ আত্মনা (নিজেন) সহ ইদং (জগৎ) আচষ্ট (দদর্শ)॥৫৮॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া

মৃততুল্য ব্যক্তির ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং অতি-কষ্টে নয়ন উন্মীলিত করিয়া নিজের সহিত এই বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—অর্ব্বাক্ বহিঃ প্রতিলব্ধানি অক্ষাণি যেন সঃ। পরেতবৎ মৃতো যদি কথঞ্চিৎ পুন-রুত্তিষ্ঠতি তথেত্যর্থঃ। ইদং জগৎ মমতাস্পদম্ আত্মনা অহন্তাস্পদেন সহ অপশ্যৎ। তয়োরপি বিস্মৃতপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ অর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ' —মায়া অপসারিত হইলে ব্রহ্মা বহির্দৃষ্টি লাভ করিয়া, 'পরেতবৎ উত্থিতঃ'—মৃতপ্রায় ব্যক্তি যদি কোন সৌভাগ্যবশত পুনরায় উত্থিত হয়, তদ্রূপ (হংস-পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া অতিকষ্টে নেত্রগুলি উন্মী-লনপূর্ব্বক) 'ইদং'—এই মমতাস্পদ বিশ্বকে, 'আত্মনা সহ'—অহঙ্কারাস্পদ দেহের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন, যেহেতু ঐ দুইটিও পূর্ব্বে বিস্মৃত হইয়া ছিলেন ॥ ৫৮ ॥

———

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—সপদি (তৎক্ষণাৎ) অভিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) পশ্যন্ (সন্) পুরঃস্থিতং (সম্মুখস্থং) জনাজীব্যদ্রুমা-কীর্ণং (জনানাং আজীব্যৈঃ জীবিকোপায়ভূতৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ আকীর্ণং ব্যাপ্তং) সমাপ্রিয়ং (সমা সংবৎসরঃ তাং ব্যাপ্য প্রিয়ং সুখকরং, সর্ব্বর্ত্তুসুখদায়কমিত্যর্থঃ অথবা মালক্ষ্মীঃময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্ত্তমানঃ ইতি সমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য আ সম্যক্ প্রিয়ম্) বৃন্দাবনম্ অপশ্যৎ

অনুবাদ—তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্মুখে জনসমূহের জীবিকার উপায়স্বরূপ বৃক্ষে পরি-পূর্ণ, সর্ব্ব ঋতুতে সুখদায়ক বৃন্দাবনধাম দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ পরমকৃপয়া কৃষ্ণস্তস্মৈ স্বমা-ধুর্য্যবৈভবং প্রকাশিতবানিত্যাহ—সপদ্যেবেতি। সম্যগাসমন্তাৎ পরস্পরং প্রিয়াণ্যেব যত্র তৎ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর পরম কৃপাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট নিজ মাধুর্য্য-বৈভব প্রকাশিত করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'সপদ্যেব'। 'সমাপ্রিয়ং' —যাহাতে সতত সর্ব্বত্র পরস্পর প্রিয়বস্তুসমূহ বিদ্য-মান, সেই শ্রীবৃন্দাবন দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৯ ॥

———

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৃন্দাবনে) নৈসর্গদুর্বৈরাঃ (স্বভা-বত এব ঘোরবিদ্বেষশালিনঃ) নৃ-মৃগাদয়ঃ (মানুষ-সিংহাদয়ঃ প্রাণিনঃ) মিত্রাণি ইব আসন্। (যচ্চ স্থানং) অজিতাবাস দ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্ (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসে নিবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতাঃ রুট্-তর্ষনাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ঃ যস্মাৎ তৎ তাদৃশং বৃন্দাবনমপশ্যৎ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—সেখানে পরস্পর স্বাভাবিক শত্রুভাব-যুক্ত মানুষ ও সিংহ প্রভৃতি প্রাণিগণ মিত্রের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নিবাস বলিয়া তথা হইতে ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ভাব পলায়ন করিয়াছে ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবাহ—নৈসর্গং নিসর্গোত্থং মিথো দুর্ব্বৈরং যেষাং তেঽপি মনুজব্যাঘ্রাদয়ো মিত্রাণীব সহৈবাসন্। অজিতস্যাবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্-তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ো যস্মাৎ তস্মিন্ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলিতেছেন—'নৈসর্গ-দুর্ব্বৈরাঃ', স্বভাব হইতে উত্থিত পরস্পর শত্রুভাব যাহাদের, সেই মনুষ্য ও ব্যাঘ্রাদি পশুগণও যেখানে মিত্রের ন্যায় একত্র অবস্থান করিতেছিল। 'অজিতা-বাস'—অজিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসহেতু যেখান হইতে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছে, সেই শ্রীবৃন্দাবনে (মনুষ্য-ব্যাঘ্রাদি মিত্রের ন্যায় একত্র বাস করিতেছিল) ॥ ৬০ ॥

———

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) পশুপবংশ-শিশুত্বনাট্যং (গোপালবালকবেশাশ্রয়রূপাভিনয়ং)

উদ্বহৎ (ধারয়ৎ) অদ্বয়ং (একং) পরং (শ্রেষ্ঠং) অনন্তং (নিত্যং) অগাধবোধং (পূর্ণ-জ্ঞানময়ং) ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণং) একং (অসহায়ং) স পাণিকবলং (হস্তস্থিতদধ্যোদনকবলেন বিশিষ্টমেব) পরিতঃ (সর্ব্বত্র) পুরা ইব (পূর্ব্ববৎ) বৎসান্ সখীন্ গোপালকগোবৎসান্) বিচিন্বৎ (অন্বিষ্যৎ) অচষ্ট (দদর্শ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—সেখানে ব্রহ্মা দেখিলেন যে—গোপ-বালকের বেশধারণরূপ অভিনয়কারী, অদ্বিতীয়, নিত্য, পূর্ণজ্ঞানময়, পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ একাকী হস্তে দধি-মিশ্রিত অন্নগ্রাস ধারণ করিয়াই পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র গোবৎস এবং সখা বৎসপালগণের অনুসন্ধান করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স্বস্বরূপভূতানি চতুর্ভুজত্বাদীনি যোগমায়য়ৈবাচ্ছাদ্য "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুত্যুক্তং স্বদর্শিত-সর্ব্বস্বরূপমূলভূতং স্বরূপং তং দর্শয়ামাসেত্যাহ—তত্র বৃন্দাবনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্রহ্ম অচষ্ট অপশ্যৎ। কীদৃশম্? পশুপবংশশিশুত্বেঽপি প্রৌঢ়পরমচতুরোচিতং নাট্যং মৎপ্রভুর্ময়া মোহিত এবেতি ব্রহ্মাণং মিথ্যাভিমানং গ্রাহয়িতুং শাদ্বলে বৎসানদৃষ্ট্বাপি পুলিনেঽপি সখীন্-অদৃষ্ট্বাপ্যদর্শনাভিনয়ং নটানাং কর্ম্ম উদ্বহৎ। দর্শিতানাং ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তানাং যোগমায়য়াচ্ছাদনাদদ্বয়ং সর্ব্বমূলভূত-স্বরূপত্বাৎ পরং দর্শিতেভ্যশ্চিদ্বৈভবেভ্যোঽপ্যপরেষাং চিদানন্দময়-পরঃসহস্র-মহাবৈভবানাং বিদ্যমানত্বা-দনন্তং পরমেষ্ঠিনো বরাকস্য কা গণনা শ্রীবলদেবা-দ্যৈরবতারৈরপি দুষ্প্রবেশত্বাদগাধবোধম্। উক্ত-লক্ষণান্নাট্যাৎ বৎসান্ সখীংশ্চ পুরৈব পরিত ইতস্ততো বিচিন্বদিতি বৎসবালান্বেষণং পূর্ব্ববর্ষে ব্রহ্মণা মায়ামোহিতত্বাৎ যথার্থমেবাবগতম্। অধুনা তু মায়া-নির্ম্মুক্তত্বাৎ শাদ্বলে তৃণং চরতো বৎসান্ পুলিনে চ ভুঞ্জানান্ বালান্ পশ্যতা স্বাপহৃতান্মায়িকবৎসবাল-কাংশ্চ অপশ্যতা তেন মন্মোহনার্থমভিনয়মাত্রমিদ-মিত্যবগতম্। অতএব "নৌমীড্য তে" ইত্যগ্রিম-স্তুতিবাক্যেন বৎসবালান্ বিচিন্বতে ইতি বিশেষণং নোপন্যস্তম্। স্বরূপভূতানাং বাসুদেবমূর্ত্তীনাং স্বভে-দানাং যোগমায়য়ৈবাচ্ছাদনাদেকং ভক্তমনোহরমহা-মধুরলীলাময়ত্বাৎ সপাণিকবলম্। অত্র কস্মিংশ্চিদ-ধিকারিণি নিকৃষ্টে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবরহিতং নিরাকারং জ্ঞানমাত্রং যদ্ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং তদপি যোগমায়য়ৈব তদ্দৃষ্টীঃ প্রতি চিদানন্দময়ানামপি রূপগুণনামলীলা-পরিকরধামাদীনামাচ্ছাদনাজ্জ্ঞানমাত্রস্যৈব প্রকাশনাৎ সঙ্গতমিত্যেবমেব মিথোবিরুদ্ধার্থা অপি শ্রুতয়ো নির্ব্বিরোধমেব সঙ্গময়িতব্যা ইতি দিক্। তত্র 'পশু-পবংশশিশুত্বং নাট্যমেবোদ্বহনন্তু স্বরূপ'মিতি ব্যাখ্যানং শ্রীভাগবতস্য মোহিনীত্বপ্রতিপাদকমেব। "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে" ইত্যুত্তরত্র নৌমীত্যুক্ত্বা প্রস্তুতস্য ভগবতঃ কর্ম্মত্বে জ্ঞাতে প্রয়োজনাপেক্ষায়ামেবস্তুতো ভগবানেব প্রয়োজনমিতি ব্যাচক্ষাণানাং স্বামিচরণানামপি নাভি-মতমিত্যবসীয়তে। নহ্যবাস্তবীভূতং বস্তু স্তুতি-প্রয়োজনীক্রিয়তে ইত্যবধেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর নিজ স্বরূপভূত চতু-র্ভুজত্বাদি রূপসমূহ যোগমায়ার দ্বারাই আচ্ছাদন করতঃ 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'—এই শ্রুতি-প্রোক্ত সর্ব্ব-স্বরূপ-মূলভূত নিজ স্বরূপ ব্রহ্মাকে দর্শন করাইলেন, ইহা বলিতেছেন—'তত্র', সেই শ্রীবৃন্দাবনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। কেমন তিনি? তাহাতে বলিতেছেন—'পশুপবংশ-শিশুত্ব-নাট্যং', গোপবংশীয় শিশুর ভাবেও প্রৌঢ়পরম-চতুরোচিত যে নাট্য, অর্থাৎ 'আমার প্রভু আমা কর্ত্তৃক মোহিত', এরূপ মিথ্যা অভিমান ব্রহ্মাকে গ্রহণ করা-ইবার নিমিত্ত হরিত তৃণপ্রদেশে বৎসগণকে না দেখিয়া এবং পুলিনেও বয়স্যগণকে না দেখিয়া যে অদর্শনের অভিনয়, যাহা নটদিগের কর্ম্ম, তাহা যিনি 'উদ্বহৎ'—উৎকৃষ্টরূপে ধারণ করিয়াছেন। দর্শিত ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত রূপসমূহ যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছা-দন করায় যিনি 'অদ্বয়' (দ্বিতীয় রহিত), সর্ব্বমূলভূত স্বরূপ বলিয়া 'পর' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), দর্শিত চিদ্-বৈভব হইতেও অপর চিদানন্দময় পরঃসহস্র মহাবৈভবসমূহ বিদ্যমান থাকায় যিনি 'অনন্ত' (দেশ, কাল, বস্তুতঃ অন্তরহিত), সামান্য পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কি কথা, শ্রীবলদেবাদি অবতারবৃন্দেরও দুরধিগম্য বলিয়া যিনি 'অগাধবোধ' (অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ)। উক্তরূপ নাট্যহেতু পূর্ব্ববর্ষে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত থাকায় ইতস্ততঃ বৎস ও বালকদিগের অন্বেষণ যথার্থই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে মায়া-

নির্ম্মুক্ত হওয়ায় তৃণপ্রদেশে বিচরণকারী বৎসগণকে ও পুলিনে ভোজনরত বালকগণকে দর্শন করায় এবং নিজ অপহৃত মায়িক বৎস ও বালকগণকে না দেখিয়া, 'ইহা আমার মোহনের নিমিত্ত অভিনয়মাত্র' —এরূপ তিনি অবগত হইলেন। অতএব "নৌমীড্য তে' (১৪।১), ইত্যাদি পরবর্ত্তী স্তুতিবাক্যে 'বৎস-বালকগণকে অন্বেষণরত'—এরূপ বিশেষণ উপন্যস্ত হয় নাই। স্বরূপভূত বিবিধ বাসুদেব মূর্ত্তি-সকল যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদন করায় ভক্তজনের মনোহর মহামধুর লীলাময়হেতু একাকী হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা দর্শন করিলেন। এই স্থলে কোন কোন নিকৃষ্ট অধিকারীর নিকট ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব-রহিত নিরাকার জ্ঞানমাত্র যে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ, তাহাও যোগমায়ার দ্বারা তাহাদের দৃষ্টির প্রতি ভগবানের চিদানন্দময় রূপ, গুণ, নাম, লীলা, পরিকর ও ধামাদির আচ্ছাদন করিয়া জ্ঞানমাত্রের প্রকাশহেতু সঙ্গতই, এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থযুক্ত শ্রুতি-বাক্যের নির্ব্বিরোধে সমাধান করিতে হইবে, ইতি দিক্। তাহাতে আবার 'গোপবংশীয় শিশুত্ব'— ইহা নাট্যই, কিন্তু ভগবানের স্বরূপ নহে, এরূপ ব্যাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতের মোহিনীত্ব-প্রতিপাদক বলিয়া বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী 'নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে', এই শ্লোকে "নৌমি, নমস্কার করিতেছি, এরূপ বলিয়া প্রস্তুত ভগবানের কর্ম্মত্ব স্মরণ হইলে প্রয়োজনের অপেক্ষায় এবম্ভূত ভগবানই প্রয়োজন"—ইত্যাদি ব্যাখ্যা করায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদেরও অভিমত নয়, ইহা জানিতে হইবে। (অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্ম নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহই ভগবানের নিত্য রূপ, উহা অভিনয় নহে—এই সিদ্ধান্ত)। যেহেতু অবাস্তবীভূত বস্তু কখনই স্তুতির বিষয় হইতে পারে না, ইহা মনে রাখিতে হইবে ॥ ৬১ ॥

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্ম্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মা) দৃষ্ট্বা (পূর্ব্বোক্তরূপং শ্রীকৃষ্ণং আলোক্য) ত্বরেণ (বেগেন) নিজধোরণতঃ (নিজবাহনাৎ) পৃথ্ব্যাং (ভূমৌ) অবতীর্য্য বপুঃ (নিজশরীরং) কনকদণ্ডবৎ (সুবর্ণদণ্ডবৎ) অভিপাত্য (নিপাত্য) চতুর্ম্মুকুটকোটিভিঃ (শিরস্থমুকুটচতুষ্টয়াগ্রভাগৈঃ) অঙ্ঘ্রিযুগ্মং (শ্রীকৃষ্ণপাদযুগলং) স্পৃষ্ট্বা নত্বা (প্রণম্য) মুদশ্রুসুজলৈঃ (আনন্দাশ্রুজলৈঃ) অভিষেকং (পাদযুগে অভিসেচনং) অকৃত (কৃতবান্) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা তদ্দর্শনে সত্বর নিজবাহন হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ শরীরকে সুবর্ণদণ্ডের ন্যায় নিপাতিত করিয়া শিরস্থিত মুকুটচতুষ্টয়ের অগ্রভাগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল স্পর্শ ও প্রমাণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুজলে সেই পদযুগলের অভিষেক করিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—দৃষ্ট্বেতি। ইদমেব নরাকৃতি পরংব্রহ্ম সর্ব্বমূলভূতমিত্যবগম্য। ত্বরেণ ত্বরয়া নিজধোরণতঃ স্ববাহনাৎ পৃথ্ব্যাং বপুরভিপাত্যেতি 'নহি দেবা ভুবং স্পৃশন্তী'তি নিয়মোল্লঙ্ঘনাদ্ ব্রহ্মণোঽস্য দেবত্বাভিমানাপগমো জ্ঞেয়ঃ। চতুর্ণাং মুকুটানামগ্রৈরঙ্ঘ্রিযুগ্মং স্পৃষ্ট্বেতি চতুর্দ্দিক্‌স্থিতানাং চতুর্ণামপি মুখানাং বলেন কৃষ্ণাভিমুখীকরণাৎ অভিষেকমর্থাদঙ্ঘ্রিযুগ্মস্যাকরোদিত্যুত্থায়োত্থায় ভূমৌ দ্রুতপতনে অশ্রূণাং বাহুল্যেন পুরোবেগাচ্চরণয়োর্নিপাতো জ্ঞেয়ঃ। অশ্রূণাং ভক্ত্যনুভাবরূপত্বেন পাবিত্র্যাৎ সুপদপ্রয়োগঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃষ্ট্বা'—এই নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বমূলভূত, ইহা অবগত হইয়া, 'ত্বরেণ'—অবিলম্বে ব্রহ্মা নিজবাহন হংস-পৃষ্ঠ হইতে কনকদণ্ডের ন্যায় স্বীয় কলেবরকে ভূতলে পাতিত করিলেন। 'দেবগণ কখনও ভূমি স্পর্শ করেন না' —এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করায় ব্রহ্মার দেবত্বাভিমান অপগত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। 'চতুর্ম্মুকুট-কোটিভিঃ'—মুকুট-চতুষ্টয়ের অগ্রভাগ দ্বারা চরণ-যুগল স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে স্থিত চারিটি মুখ বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আনয়ন করতঃ, 'অভিষেকম্ অকৃত'—শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল আনন্দাশ্রু-সুজলে অভিষেক করিলেন। 'উত্থায় উত্থায়'—বারংবার উত্থানপূর্ব্বক, অর্থাৎ ভূমিতে দ্রুতপতনের ফলে

অশ্রুসমূহের বাহুল্যবশতঃ বেগে চরণদ্বয়ে পতিত হইতেছিল বুঝিতে হইবে। 'মুদশ্রু-সুজলৈঃ'—আনন্দাশ্রুসমূহ ভক্তির অনুভাবরূপ বলিয়া পবিত্র, এইহেতু এখানে 'সু'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ ॥৬৩

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মা) কৃষ্ণস্য প্রাগ্‌দৃষ্টং (পূর্ব্বদৃষ্টং) মহিত্বং (মহিমানং) পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা (অতিশয়েন স্মৃত্বা) উত্থায় উত্থায় পাদয়োঃ চিরস্য (চিরং) পতন্ আস্তে ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট মহিমা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তদীয় পদযুগলে পতিত ও উত্থিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—পতন্নাস্তে ইতি বহুতরপ্রণামান্তে আনন্দজাড্যোদয়াৎ বর্ত্তমান-প্রয়োগো মুনেস্তদানীং তৎসাক্ষাৎকারানুভবাৎ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পতন্ আস্তে'—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট মহিমা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া বারংবার উত্থান পূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে পড়িয়া রহিলেন। বহুতর প্রণামান্তে আনন্দজনিত জাড্যের উদয়হেতু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পদতলে অনেকক্ষণ পতিত রহিলেন—ইহা তৎকালে মহামুনি শ্রীল শুকদেব প্রত্যক্ষ অনুভব করায় এখানে 'আস্তে'—বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ
সবেপথুর্গদ্‌গদয়ৈলতেলয়া ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) শনৈঃ (ধীরং) উত্থায় লোচনে বিমৃজ্য (নেত্রে উদ্‌ঘৃষ্য) বিনম্রকন্ধরঃ (নতগ্রীবঃ) মুকুন্দম্ উদ্‌বীক্ষ্য কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ (বিনীতঃ) সমাহিতঃ (সাবধানঃ) সবেপথুঃ (অদ্ভুত-মাহাত্ম্যদর্শনেন কম্পান্বিতঃ সন্) গদ্‌গদয়া (জড়িতয়া) ইলয়া (বাচা) ঐলত (অস্তৌৎ) ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অনন্তর ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া নয়নযুগল মার্জ্জনপূর্ব্বক অবনত কন্ধরে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সবিনয়ে ও সাবধানে কৃতাঞ্জলি সহকারে কম্পিত কলেবরে গদ্‌গদবাক্যে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—লোচনে ইতি দ্বিত্বং পাণিদ্বয়েন লোচনদ্বয়স্যৈব যুগপন্মার্জ্জনোপপত্তেঃ। গদ্‌গদয়া গদ্‌গদভাববত্যা ইলয়া বাচা ঐলত ঐট্ট অস্তৌৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোচনে'—হস্তদ্বয়ের দ্বারা দুইটি নয়নই যুগপৎ মার্জ্জন করায় দ্বিবচন হইয়াছে। 'গদ্‌গদয়া'—গদ্‌গদ-ভাবযুক্ত বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।। ১।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তব বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা নন্দনন্দনের প্রীতির নিমিত্ত অগ্রে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্ণন করিয়া তদীয় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যস্বরূপের দুর্জ্ঞেয়ত্ব কীর্ত্তন করিলেন। শ্রৌত-পন্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন, অশ্রৌতপন্থাবলম্বীর ভগবৎপ্রাপ্তির কৃত্রিম-চেষ্টা ক্লেশমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অনন্ত গুণের নিলয়-স্বরূপ ভগবানের রহস্য দুর্জ্ঞেয়, ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষাও সুদুর্জ্ঞেয়, কেবল ভগবৎকৃপায় ভগবন্মহিমা অবগত হওয়া যায়। ভগবৎকৃপাই একমাত্র ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ—এই প্রকারে ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মা স্বকৃত কর্ম্মের গ্রর্হণ করিতে করিতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের মূল আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই নিজ পিতা মূল নারায়ণ জানিয়া তৎসকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে মাধুর্য্যময় ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ও তদ্ব্যতীত জগতের অচিন্ত্যত্ব ব্রহ্মা ও শিব হইতে বিষ্ণুর পার্থক্য, দেব-তির্য্যক্ প্রভৃতি নানা যোনিতে ভগবদাবির্ভাবের কারণ ও ভগবল্লীলার নিত্যত্ব, জড়জগতের অনিত্যত্ব কীর্ত্তন করিলেন। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। জীবের বদ্ধ ধারণা হইতেই বন্ধ ও মুক্তির সৃষ্টি হইয়াছে; বস্তুতঃ আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে ঐ দুইটী মিথ্যা। অজ্ঞ ব্যক্তি কৃষ্ণস্বরূপকে মায়িক বোধে তাঁহার পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, বস্তুতঃ উহাই তাহাদের অজ্ঞতার চরম পরিচয়। ভগবত্তত্ত্ব ভগবৎকৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না। ব্রহ্মা এই সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্য-মহিমা বিচারপূর্ব্বক ব্রজে তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি যে কোন জন্ম প্রার্থনা করিলেন। কেন না, ব্রজবাসিগণের গহ ভবকারাগার নহে, পরন্তু উহা জ্ঞানি-যোগীদিগের দুর্ল্লভ। কৃষ্ণ-সম্বন্ধশূন্য গৃহই ভবকারাগার স্বরূপ। তদনন্তর ব্রহ্মা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক পুনরায় স্তব করিতে করিতে ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ব্রহ্মাপহৃত পশুগণকে পুলিন-ভোজন-স্থানে আনয়ন করিলেন। তথায় পূর্ব্বসহচরবৃন্দ পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। কৃষ্ণমায়ার প্রভাবে তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং কৃষ্ণ বৎস লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলে বালকগণ কৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমি অতি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তুমি না থাকায় আমরা একগ্রাস অন্নও ভোজন করিতে পারি নাই, আইস এখন ভোজন করি। বালকগণের কথায় কৃষ্ণ হাস্য করিয়া তাঁহাদের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজনকালে কৃষ্ণ বয়স্যাদিগকে অজগর-চর্ম্ম প্রদর্শন করায় বালকগণ মনে করিয়াছিলেন—কৃষ্ণ অদ্যই এই ভীষণ সর্প নাশ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা সেই কথা ব্রজবাসিগণের নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই জন্যই বালকগণকর্ত্তৃক কৃষ্ণের বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা-আবিষ্কারের পরও এইরূপে কীর্ত্তিত হইত। অনন্তর শুকদেব গোস্বামীর গোপীদিগের নিজপুত্রাপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্নেহাসক্তির কারণ বর্ণনমুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—(হে) ঈড্য, (হে স্তুত্য,) অভ্রবপুষে (জলদরুচিরবিগ্রহায়) তড়িদম্বরায় (তড়িদ্বর্ণম্ অম্বরং বস্ত্রং যস্য তস্মৈ পীতবাসসে) গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায় (গুঞ্জারচিতকর্ণভূষণাভ্যাং পরিপিচ্ছলেন শিরোভূষণ-ময়ূরপুচ্ছেন চ লসৎ মুখং যস্য তস্মৈ) বন্যস্রজে (বনমালিনে) কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে (দধ্যোদনগ্রাস-যষ্টি-শৃঙ্গ-বংশীলক্ষণ-শোভিতায়) মৃদুপদে (কোমলপাদপদ্মায়) পশুপাঙ্গজায় (শ্রীনন্দরাজস্য পুত্রায় তৎকুমারত্বেন স্বতঃ এব নিত্যং) তে (তুভ্যং) নৌমি (স্তৌমি)।। ১।।

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—হে জগদ্বন্দ্য, নবীন-

ঘনশ্যাম-বিগ্রহ, তড়িতের ন্যায় পীতবস্ত্রধারী আপনি গোপরাজ নন্দের নিত্য পুত্র। আপনার শ্রীবদনমণ্ডল গুঞ্জাবিরচিত কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা, হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতিদ্বারা আপনার পরম শোভা হইয়াছে। আপনার শ্রীচরণযুগল অতিশয় কোমল, আমি আপনার স্তব করিতেছি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ভক্তিজ্ঞানমহৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাব্ধৌ পতন্ বিধিঃ।
অস্তৌৎ প্রীতিবিধৌ প্রশ্নোত্তরঞ্চোক্তং চতুর্দ্দশে ॥
মম রত্নবণিগ্‌ভাবং রত্নান্যপরিচিন্বতঃ।
হসন্তু সন্তো জিহ্রেমি ন স্বস্বান্তবিনোদকৃৎ ॥
শ্রীমদ্‌গুরুপদাম্ভোজধ্যানমাত্রৈকসাহসম্।
বিধিস্তবাম্বুধেঃ পারং যিযাসতি মনো মম ॥০॥

নিখিলসচ্চিদানন্দ-স্বরূপমূলভূতং শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনং সাক্ষাদনুভূয় তত্রৈবোদ্ভূতভক্তিনিষ্ঠস্তমেব বিধির্বর্ণয়তি—নৌমীতি। হে ঈড্য, অধুনৈব দৃষ্টব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তসর্ব্ববস্তুতঃ বাসুদেব-সহস্রাংশিত্বেন পরমস্তব্য, তে তুভ্যং নৌমি স্তুত্যা ত্বামভিপ্রৈমি। পত্যে শেতে ইতিবদেতাং স্তুতিং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ। যদ্বা, ত্বামেব প্রাপ্তুং প্রসাদয়িতুং বা ত্বাং নৌমি। অভ্রতুল্যবপুষে তড়িদম্বরায়েতি ভূতলসন্তাপহারিত্বং ভক্তচাতকজীবনত্বঞ্চ। গুঞ্জা চূড়াবর্ত্তিনী অবতংসঃ পৌষ্পং চূড়াবর্ত্তী শ্রোত্রবর্ত্তী চ। পরিপিচ্ছং উৎকৃষ্টবর্হং চূড়াগ্রবর্ত্তিতৈর্লসন্মুখং যস্যেত্যসাধারণ-লক্ষণবত্ত্বম্। বৈকুণ্ঠীয়ানর্ঘ্যরত্নালঙ্কারেভ্যোঽপি বৃন্দাবনীয়-গুঞ্জাদীনামুৎকর্ষশ্চ। বন্যা বৃন্দাবনীয়া এব পত্রপুষ্পময্যঃ স্রজো যস্যেতি নিশ্রেয়সবনস্থ-পারিজাতাদীনাং নিকর্ষঃ। কবলাদিভির্লক্ষ্মভিরেব শ্রীঃ শোভা যস্যেতি গোপবালোচিতাচরণস্যৈব তদীয়-সর্ব্বাচরণেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্। মৃদু অতিসুকুমারৌ পদৌ যস্যেতি তাভ্যাং বনভ্রমণদর্শিনাং কারুণ্যপ্রেমমূর্চ্ছোৎপাদকত্বং, পশুপাঙ্গজায়েতি শ্রীবসুদেবাদিভ্যোঽপি শ্রীমন্নন্দস্য সৌভাগ্যাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভক্তি, জ্ঞান, মহান্ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরূপ সিন্ধুতে পতিত হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত স্তুতি করেন, এবং তাহাতে প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হইয়াছে ॥

রত্নসমূহের পরিচয়হীন আমার রত্নের বাণিজ্য করিবার অভিলাষে সজ্জনগণ পরিহাস করুন, তাহাতে আমি লজ্জিত নহি, যেহেতু ইহা আমার আত্মতুষ্টির নিমিত্ত ॥

শ্রীমদ্‌গুরুদেবের পাদপদ্মের ধ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া আমার মন ব্রহ্মস্তব-রূপ সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ০ ॥

নিখিল সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের মূলভূত শ্রীনন্দনন্দনকে সাক্ষাৎ অনুভব করতঃ তাহাতেই উদ্ভূত-ভক্তিনিষ্ঠ ব্রহ্মা তাঁহারই বর্ণনা করিতেছেন—'নৌমি' ইত্যাদি। 'হে ঈড্য'! এক্ষণেই দৃষ্ট আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ব বস্তু হইতে বাসুদেব-সহস্রের অংশীরূপে তুমিই একমাত্র স্তুতির পাত্র, অতএব 'তে নৌমি'—তোমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি, অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা তোমাকে অভিলাষ করি। এখানে 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় চতুর্থী হইয়াছে, এই স্তুতি তোমাকে প্রদান করিতেছি, এই অর্থ। অথবা—তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য বা সুপ্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। 'অভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়'—শ্যামল মেঘবরণ তোমার দেহকান্তি, তাহাতে পীতবর্ণ বিদ্যুৎসদৃশ তোমার বসন থাকায় বোধ হইতেছে যে প্রখর রবিকিরণে অত্যন্ত সন্তাপিত ব্যক্তি যেমন নবজলধর দর্শনে ও বর্ষণে সন্তাপ দূর করিয়া থাকে, কিংবা পিপাসায় রুদ্ধকণ্ঠ চাতক যেমন নবনীরদের অবলোকনে বা বর্ষণে জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভবদাবানলে অত্যন্ত সন্তপ্ত জীবের সন্তাপ-হরণ ও ভক্ত-চাতকের জীবন তুমি প্রদান করিতেছ। 'গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়'—গুঞ্জা চূড়াবর্ত্তিনী এবং অবতংস অর্থাৎ কর্ণভূষণ পুষ্প-নির্ম্মিত চূড়াবর্ত্তী ও শ্রোত্রবর্ত্তী, 'পরিপিচ্ছ' বলিতে উৎকৃষ্ট ময়ূরপুচ্ছ চূড়ার অগ্রভাগে থাকায় উদ্ভাসিত হইয়াছে বদনমণ্ডল যাঁহার ইহাই অসাধারণ চিহ্ন। ইহাতে বৈকুণ্ঠীয় অমূল্য রত্ন ও অলঙ্কার হইতেও বৃন্দাবনীয় গুঞ্জাদির উৎকর্ষ বলা হইল। অর্থাৎ গুঞ্জার কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে তোমার বদনমণ্ডল অতিশয় শোভমান হইয়াছে। 'বন্যস্রজে'—তোমার গলদেশে বৃন্দাবনোদ্ভূত নানাবর্ণের পত্র-পুষ্পাদিময়ী মালা রহিয়াছে, ইহাতে

স্বর্গীয় নন্দনকাননের পারিজাতাদি পুষ্পের অপকর্ষ দ্যোতিত হইল। হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাসাদি চিহ্নেই যাঁহার শোভা, ইহাতে তোমার গোপবালকোচিত আচরণেরই অন্যান্য আচরণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব। 'মৃদুপদে'-অতি সুকোমল চরণযুগল যাঁহার, সেই চরণযুগলের দ্বারা বনভ্রমণ দর্শনকারিগণের কারুণ্য, প্রেমে মূর্চ্ছোৎপাদকত্ব বলা হইল। 'পশুপাঙ্গজায়'—গোপরাজ নন্দের পুত্র, ইহা বলায় শ্রীবসুদেবাদি হইতেও শ্রীনন্দ মহারাজের সৌভাগ্যাধিক্য ব্যক্ত হইয়াছে ॥১॥

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু নৌমীতি প্রতিজ্ঞায় কিং স্বরূপানুবাদমাত্রং ক্রিয়তে ইত্যত আহ) (হে) দেব, মদনুগ্রহস্য (মম ব্রহ্মণঃ অনুগ্রহো যস্মাৎ তস্য) স্বেচ্ছাময়স্য (স্বীয়ানাং ভক্তানাং যথা যথা ইচ্ছা তথা তথা ভবতঃ) ন তু ভূতময়স্য (অচিন্ত্যস্য শুদ্ধসত্ত্বময়স্য) অস্য অপি (দৃশ্যমানস্য) তব বপুষঃ (অবতারস্য) মহি (মহিমানং) তু অবসিতুং (নির্দ্ধারয়িতুং) কঃ অপি (কঃ ব্রহ্মা অহং অপি) ন ঈশে (ন সমর্থঃ ভবামি, তদা) আত্মসুখানুভূতেঃ সাক্ষাৎ (তব) এব স্ব সুখানুভবমাত্রস্য কেবলস্য গুণাতীতস্য তব মহিমানং) অন্তরেণ (নিরুদ্ধেনাপি) মনসা কিম্ উত (কো নাম জ্ঞাতুং সমর্থঃ ভবেৎ কোঽপি ন ইত্যর্থঃ) অথবা হে দেব, ভূতময়স্য (বিরাড়্রূপস্য) বপুষঃ (বিগ্রহস্য) মহি (মহিমানং) তু অবসিতুং (নির্দ্ধারয়িতুং) আন্তরেণ মনসা কঃ অপি ন ঈশে (ন সমর্থঃ ভবতি তদা) মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য অস্য আত্মসুখানুভূতেঃ (সচ্চিদানন্দরূপস্য) সাক্ষাৎ তব (একলকিমুত কিং বক্তব্যম্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আমার প্রতি কৃপাময় ভক্তের ইচ্ছানুসারে প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই ভবদীয় নারায়ণাখ্য বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি কিংবা অন্যে সমর্থ নহে ; সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্মসুখানুভবস্বরূপ অবতারী আপনার মহিমা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। অথবা আপনার বিরাট্ বিগ্রহের মহিমা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও কেহই জানিতে সমর্থ হয় না সুতরাং আমার প্রতি কৃপাময় স্বেচ্ছা-প্রকটিত তনু আত্মসুখানুভবস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ এই আপনার মহিমা যে জানিতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহ কি ? ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভো ব্রহ্মন্ ত্বং জগদৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ অহন্তু বন্যগোপালপুত্রস্ত্বং পুরাতনঃ অহন্তু বালস্ত্বং বেদার্থ-তাৎপর্য্যবিজ্ঞত্বাৎ পরমবিদ্বান্ সদাচারপরায়ণঃ অহন্তু বৎসচারকত্বাৎ জ্ঞানশূন্যঃ স্মার্ত্তাচারগন্ধমপ্যজানংস্তিষ্ঠন্ ভ্রাম্যন্নপ্যোদনকবলং ভুঞ্জানস্ত্বং মায়ী পরমসুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব অহন্তু ত্বন্মায়ামোহিতো মনোদুঃখেন বনং পর্য্যটংস্তব স্তবং কর্ত্তুং নার্হামীতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্যমজ্ঞানান্মহাপরাধমহমকরবমিতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ,—অস্যেতি। হে দেব, অস্যাপি বালচেষ্টাময়স্য প্রকটিতমৌগ্ধ্যস্য তব বপুষো মহি মহমানমবসয়িতুং জ্ঞাতুং নেশে ন শক্নোমি কিমুত কৈশোরলীলস্য প্রকটয়িষ্যমাণমহাচাতুর্য্যস্য বপুষোঽপি মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত তব আত্মনো মনসো যা সুখানুভূতিস্তস্যা নিরতিশয়স্বানন্দময়োঽপি বৎসচারণাদিনা যাদৃশং সুখমনুভবসি তস্যেত্যর্থঃ। তথা ত্বৎসহচরাণামপি মনঃসুখানুভূতের্মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত সাক্ষাত্তবৈব অন্তরেণ প্রত্যাহৃত্যান্তর্বশীকৃতেনাপি মনসা কিমুতাস্থিরেণ। তথা কো ব্রহ্মাপ্যহং নেশে কিমুতান্যে ইতি কৈমুত্যপঞ্চকমজ্ঞানাতিশয়প্রতিপাদকং, মমাপি জ্ঞানসম্ভাবনায়াং ন শাস্ত্রাভ্যাসতপোযোগাদিকং হেতুঃ, কিন্তু কৃপাকটাক্ষকণ এবেতি ব্রুবন্ বপুর্বিশিনষ্টি। ময্যপরাধিন্যপ্যনুগ্রহো মহৈশ্বর্য্যদর্শনোত্থমোহোত্তরকালদর্শনদানাদনুমিতো যস্য তস্য। অনুগ্রহে হেতুঃ ; স্বেচ্ছাময়স্য স্বীয়ানাং প্রেমভক্তিমতাং যথা যথা যা যা ইচ্ছা-দিদৃক্ষা-সিসেবিষাদিস্তন্ময়স্য ভক্তবৎসলত্বাৎ তত্তৎসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। অতো ময্যপি ভক্তাভাসবত্ত্বাদপরাধিত্বেঽপ্যনুগ্রহলেশ প্রাপ্ত্যধিকার ইতি ভাবঃ। নন্বিচ্ছানুগ্রহৌ নরবপুর্দ্ধর্ম্মাবিত্যত আহ—ন তু ভূতময়স্য ভূতময়ং হি বপুর্জড়ং ন তু চিন্ময়ম্। অতএব ব্রহ্মসংহিতায়ামুক্তম্ "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তী"তি

এতচ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়বত্ত্বং তদেতস্য গোবিন্দস্যাঙ্গানাং যথাকালং অন্যান্ অবতারান্ প্রত্যেব তদঙ্গানাং যথাকালমন্যান্ প্রত্যেব ন তু সাক্ষাত্তং প্রতি। স তু স্বচক্ষুর্ভ্যামেব পশ্যতি, স্বশ্রোত্রাভ্যামেব শৃণোতি, স্বমনসৈব বিচারয়তি। ন তু স্বপাণিভ্যামপি পশ্যতি ইত্যাদি বিবেচনীয়ম্। অথবা অস্যাপি দেববপুষো দেবাকারস্য অধুনৈব ত্বয়া দর্শিতস্য বাসুদেবমূর্ত্তের্মদনুগ্রহস্য চতুঃশ্লোকী-ভাগবতোপদেষ্টৃত্বেন মহ্যনুগ্রহবতঃ স্বীয়স্যাংশিনস্তবেচ্ছাসংপাদকস্য ত্বদিচ্ছাসংপাদকত্বেঽপি ন বয়মিব ভৌতিকা ইত্যাহ—ন তু ভূতময়স্য মহি মহিমানং কো ব্রহ্মাপি স্বব্যঞ্জকান্ বেদান্ বেদফলং শ্রীভাগবতঞ্চাধ্যাপিতোঽপ্যহং জ্ঞাতুং নেশে, কিমুত সাক্ষাত্তবৈব নরবপুষঃ সর্ব্বাংশিনঃ স্বয়ং ভগবতঃ। কথম্ভূতস্য আত্মনঃ? স্বস্য সুখেষু দধিচৌর্য্যগোপিকাস্তন্যপানবৎসচারণবাল্যচাপল্যাদ্যুত্থেষু স্বাবতারান্তরাসাধারণেষু অনুভূতির্যস্য তস্য ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি জগতের ঐশ্বর্য্যাধিপতি, আর আমি বন্য গোপালকের পুত্র (গোয়ালার ছেলে), তুমি পুরাতন, আমি কিন্তু বালক, তুমি বেদার্থ-তাৎপর্য্য-বিজ্ঞ বলিয়া পরম বিদ্বান্ ও সদাচার-পরায়ণ, আর আমি বৎসচারক (গরু চরাই) বলিয়া জ্ঞানশূন্য, স্মার্ত্তাচারের গন্ধমাত্রও না জানিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতেও দধি-মিশ্রিত অন্ন ভোজনকারী, তুমি মায়ী পরমসুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই, আর আমি তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া মনোদুঃখে বনে বনে পর্য্যটন করিতেছি, তোমার স্তব করিবার যোগ্যতাও আমার নাই—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বক্রোক্তি আশঙ্কাপূর্ব্বক ব্রহ্মা, 'সত্যই, অজ্ঞানবশতঃ আমি মহা অপরাধ করিয়াছি' ইহা প্রকাশ করতঃ বলিতেছেন—'অস্যাপি' ইত্যাদি। হে দেব! এই বাল্য চেষ্টাময় মুগ্ধভাবাপন্ন তোমার শ্রীবিগ্রহের মহিমাই যখন জানিতে সমর্থ হইলাম না, তখন ভাবী প্রকটনশীল কৈশোরলীলায় মহাচাতুর্য্যময় বিগ্রহের মহিমা যে জানিতেসমর্থ নহি, তাহাতে আর কি বক্তব্য? 'কিমুত আত্মসুখানুভূতেঃ'—তোমার আত্মা বলিতে মনের যে সুখানুভূতি, অর্থাৎ তুমি নিরতিশয় সদানন্দময় হইয়াও বৎসচারণাদি দ্বারা মনে যে সুখ অনুভব করিয়া থাক, তাহার এবং ভবদীয় সহচরগণের মানসিক সুখানুভূতির মহিমা জানিতে যে অসমর্থ, তদ্বিষয়ে আর কি বলিব? 'অন্তরেণ'—বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্ব্বক বশীকৃত অন্তর্মুখী মনের দ্বারাই যখন জানিতে পারিলাম না, তাহাতে অস্থির চিত্তে কি প্রকারে জানা যাইবে? 'কোঽপি'—'ক' অর্থ ব্রহ্মা আমিও যখন জানিতে সমর্থ হইলাম না, তাহাতে অপর জন কি প্রকারে জানিবে? —এখানে এরূপ কৈমুত্য-পঞ্চক অজ্ঞানের অতিশয়-প্রতিপাদক বুঝিতে হইবে। আমারও জ্ঞান-সম্ভাবনাবিষয়ে শাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা ও যোগাদি কারণ নহে, কিন্তু তোমার কৃপাকটাক্ষের লেশ মাত্রই তাহার হেতু, ইহা বলিবার নিমিত্ত বপুর বিশ্লেষণ করিতেছেন—'মদনুগ্রহস্য বপুষঃ', অপরাধী আমার প্রতিও যে অনুগ্রহ, তাহা মহৈশ্বর্য্য দর্শনোত্থিত মোহের পরবর্ত্তী কালে তোমার দর্শনলাভে অনুমিত হয়। অনুগ্রহের হেতু—'স্বেচ্ছাময়স্য', স্বীয় প্রেমী ভক্তজনের যেমন যেমন যে যে ইচ্ছা, দর্শনাভিলাষ, সেবাভিলাষ ইত্যাদি, তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া তাহা তাহা সম্পাদন করিয়া থাক। অতএব আমাতেও ভক্তাভাস থাকায় অপরাধী হইলেও তোমার অনুগ্রহলেশ প্রাপ্তির অধিকার রহিয়াছে —এই ভাবার্থ। যদি বলেন—দেখুন, ইচ্ছা ও অনুগ্রহ নরবপুর ধর্ম্ম, তদুত্তরে বলিতেছেন—'ন তু ভূতময়স্য', ভূতময় বপু জড়, উহা চিন্ময় নহে (কিন্তু তোমার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়)। অতএব ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি" (৩২ শ্লোক), অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রত্যেক অঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাপার বিদ্যমান, অর্থাৎ তাঁহার হস্তও দর্শন করিতে, নেত্রও পালন করিতে সমর্থ। লীলাপরিকরে সেই সেই অঙ্গসমূহ যথাযথরূপেই ব্যবহৃত হয়, তাহারা স্বচক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, স্বশ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করেন, স্বমনের দ্বারা বিচার করেন, কিন্তু স্বহস্তের দ্বারা দর্শন করেন না, ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে। অথবা—'অস্যাপি দেববপুষঃ', এই দেবাকার অর্থাৎ অধুনাই তোমা-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বাসুদেব মূর্ত্তি চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেষ্টারূপে মৎপ্রতি অনুগ্রহকারী ও অংশস্বরূপ তোমার ইচ্ছায় সম্পাদিত হইলেও, উহা আমাদের

ন্যায় ভৌতিক নহে ইহা বলিতেছেন—'ন তু ভূতময়স্য', অর্থাৎ এই চিন্ময় বিগ্রহের মহিমা যাহা হইতে বেদ সকল প্রকাশিত ও শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যাপিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মা আমি বিশুদ্ধ মনের দ্বারাও জানিতে পারিলাম না, 'কিমুত সাক্ষাৎ তবৈব'—তখন দধিচৌর্য্য, গোপিকাস্তনপান, বৎসচারণ ও বাল-চাপল্যাদি স্বীয় অবতারান্তর অসাধারণ সুখানুভূতি-সম্পন্ন নরবপুঃ সর্ব্বাংশী স্বয়ং ভগবান্ তোমার মহিমা যে জানিতে পারি নাই, ইহাতে অধিক বক্তব্য কি হইতে পারে ? ২ ॥

———

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(অতএব ভক্তাস্তদন্বেষণশ্রমং পরিত্যজ্য) ভক্তিবিশেষরূপতয়া ত্বদীয়রূপ-গুণলীলাবার্ত্তাশ্রবণমেব সাধু মন্যন্তে ইত্যাহ) যে (ভক্তাঃ জনাঃ) জ্ঞানে (জ্ঞানমার্গে) প্রয়াসং (প্রযত্নং) উদপাস্য (বিহায়) স্থানে স্থিতাঃ (স্বস্থানে এব স্থিতাঃ সন্তঃ) সন্মুখরিতাং (সাধুজনকীর্ত্তিতাং) শ্রুতিগতাং (কর্ণপ্রবিষ্টাং) ভবদীয় বার্ত্তাং (ভবতঃ রূপগুণ-লীলাবৃত্তান্তং) তনুবাঙ্মনোভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) নমন্তঃ এব (সৎকুর্ব্বন্ত এব) জীবন্তি (আশ্রয়ত্বেন গৃহ্ণন্তি) তৈঃ (জনৈঃ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিজগতি) প্রায়শঃ অজিত জিতঃ অপি অসি (অন্যৈঃ অজিতঃ অপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তঃ অসি ইতি কিং জ্ঞানশ্রমেণ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞানদ্বারা ভগবৎস্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধুসন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎ সান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা পরবাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন তাহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন ॥৩॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতী"তি শ্রুতেরজ্ঞানাল্লোকাঃ কথং সংসারং তরেয়ুস্তত্রাহ—জ্ঞান ইতি। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সন্মুখরিতাং সন্তো মৌনশালিনোঽপি স্বমাধুর্য্যেণ মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাম্। ভবদীয়ানাং বা বার্ত্তাং স্থানে সতাং নিবাস এব স্থিতাঃ নতু তীর্থান্যপ্যটন্তঃ সন্তঃ শ্রুতিগতাং তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তনুবাঙ্মনোভিরারম্ভপরিসমাপ্ত্যোর্নমন্তঃ। তত্র তন্বা পাণিভ্যাং সহ শীর্ষ্ণা ভূমিস্পর্শেন। বাচা কৃষ্ণকথায়ৈ "তদাস্বাদকেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যশ্চ নমস্ত" ইতি বচনেন, মনসা শ্রুতায়াঃ কথায়াঃ অবধারিকয়া বুদ্ধ্যা প্রণমন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তদপি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতোঽপি বশীকৃতোঽপি ভবসি। জ্ঞানাল্লব্ধমুক্তিভিস্তু ন বশীকৃতো ভবস্যতঃ সংসারতরণং কথাশ্রোতৃণাং কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। অতস্ত্বৎ-কথৈকদেশজ্ঞানমেব তজ্জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তীতি শ্রুত্যর্থো জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি", অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরকে জানিলেই জীব মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে—এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে জ্ঞান ব্যতীত লোকে কি প্রকারে সংসার (জন্মমৃত্যু-প্রবাহ) হইতে উত্তীর্ণ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'জ্ঞানে প্রয়াসম্ উদপাস্য', জ্ঞানের নিমিত্ত কিছুমাত্র প্রয়াস না করিয়া (কিংবা ভবদীয় স্বরূপৈশ্বর্য্য-বিচারে বা জ্ঞান ও যোগোপাসনায় পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়া), 'সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং'—সাধু ভক্তগণ মৌনশালী হইলেও স্বমাধুর্য্যবশতঃ যাহা তাঁহাদিগকে মুখরীকৃত করিয়াছেন, সেই ভবদীয় চরিত্রবার্ত্তা, অথবা তোমার নিত্য পরিকর প্রভৃতির কথাকে, 'স্থানে স্থিতাঃ'—সাধুগণের নিবাসস্থলেই অবস্থিত হইয়া, কিন্তু তীর্থাদি পর্য্যটন না করিয়া, 'শ্রুতিগতাং'—তৎসন্নিধিমাত্রে আপনা হইতে শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট (কথাকে) কায়মনোবাক্যে আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহারা সৎকার করেন। তন্মধ্যে কায় বলিতে হস্তদ্বয়ের সহিত মস্তকের দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক (পঞ্চাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গ) প্রণাম, শ্রীকৃষ্ণ-কথার উদ্দেশ্যে 'তদাস্বাদক বৈষ্ণব-

গণকে প্রণাম'—এইরূপ বাক্যের দ্বারা, এবং শ্রুত কথার নিশ্চয়তা বুদ্ধিতে মনের দ্বারা সৎকারপূর্ব্বক যাঁহারা জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা যদিও অন্য কর্ম্ম না করেন, তথাপি—হে অজিত ! তুমি ত্রিলোক-মধ্যে অন্যান্য সকলের দ্বারা অজিত হইলেও, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রায়ই জিত বা বশীভূত হইয়া থাক। পরন্তু জ্ঞানের দ্বারা যাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক তুমি বশীভূত হও না, ইহাতে তোমার কথা শ্রবণকারিগণের সংসারতরণ আশ্চর্য্য কি ? অতএব তোমার কথার একদেশ-জ্ঞানই সেই জ্ঞান, যাহার দ্বারা লোকে সংসারও উত্তীর্ণ হয়, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অর্থও জ্ঞাপিত হইল—এই ভাবার্থ ॥ ৩ ॥

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, হে (জ্ঞানমার্গাবলম্বিনঃ) শ্রেয়ঃ সৃতিং (আত্মমঙ্গলপদ্ধতিং) তে ভক্তিম্ উদস্য (ত্যক্ত্বা) কেবলবোধলব্ধয়ে (কেবলস্য ভক্তিশূন্যতয়া স্ববিজ্ঞতামাত্রতাৎপর্য্যস্য বোধস্য লব্ধয়ে প্রাপ্তয়ে) ক্লিশ্যন্তি (ক্লেশং স্বীকুর্ব্বন্তি) তেষাং (জনানাং) স্থূলতুষাবঘাতিনাং যথা (অল্প প্রমাণং ধান্যং ত্যক্ত্বা অন্তঃকণহীনান স্থূলধান্যাভাসান্ তুষান্ যে অবঘ্নন্তি তেষাং যথা শ্রমঃ এষ অবশিষ্যতে তথা) ক্লেশল এব শিষ্যতে (ক্লেশ এব কেবলং ভবতি) অন্যৎ স (কিঞ্চিদপি ফলং ন জায়তে) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গললাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন তাহাদের অন্তঃসার শূন্য স্থূল তুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রবণকীর্ত্তনাদিনামেকতরয়াপি ভক্ত্যা কৃতার্থীভবন্তি। যদুক্তং নৃসিংহপুরাণে—"পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ" ইতি। তদপি যে তাং পরিহায় জ্ঞানে প্রয়াসবন্তস্তেষাং দুঃখমেব ফলতীত্যাহ—শ্রেয়ঃসামভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তব ভক্তিং উদস্যেতি শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা। শ্রেয়াংসি জ্ঞানকর্ম্মাদি নানাসাধন-সাধ্যানি ফলানি যয়ৈব স্যুস্তাং ভক্তিং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। তেষাং অসৌ বোধঃ ক্লেশলঃ ক্লেশং লাতি দদাতীতি সঃ শিষ্যতে পর্য্যবসিতো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ অল্পপ্রমাণং তণ্ডুলং পরিত্যজ্য যতস্ততঃ পরিশ্রম্যানীয় পর্ব্বতপ্রমাণং স্থূলতুষপুঞ্জং সঞ্চিত্য তস্যান্তঃকণহীনধান্যাভাসস্যাবঘাতং কুর্ব্বতাং জনানাং যথা স স্থূলতুষঃ ক্লেশলঃ কেবলং হস্তাদিবেদনামাত্রফলপ্রদঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের মধ্যে একাঙ্গ ভক্তি সাধনের দ্বারাই জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। যেমন নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"পত্রেষু পুষ্পেষু" ইত্যাদি, অর্থাৎ অক্রীতলভ্য (যাহা ক্রয় করিতে হয় না), পত্র, পুষ্প, ফল, জল সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে এবং পুরাণ পুরুষ একমাত্র ভক্তির দ্বারা সুলভ্য হইলে, কিজন্য লোকে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করে ? তথাপি যাহারা সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের দুঃখই লাভ হয়, ইহা বলিতেছেন—'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিম্ উদস্য', নিখিল মঙ্গলের মার্গভূত শ্রবণাদি ভক্তিকে অনাদর করিয়া। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'ঝরণার প্রবল প্রবাহে সরোবরগুলি যেমন পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ নিখিল মঙ্গল ও অপবর্গ লাভের যাহা পথস্বরূপ, সেই তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া', অর্থাৎ শ্রেয়ঃ বলিতে জ্ঞান-কর্ম্মাদি নানা সাধন ও সাধ্যের ফলসমূহ, তাহা যাহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ভক্তিকে অনাদর করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ করেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'স্থূলতুষাবঘাতিনাম্', অর্থাৎ অল্প প্রমাণ তণ্ডুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথা তথা অতি কষ্টে আনীত হইতে পর্ব্বত প্রমাণ স্থূল তুষরাশি সংগ্রহ করিয়া অন্তঃকণহীন ধান্যাভাসের অবঘাতনে যেমন সেই স্থূল তুষ কেবল হস্তাদি বেদনামাত্র ফল

প্রদান করিয়া থাকে, পরন্তু অন্য কোন ফলপ্রদ হয় না, (তদ্রূপ একাঙ্গ হইলেও ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল জ্ঞান-প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নকারী ব্যক্তিসকলের কিঞ্চিৎমাত্র ফল লাভ হয় না, কিন্তু ক্লেশ মাত্রই অবশিষ্ট হইয়া থাকে।) ॥ ৪ ॥

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ভক্ত্যা এব জ্ঞানং ন অন্যথা ইত্যত্র সদাচারং প্রমাণং দর্শয়তি) (হে) ভূমন্, অচ্যুত, ইহ (লোকে) পুরা (পূর্ব্বকালে) বহবঃ অপি যোগিনঃ (যে যোগমার্গেণ জ্ঞানং ন প্রাপ্তাঃ) ত্বদর্পিতেহাঃ (ত্বয়ি অর্পিতা লৌকিকী অপি ঈহা চেষ্টা যৈঃ তে) নিজকর্ম্মলব্ধয়া (ত্বয়ি সর্ব্বচেষ্টা সমর্পণরূপ নিজ কার্য্যেন অধিগতয়া) কথোপনীতয়া (ত্বৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদি রূপয়া) ভক্ত্যা এব বিবুধ্য (আত্মানং জ্ঞাত্বা) অঞ্জঃ (সুখেন) তব পরাং (উত্তমাং) গতিং প্রপেদিরে (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ, হে অচ্যুত, পুরাকালে ইহলোকে বহুযোগীপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহারা যোগমার্গে ফল লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন। তৎফলে তাহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপা ভক্তি দেবীর প্রভাবে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনার সামীপ্য রূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবং শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভগবৎপ্রাপ্তৌ ভক্তিমেব স্থিরীকৃত্য তত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি। হে ভূমন্, প্রভো ইহ জগতি যোগিনো ভক্তিযোগবন্তঃ এবং ত্বয্যেবার্পিতা ঈহা চেষ্টা যৈস্ত্বদ্ভক্ত্যর্থমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। ভক্তিযোগশ্রদ্ধাবতাং বর্ণাশ্রমকর্ম্মানধিকারান্নিজকর্ম্মশ্রবণকীর্ত্তনাদেব তেন লব্ধয়া বিশেষতস্ত কথয়া শ্রুতকীর্ত্তিতস্মৃতয়া উপ আধিক্যেন নীতয়া প্রাপিতয়া ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়ৈব বিবুধ্য বিজ্ঞায় ত্বদ্রূপগুণলীলাদিকমনুভূয়েত্যর্থঃ। পরাং প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং প্রাপ্তাঃ। যদ্বা, যথা কেবলবোধো বিফলস্তথা কেবলযোগশ্চেত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি। বহুকালং যোগিনো ভূত্বাপি যোগং নিষ্ফলং জ্ঞাত্বা ত্বয়ি অর্পিতা ঈহা চেষ্টা চ নিজকর্ম্ম চ তাভ্যাং লব্ধয়া ভক্ত্যা জ্ঞানমিশ্রয়ৈব বিবুধ্য ত্বাং জ্ঞাত্বা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে দুইটি শ্লোকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে ভক্তিকেই নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তাহাতে সদাচার প্রমাণ দিতেছেন—'পুরা' ইত্যাদি। 'ভূমন্'—হে প্রভো! এই জগতে পুরাকালে বহু বহু 'যোগিনঃ'—ভক্তিযোগসাধকগণ, 'ত্বদর্পিতেহাঃ'—এই প্রকারে তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে সকল চেষ্টা যাঁহাদের দ্বারা, অর্থাৎ তোমার ভক্তি-প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপার অর্পণ করিয়াছেন, এই অর্থ। 'নিজকর্ম্মলব্ধয়া'—ভক্তিযোগে শ্রদ্ধাশীল জনগণের বর্ণাশ্রম কর্ম্মে অনধিকারহেতু নিজ কর্ম্ম বলিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতেই লব্ধ ভক্তির দ্বারা, বিশেষতঃ অবিরত ভবদীয় কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি জন্য প্রত্যক্ষরূপে লব্ধ প্রেমলক্ষণা ভক্তির দ্বারাই, 'বিবুধ্য'—তোমার রূপ, গুণ ও লীলাদি অনুভব করতঃ' 'পরাং গতিং' —তোমার অন্তরঙ্গ (প্রেমবৎ) পার্ষদত্ব-লক্ষণ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা—যেমন কেবল জ্ঞান বিফল, তদ্রূপ কেবল যোগও (বিফল), এই বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন—'পুরা' ইত্যাদি। এই সংসারে অনেকানেক মনুষ্য বহুকাল যোগসাধনে যোগী হইয়াও যোগদ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া, সেই কেবলযোগ নিষ্ফল বিবেচনায় তোমাতে লৌকিকী ও বৈদিকী কর্ম্মসমূহ অর্পণ করতঃ, ভবদীয় কথা শ্রবণ বা আদরজনিত লব্ধ জ্ঞানমিশ্র ভক্তি দ্বারাই তোমাকে বিদিত হইয়া পরমসুখে সংসার নিবৃত্তিপূর্ব্বক তোমার সাম্যরূপা গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্, (অপরিচ্ছিন্ন) তথাপি অমলান্তরাত্মভিঃ (প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ৈঃ সত্ত্বপরৈঃ) অবিক্রিয়াৎ (বিক্রিয়া বিশেষাকারঃ তদ্‌রাহিত্যাৎ) অরূপতঃ (অবিষয়াৎ) অনন্যবোধ্যাত্মতয়া (স্বপ্রকাশত্বেন ইদং তদিতি বিষয়ত্বেন) স্বানুভবাৎ (আত্মাকারান্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ) অগুণস্য (গুণাতীতস্য) তে (তব) মহিমা বিবোদ্ধুং (জ্ঞাতুং) অর্হতি (শক্যতে) অন্যথা ন চ (অন্যথা ন শক্যতে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—(পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ গুণানুবাদ-শ্রবণদ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না কথিত হওয়ায় ভগবানের নির্গুণ ও সগুণ—উপায় স্বরূপেরই দুর্জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি কোনপ্রকারে কথঞ্চিৎ হইতে পারে, কিন্তু অচিন্ত্যগুণ-সম্পন্ন সগুণ-স্বরূপে অনুভূতি হয় না—ইহাই বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা) আপনার গুণাতীত স্বরূপের মহিমা বিষয়-নিবৃত্ত নির্ম্মল-অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে, কেন না ভগবদ্-মহিমা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, স্বতঃপ্রকাশ ভাবেই অর্থাৎ তদ্‌বস্তুরূপেই বিষয়াকারশূন্য নির্ব্বিকার সুতরাং ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্ফূর্ত্তির বিষয় হইয়া থাকে কিন্তু অন্যপ্রকার অথাৎ সগুণ স্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না ॥৬

বিশ্বনাথ—এবং যদ্যপি কেবলয়া প্রেমভক্ত্যৈব তব সাক্ষাদেতৎস্বরূপানুভবো ভবতি তথাপি কেবলজ্ঞানস্য বিগীতত্বাদ্ভক্তিমিশ্রজ্ঞানমপি তব নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপানুভবে কারণং ভবতি কিন্তু "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে"-দিতি তদুক্তের্জ্ঞানং সংন্যাসানন্তরমেবেত্যাহ —তথাপীতি। যদ্যপি কেবলা ভক্তির্নস্যাত্তদপীত্যর্থঃ। হে ভূমন্, ভূঃ প্রাদুর্ভাবস্তদ্‌যুক্তমধুরৈতদ্রূপপ্রাদুর্ভাববন্, অগুণস্য প্রাকৃত-গুণরহিতস্য তব মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্বরূপ একো ধর্ম্মঃ "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি"তি ত্বদুক্তেঃ "সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথে"তি ধ্রুবোক্তেশ্চ মহিমশব্দেন প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্ম বিবোদ্ধুং স্বয়মেব বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতি। পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেবেতিবৎ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বং যথা কুঠারঃ স্বয়মেব বৃক্ষং ছিনত্তীত্যত্র করণস্য কর্ত্তৃত্বং বিবক্ষিতম্। কস্মান্নিমিত্তাৎ ? অমলৈঃ শুদ্ধৈরন্তরাত্মভিঃ স্বানুভবাৎ স্বকর্ম্মকাদনুভবাৎ। নন্বনুভবঃ খল্বন্তঃকরণবৃত্তিঃ সা চ সূক্ষ্মদেহ বিকারময়ী নির্ব্বিকারং ব্রহ্ম কথং বিষয়ী কুর্য্যাদিত্যতো বিশিনষ্টি—অবিক্রিয়াৎ ন বিদ্যতে বিক্রিয়া বিকারো যত্র তথাভূতাৎ, বিকারো হি মায়াধর্ম্মঃ স চ মায়োপরমে কুতঃ স্যাদিতি লিঙ্গদেহাভাব এব ব্যঞ্জিতঃ। ননু তদপি ব্রহ্মণোঽবিষয়ত্বেনানুভববিষয়ত্বানৌচিত্যাদিত্যতঃ পুনর্বিশিনষ্টি, অরূপতঃ রূপং বিষয়স্তদিতরাৎ বিষয়াকারত্বরহিতাৎ ব্রহ্মাকারাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো ব্রহ্মাকারানুভববিষয়ত্বং ন দোষ ইতি। নন্বস্তি কিং তদ্বোধে প্রকারান্তরম্ ? তত্রাহ—অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্য তত্তয়া নৈবান্যথা স বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতীত্যন্বয়ঃ। যথা বিষয়াকারানুভব এব শব্দস্পর্শাদীন্ বিষয়ীকরোতি ন ব্রহ্ম। তথৈব ব্রহ্মাকারানুভব এব ব্রহ্ম বিষয়ীকরোতি ন শব্দাদীনিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার যদিও কেবলা প্রেমভক্তির দ্বারাই তোমার সাক্ষাৎ এই স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে, তথাপি কেবল জ্ঞান বিগীত (সদ্ভক্তের নিকট নিন্দিত) বলিয়া ভক্তিমিশ্র জ্ঞানও তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভবে কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ'—অর্থাৎ জ্ঞানও আমাতে সমর্পণ করিবে, এই ভগবদুক্তি অনুসারে জ্ঞান ভগবানে সমর্পণের পরই তাহা হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'তথাপি', অর্থাৎ যদি কেবলা ভক্তি না হয়, তাহা হইলেও, এই অর্থ। 'হে ভূমন্'! 'ভূ' অর্থ প্রাদুর্ভাব, তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ মধুর এই রূপ প্রকটনশালিন্! 'অগুণস্য'—প্রাকৃত-গুণরহিত তোমার মহিমা, মহত্ত্ব অর্থাৎ বৃহত্ত্বরূপ মুখ্য ধর্ম্ম, যেমন উক্ত হইয়াছে—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ" ইত্যাদি (৮।২৪।৩৮), অর্থাৎ মৎস্যদেব বলিলেন, তৎকালে মৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং তোমার প্রশ্নদ্বারা হৃদয়ে পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদীয় মহিমা অবগত হইবে। এবং "সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ" (৪।৯।১০), অর্থাৎ আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের কথা শ্রবণে দেহধারী ব্যক্তিদিগের যে নির্বৃতি হয়, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখ লাভ হয় না—ধ্রুবের এই উক্তি অনুসারে 'মহিমা'-শব্দে প্রসিদ্ধ যে

পরব্রহ্ম, তাহা 'বিবোদ্ধুম্ অর্হতি'—অর্থাৎ স্বয়ংই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে। এখানে 'পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেব'—অন্ন নিজেই পক্ব হইতেছে, এই প্রয়োগের ন্যায় কর্ম্মের কর্তৃত্ব, এবং 'কুঠারঃ স্বয়মেব বৃক্ষং ছিনত্তি'—কুঠার নিজেই বৃক্ষকে ছেদন করিতেছে এই স্থলে যেমন করণের কর্তৃত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ পরব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করেন, ইহা বলা হইল।

যদি বলেন—কি নিমিত্ত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানগোচর হইতে পারেন? তাহাতে বলিতেছেন—'অমলান্তরাত্মভিঃ', নির্গুণ-ব্রহ্ম ও সগুণ-ভগবান্ তুমি একজনই, এবং "ব্রহ্ম-স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ"—এই উভয় স্বরূপেই তোমার দুর্জ্ঞেয়ত্ব সমান, তথাপি হে ভূমন্! কোনও ব্যক্তি অমল অন্তঃকরণে নির্গুণ-স্বরূপ তোমার মহিমা বা ব্রহ্মস্বরূপ কথঞ্চিৎ প্রকারে জ্ঞানগোচর করিতে যোগ্য হইয়া থাকেন, কিন্তু সগুণ-স্বরূপ তোমার মহিমা অচিন্ত্য অনন্ত বলিয়া কেহও বুদ্ধিগোচর করিতে পারেন না। যদি বলেন—নিরুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা নির্গুণস্বরূপ আমার (ভগবানের) মহিমা বা ব্রহ্ম জ্ঞানগোচর কিরূপে করিতে পারে? তাহার হেতু কি? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বানুভবাৎ', স্বানুভবহেতু অর্থাৎ সেই মহিমা বা ব্রহ্ম আত্মাকার অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানগোচর হয়।

যদি বলেন—আমার (ভগবানের) মহিমা আত্মাকারে আকারিত যে অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হয়, সেই অন্তঃকরণও সবিকার বস্তুকেই বিষয় করিয়া থাকে, কারণ অনুভবটি অন্তঃকরণের বৃত্তি, অতএব সেই অন্তঃকরণের আত্মাকারতা কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ অন্তঃকরণ সূক্ষ্মদেহ বিকারময় হইয়া নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে কি প্রকারে জ্ঞানগোচর করিতে সমর্থ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অবিক্রিয়াৎ' (বিশেষাকার-রহিতত্বহেতু), বিক্রিয়া বা বিকার যেখানে নাই, তথাভূত বলিয়া, বিকার হইতেছে মায়ার ধর্ম্ম, মায়া উপরত হইলে লিঙ্গদেহের অভাববশতঃ বিকার হইতে পারে না। অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিবিধ আকার-শূন্য হইলেই আত্মাকারতা হইয়া থাকে বলিয়া তোমার মহিমা আত্মাকার অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যদি বলেন—তাহা হইলেও ব্রহ্মের অবিষয়ত্বহেতু অনুভবের বিষয় হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, (অর্থাৎ নির্ব্বিষয় যে আত্মা, সে যদি অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকারের বা অনুভবের বিষয় হইল, তাহা হইলে কি করিয়া আত্মার অনাত্মত্ব-প্রসঙ্গ হইতে পারে?) তদুত্তরে বলিতেছেন—'অরূপতঃ' (রূপ-রসাদি-বিষয়-শূন্যহেতু), রূপ বলিতে বিষয়, তদ্ভিন্ন অর্থাৎ বিষয়াকারত্ব-রহিত, ব্রহ্মাকারহেতু এই অর্থ। অর্থাৎ সেই আত্মা বা ব্রহ্ম রূপাদি বিষয়াকার-রহিত বলিয়া অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বা ব্রহ্মাকারে অনুভবের বিষয় হইলেও দোষাবহ নহে, কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম নির্ব্বিষয় চিত্তের বিষয় হইয়া থাকে, পরন্তু বিষয়াকার চিদাভাসযুক্ত বিষয়ত্ব, আত্মা বা ব্রহ্মে হইতে পারে না। যদি বলেন—অন্য প্রকারে কি সেই ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অনন্যবোধ্যাত্মতয়া', অনন্যবোধ্য আত্মা বলিতে স্বরূপ যাঁহার, সেইরূপে, অন্য কোন প্রকারে নহে, অর্থাৎ স্ব-প্রকাশত্ব-হেতু অন্য কাহারও দ্বারা প্রকাশিত না হইয়া স্বয়ংই প্রকাশমান হইয়া থাকেন, পরন্তু 'তাহা এইরূপ' ঈদৃশ বিষয়ত্বরূপে প্রতীয়মান হয় না। যেমন বিষয়াকার অনুভবই শব্দ-স্পর্শাদিকে (রূপ-রসাদিকে) বিষয় করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মাকার অনুভবও ব্রহ্মকেই বিষয় করিয়া থাকে, পরন্তু রূপ-রসাদি অনুভব করিতে পারে না—এই ভাবার্থ ॥ ৬ ॥

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে দেব,) অস্য (বিশ্বস্য) হিতাবতীর্ণস্য (হিতায় পালনায় প্রকটিতস্য) গুণাত্মনঃ (গুণানামাত্মনঃ অধিষ্ঠাতুঃ) তে (তব) গুণান্ বিমাতুং (এতাবন্তঃ গুণা ইতি গণয়িতুং অপি) কে ঈশিরে (কে নাম সমর্থাঃ কোঽপি ন ইত্যর্থঃ, ননু কালেন নিপুণৈঃ কিং অশক্যমিত্যাহ) সুকল্পৈঃ (অতি নিপুণৈঃ)

যৈঃ বা কালেন (বহু জন্মনা) ভূপাংশবঃ (ভূমি কণাঃ) মিহিকাঃ (হিম কণাঃ) দ্যুভাসঃ (নক্ষত্রাদি কিরণপরমাণবঃ) বিমিতাঃ (গণিতাঃ, তৈরপি তব গুণান্ বিমাতুং ন শক্যতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে দেব, এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে ? যে সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহু জন্মে পৃথিবীস্থ ধূলিকণা, হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির কিরণস্থিত পরমাণু-সমূহ গণনা করিয়াছেন তাঁহারাও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রাকৃত-কল্যাণ-গুণময়ং তদেবং ভগবৎস্বরূপন্তু প্রেমভক্ত্যা বিনা বিজ্ঞাতুং কেঽপি মায়াসিন্ধুত্তীর্ণা অপি বিদ্যাবন্তোঽপি ন শক্নুবন্তি, যদি মে জগজ্জনা অস্মদাদয়স্ত্বাং পশ্যন্তোঽপি ন জানন্তীতি কিং বক্তব্যং তব মহামধুরান্ গুণানপি সংখ্যাতুমপি ন শক্নুবন্তি, তন্মাধুর্য্যানুভববার্ত্তা দূরে বর্ত্ততামিত্যাহ—গুণা আত্মনঃ স্বরূপভূতা যস্যেতি গুণানাং নিত্যত্বমপ্রাকৃতত্বঞ্চোক্তম্। তথাচ ব্রহ্মতর্কে "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ" ইতি। অপি ত্বর্থে গুণাত্মনস্তু তব গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুং কে ঈশিরে শক্নুবন্তি অপি তু নৈব। আমভাব আর্ষঃ। অস্য বিশ্বস্য হিতায় সংসাররোগনিবৃত্তয়ে অবতীর্ণস্য, বেতি বিতর্কে। যৈঃ সুকল্পৈরতিনিপুণৈঃ সঙ্কর্ষণাদিভির্ভূপরমাণবোঽপি বিমিতা গণিতা, ততোঽপ্যধিকাঃ খে মিহিকা হিমকণা অপি, তথা ততোঽপ্যধিকা দ্যুভাসঃ দিবি সূর্য্যাদীনাং কিরণপরমাণবস্তথাপি তে সঙ্কর্ষণাদ্যা যান্ অদ্যাপি গায়ন্তো গায়ন্তঃ সীমানং নৈবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণে ত্রিগুণময়ে জগতি আত্মা পালনার্থং মনো যস্য তথাভূতস্যাপি তব গুণান্ বিমাতুং ন ঈশিরে, কিং পুনর্গুণাতীতমহাচমৎকারিদধিচৌর্য্যাদিক্রীড়াত্মন ইতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপ্রাকৃত কল্যাণ-গুণময় ভগবৎস্বরূপ প্রেমভক্তি ব্যতিরেকে মায়াসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াও বিদ্বদ্‌গণও জানিতে সমর্থ হয় না, যদি আমাদের মত আমার জগজ্জন তোমাকে দেখিয়াও জানিতে না পারে, ইহাতে কি বক্তব্য থাকিতে পারে? আর তোমার মহামধুর গুণসমূহ গণনা করিতেই যখন সমর্থ হয় না, তাহাতে সেই মাধুর্য্যের অনুভবের কথা দূরে থাকুক, ইহা বলিতেছেন—'গুণাত্মনঃ', গুণ আত্মা অর্থাৎ স্বরূপভূত যাঁহার, ইহাতে গুণসকলের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব বলা হইল। যেমন ব্রহ্মতর্কে উক্ত হইয়াছে—"গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ", অর্থাৎ স্বরূপভূত গুণসমূহ থাকায় ভগবান্ শ্রীহরিকে গুণী বলা হয়। 'অপি'-শব্দ এখানে 'তু'-অর্থে, কিন্তু স্বরূপভূত গুণযুক্ত তোমার গুণসমূহ এই প্রকার, ইহা গণনা করিতে কে সমর্থ হয় ? অর্থাৎ কেহই সমর্থ নহে। 'ঈশিরে'—এখানে আম-প্রয়োগের অভাব আর্ষ-প্রয়োগ। 'অস্য হিতাবতীর্ণস্য' —অথবা সত্ত্বাদি ত্রিগুণের পরিণাম-স্বরূপ এই বিশ্বের বা বিশ্বস্থ জীবের সংসার-রোগ নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তোমার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণসমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গণনা করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে ? 'যৈর্বা সুকল্পৈঃ'—'বা'-শব্দ এখানে বিতর্কে, অতিনিপুণ শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভৃতি যথেষ্ট কালে পার্থিব পরমাণু সকল, তাহা হইতে অধিক আকাশের হিমকণা, তাহা হইতেও অত্যধিক গগণে সূর্য্যাদির কিরণ-পরমাণু সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গণনা করিতে সমর্থ হয়েন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও অদ্যাপি তোমার গুণগণনা দূরের কথা, মুহুর্মুহুঃ গান করিয়াও সীমা করিতে পারিলেন না—এই ভাবার্থ। কিংবা—'গুণাত্মনঃ', এই ত্রিগুণময় জগৎ পালন করিবার নিমিত্ত বাসনাময় হইয়া বহুবার বহুগুণ আবিষ্কারপূর্ব্বক অবতীর্ণ তোমার গুণসমূহ গণনা করিতেও কেহ সমর্থ হইল না, তাহাতে আবার গুণাতীত (অপ্রাকৃত) মহাশ্চর্য্যজনক দধি-চৌর্য্যাদি ক্রীড়াশীল তোমার গুণ কে গণনা করিতে পারে ? ৭ ॥

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাদ্ ভক্তিরেব সঙ্গচ্ছতে ইত্যাহ) তৎ (তস্মাৎ) যঃ (জনঃ) আত্মকৃতং (স্বোপার্জ্জিতং) বিপাকং (কর্ম্মফলং) ভুঞ্জানঃ এব (অনাসক্তঃ সন্ সহমানঃ এব) তে (তব) অনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ

(কদা ভবতঃ দয়া ভবিষ্যতীতি বহু মন্যমানঃ) হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) তে (তব) নমঃ বিদধন্ (প্রণতিং রচয়ন্) জীবেত (বর্ত্ততে) সঃ (জনঃ) মুক্তিপদে (মুক্তি লক্ষণে নিত্য পার্ষদরূপে) দায়ভাক্ (দায়ভাগী ভবতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতএব যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবমন্যৎ সর্ব্বসাধনং পরিত্যজ্য ভক্তিমেব কুর্ব্বংস্ত্বাং লভতে ইতি প্রকরণার্থোঽবগতস্তত্র কীদৃশঃ সন্ কুর্য্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্তে ইতি। যস্মাদেবং তত্তস্মাদাত্মকৃতং বিপাকং "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে" ইত্যত্র প্রতিপাদিতং ভক্তেরপ্যননুসংহিতং ফলং সুখং তদপরাধফলং দুঃখঞ্চ ভুঞ্জান এব তং তবানুকম্পাং সুষ্ঠুসম্যগীক্ষমাণঃ সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখঞ্চ ভগবদনুকম্পাফলমেবেদমিতি জানন্। পিতা যথা স্বপুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসঞ্চ কৃপয়ৈব পায়য়তি, আশ্লিষ্য চুম্বতি পাণিতলেন প্রহরতি চেত্যেবং মম হিতাহিতং পুত্রস্য পিতেব মৎপ্রভুরেব জানাতি নত্বহং ময়ি ত্বদ্ভক্তে নাস্তি কালকর্ম্মাদীনাং কেষামপ্যধিকার ইতি। স এব কৃপয়া সুখ-দুঃখে ভোজয়তি চ। স্বং সেবয়তি চেতি বিমৃশ্য। "যথা চরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিত"মিতি *পৃথুরিব* প্রত্যহং ভগবন্তং বিজ্ঞাপয়ন্ হৃদাদিভির্নমস্কুর্ব্বন্ নাতীব ক্লিশ্যন্ যো জীবেত, স মুক্তিশ্চ পদঞ্চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তস্মিন্ সংসারমুক্তৌ ত্বচ্চরণসেবায়াঞ্চেত্যানুষঙ্গিকমুখ্যফলয়োর্দায়ভাগ্ ভবতি, যথা পুত্রস্য দায়প্রাপ্তৌ জীবনমেব কারণং তথা ভক্তস্য জীবনং তচ্চেহ ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব, "দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা" ইত্যাদ্যুক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য সমস্ত সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তি করিলে তোমাকে লাভ করা যায়, এরূপ প্রকরণার্থ জানা গেল, তাহাতে কিরূপভাবে ভক্তি করিবেন—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তত্তে' ইত্যাদি। যেহেতু এই প্রকার অতএব 'আত্মকৃতং বিপাকং'—আত্মকৃত বিপাক, "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে" (১।২।৯), অর্থাৎ অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল অর্থ হইতে পারে না, ইত্যাদি স্থলে প্রতিপাদিত ভক্তির অবান্তর ফল সুখ ও ভক্তিবিষয়ে অপরাধের ফলরূপ দুঃখ ভোগ করিয়াও যে ব্যক্তি তোমার অনুকম্পা মনে করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যথা সময়ে প্রাপ্ত 'সুখ ও দুঃখ' ইহা শ্রীভগবানের অনুকম্পার ফল ইহা অবগত হন। পিতা যেমন স্বীয় পুত্রের প্রতি কৃপাবশতঃ সময়ে সময়ে দুগ্ধ ও নিম্বরস পান করান, আবার কখন আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করেন ও সময়ে সহস্তে প্রহারও করেন, এইরূপ 'পিতা পুত্রের ন্যায় আমার হিতাহিত আমার প্রভুই বিদিত আছেন, আমি কিছুই অবগত নহি, পরন্তু তোমার ভক্ত আমাতে কাল, কর্ম্মাদির কাহারও কোন অধিকার নাই, তিনিই কৃপাপূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকেন, আবার নিজের সেবাও করান'—এইরূপ বিচার করিয়া, "যথা চরেদ্ বালহিতং" (৪।২০।৩১), অর্থাৎ পিতা যেমন স্বয়ং বালকের হিতাচরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনিও আমার অভীষ্ট পূরণে কৃতযত্ন হউন, এইরূপ পৃথুমহারাজের ন্যায় প্রত্যহ ভগবানকে বিজ্ঞাপন করতঃ কায়মনোবাক্যে প্রণত হইয়া নাতিক্লেশে যিনি জীবন ধারণ করেন, তিনি 'মুক্তিপদে'—মুক্তি ও পদ তাহাতে, উভয়ের দ্বন্দ্বসমাসে একবচন হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল সংসারের মুক্তি এবং মুখ্য ফল ভবদীয় চরণ সেবায় *দায়ভাগী হইয়া থাকেন। যেমন* পুত্রের দায়প্রাপ্তি-বিষয়ে জীবন ধারণ (বেঁচে থাকা) প্রয়োজন, তদ্রূপ ভক্তের জীবন—এই ভক্তিমার্গে স্থিতিই। যেমন শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—"দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধাঃ" (১০।৮৭।১৭), অর্থাৎ প্রাণিগণ প্রতি আপনার ভক্তিযুক্ত হইলেই বস্তুতঃ সার্থক জীবন ধারণ করে, অন্যথা তাহারা ভস্ত্রার তুল্য কেবলমাত্র বৃথা শ্বাসযুক্ত হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ ॥ ৮ ॥

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (প্রভো) মে (মম ব্রহ্মণঃ) অনার্য্যং (গর্হিতম্ আচরণং) পশ্য হি (যতঃ) অহং অনন্ত আদ্যে মায়িমায়িনি (মায়িনামপি মায়িনি বিমোহকে) পরাত্মনি (পরমাত্মনি) ত্বয়ি অপি মায়াং (মম মায়াং) বিতত্য (বিস্তার্য্য) আত্মবৈভবং (পরমাত্মনঃ তব বৈভবং) ঈক্ষিতুং (দ্রষ্টুং) ঐচ্ছম্ (অভিলষিতবান্ অহো ত্বয়ি এবং কর্ত্তুং অহং) অগ্নৌ অর্চ্চিঃ ইব কিয়ান্ (ন কিঞ্চিৎ) (যথা অগ্নেঃ শিখা অগ্নিং প্রতি ন দাহাদি কার্য্যকরী তথা সর্ব্বমায়াধিপতৌ ত্বয়ি ভগবতি মম ব্রহ্মণঃ মায়া কথঞ্চিদপি ন কার্য্যকরী ভবতি ইতি) ।। ৯ ।।

অনুবাদ—হে প্রভু, আমার অন্যায় আচরণ দেখুন, কারণ আমি মায়াবিগণেরও মোহজনক অনন্ত আদিপুরুষ পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করিয়া ভবদীয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। অহো! অগ্নি হইতে উদ্ভূত অগ্নিজ্বালা অগ্নির প্রতি নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না আপনা হইতে উদ্ভূত আমিও তদ্রূপ আপনার প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে কিছুমাত্র সমর্থ নহি ।। ৯ ।।

বিশ্বনাথ—অহন্তু ভক্তিলেশমপি ন কূর্ব্বে প্রত্যুতাপরাধপুঞ্জমেবেতি সানুতাপমাহ—পশ্যেতি। হে ঈশ, মে অনার্য্যং আর্য্যঃ সুজনো বিজ্ঞশ্চ তস্য ভাব আর্য্যং তদ্বিপরীতমনার্য্যং দৌর্জ্জন্যং মৌঢ্যঞ্চ পশ্যেত্যবধায় সমুচিতং দণ্ডং ক্ষমাং বা কুরুষ্বান্যথা মাদৃশানাং দৌর্জ্জন্যমৌঢ্যে এব বর্দ্ধিষ্যেতে ইতি ভাবঃ। কিং তদ্দৌর্জ্জন্যং মৌঢ্যঞ্চেত্যত আহ—আদ্যে স্বকারণত্বাৎ পিতরি তত্রাপি ত্বয়ি সুখেন সহচরৈঃ সহ ভুঞ্জান এবেতি দৌর্জ্জন্যম্। অনন্তেঽপরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যে পরাত্মনি আত্মনোঽপ্যাত্মনীতি মূঢ়ত্বম্ মায়িমায়িনীতি পরমমূঢ়ত্বম্। এবম্ভূতেঽপি ত্বয়ি মায়াং প্রসার্য্য আত্মৈশ্বর্য্যমীক্ষিতুমহমৈচ্ছং হি অহো অহং ত্বয়ি কিয়ান্ কিম্পরিমাণকঃ অর্চ্চির্জ্বালা যথা মহাগ্নেরুদ্ভূয় তমেব দগ্ধুমিচ্ছেৎ ।। ৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি কিন্তু তোমাতে ভক্তিলেশও করি নাই, বরং অপরাধপুঞ্জই অর্জ্জন করিয়াছি, ইহাতে অনুতাপের সহিত বলিতেছেন—'পশ্য'। হে ঈশ! ঈশ্বর! 'অনার্য্যং'—আর্য্য বলিতে সুজন ও বিজ্ঞ, তাহার ভাব আর্য্য, তদ্বিপরীত অনার্য্য, অর্থাৎ আমার দুর্জ্জনতা ও মূঢ়তা অবলোকন করুন, এবং তদনুসারে সমুচিত দণ্ড বা ক্ষমা করুন, অন্যথা মাদৃশ অজ্ঞের দৌর্জ্জন্য ও মূঢ়তা দিন দিন বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যদি বলেন—সেই দুর্জ্জনতা ও মূঢ়তা কি? তাহাতে বলিতেছেন—'আদ্যে', মদীয় জন্মের কারণ প্রযুক্ত পিতা, তাহাতে সুখে সহচরগণের সহিত ভোজনরত তোমাতে, ইহা আমার দৌর্জ্জন্য। 'অনন্তে'—অপরিচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যশালী ও 'পরাত্মনি'—আত্মারও আত্মা তোমাতে, ইহা আমার মূঢ়তা। 'মায়ি-মায়িনি'—মায়াবিগণের বিমোহনকারী তোমাতে, ইহা আমার পরম মূঢ়তা। এবম্ভূত তোমাতে আমি মায়া বিস্তারপূর্ব্বক আত্মৈশ্বর্য্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। 'হি অহং ত্বয়ি কিয়ান্'—অহো! আমি তোমার নিকট কতটুকু! 'অগ্নৌ অর্চ্চিঃ ইব'—অগ্নিতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, অর্থাৎ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন মহাগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কোনরূপ স্বপ্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ তোমা হইতে উদ্ভূত আমিও তোমাতে কোন্ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইব? —এই ভাবার্থ ।। ৯ ।।

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ।। ১০ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) অচ্যুতঃ অতঃ রজোভুবঃ (রজোগুণসম্ভূতস্য) অজানতঃ (অতএব স্বভাবাদ্ অজ্ঞানস্য) ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ (ভবতঃ পৃথক্ অহং ঈশ্বরঃ ইত্যভিমানিনঃ) অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধ চক্ষুষঃ (অজঃ জগৎ কর্ত্তাহমিতিমদেন গাঢ়তমোরূপেণ অন্ধীভূতনেত্রস্য) মে (মম) ময়ি নাথবান্ (মদ্ভৃত্যঃ) এষঃ (ব্রহ্মা) অনুকম্প্যঃ (দয়ার্হঃ) ইতি (মত্বা) ক্ষমস্ব (দোষমার্জ্জনং করু) ।। ১০ ।।

অনুবাদ—হে অচ্যুত, আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে আমার নেত্র অন্ধভূত। অতএব "এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞা-

ধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র" এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দৌর্জ্জন্যোচিতস্য দণ্ডস্য মৌঢ্যোচিতায়াঃ ক্ষমায়াশ্চ সম্ভবেঽপি মহাকৃপালোস্তব ক্ষমৈবোচিতেত্যাহ—অত ইতি। হে অচ্যুত, যতস্ত্বং মহাকৃপালুত্বাদিগুণেভ্যশ্চ্যুতিরহিতঃ অহঞ্চ মহানীচঃ অতো মমাপরাধং ক্ষমস্ব "নীচে দয়াধিকে স্পর্দ্ধে"তি নীতেরিতি ভাবঃ। মহানীচত্বমাহ, রজোভুবঃ শ্লেষেণ রজসো ধূলেঃ পুত্রস্য অত এবাজ্ঞস্য অতএব ত্বত্তঃ পৃথগেব ঈদৃশোঽহমিত্যভিমানবতঃ। ঈশমানিত্বং বিবৃণোতি। অজাবলেপঃ অজন্যত্বমদ এবান্ধতমঃ সমাসান্তাভাব আর্ষঃ তেনান্ধানি চক্ষূংষি যস্য। তেন ময়ি ত্বৎকারুণ্যচন্দ্রোদয়েনৈব মদ্গর্ব্বতমস্যপহ্নতে সতি ত্বং দৃশ্যো ভবিষ্যসি নান্যথেতি ভাবঃ; কেন বিচারেণ ক্ষমে ইতি চেত্তত্রাহ—এষ ব্রহ্মা অনুকম্প্যো মদনুকম্পার্হঃ যতোঽন্যত্র নাথত্বাভিমানবানপি ময়ি তু নাথবান্ দাস এব। যদ্বা, মৌঢ্যান্ময্যপি স্বাতন্ত্র্যং কুর্ব্বন়পি বস্তুতো মন্মায়াধীনত্বাৎ অধীন এবেতি মত্বা। "পরতন্ত্রঃ পরাধীনঃ পরবান্নাথবানপী"ত্যমরঃ ॥১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৌর্জ্জন্যোচিত দণ্ড এবং মূঢ়তাহেতু ক্ষমা, উভয়ই সম্ভব হইলেও মহাকৃপালু তোমার পক্ষে ক্ষমা করাই উচিত ইহা বলিতেছেন—হে অচ্যুত! যেহেতু তুমি মহাকৃপালুত্বাদি গুণ হইতে চ্যুতিরহিত, আর আমি মহানীচ ক্ষুদ্র হইতেও অতিক্ষুদ্র, অতএব 'দীনজনে দয়া ও অধিকে স্পর্দ্ধা'—এই নীতি অনুসারে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—এই ভাবার্থ। মহানীচত্ব দেখাইতেছেন—'রজোভুবঃ'—তোমার মায়াশক্তির ধূলিসদৃশ বিন্দুমাত্র রজোগুণ হইতে আমার জন্ম হওয়ায় তোমার মাহাত্ম্য-জ্ঞানে আমি অজ্ঞ, সুতরাং তোমা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি। 'অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষঃ'—এখানে সমাসান্তের অভাব আর্ষ প্রয়োগ, তোমার মায়াশক্তির সম্পর্কে গাঢ় তমোগুণে আমার নেত্রদ্বয় অন্ধীভূত হইয়াছে, কিংবা জগৎকর্ত্তা বলিয়া যে গর্ব্ব, তদ্দ্বারা নয়নযুগল অন্ধীভূত হইয়াছে। ইহাতে আমার প্রতি তোমার কারুণ্যরূপ চন্দ্রের উদয়ের দ্বারা আমার গর্ব্বরূপ অন্ধকার বিদূরীত হইলে তুমি দৃশ্য হইবে, অন্য কোন প্রকারে নহে—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—কি বিবেচনা করিয়া তোমাকে ক্ষমা করিব? তাহাতে বলিতেছেন—'এষঃ অনুকম্প্যঃ'—এই ব্রহ্মা আমার অনুকম্পার যোগ্য, যেহেতু অন্যত্র প্রভুত্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও 'ময়ি নাথবান্'—আমার দাসই। অথবা—মূঢ়তাবশতঃ আমাতেও স্বাতন্ত্র্য অভিমান করিলেও, বস্তুতঃ আমার মায়ার অধীন বলিয়া আমার অধীনই—এই মনে করিয়া ক্ষমা করুন। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—"পরতন্ত্র, পরাধীন, নাথবান্—ইহারা পর্য্যায়বাচী শব্দ" ॥ ১০ ॥

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(ভবৎ সমীপে অহং নিতরামেব নগণ্যঃ অতশ্চ মমাপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইত্যাহ) তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ (তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বং অহং অহঙ্কারং খং আকাশং চরঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ তেজঃ বা জলং ভূঃ ভূমিঃ এতৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ অণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ তত্র সপ্তবিতস্তিকায়ঃ আত্মপরিমাণেন সপ্তবিতস্তিপরিমিতশরীরঃ) অহং (ব্রহ্মা) ক্ব (কুত্র স্থিতঃ অপি চ) ঈদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্ব-রোমবিবরস্য ঈদৃগ্বিধানি পূর্ব্বোক্তরূপাণি যানি অবিগণিতানি অনন্তানি অণ্ডানি ব্রহ্মাণ্ডানি তান্যেব পরাণবঃ পরমাণুতুল্যাঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানঃ গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি রোম-কূপাঃ যস্য তস্য) তে (তব ভগবতঃ) মহিত্বং (মহিমা চ) ক্ব (কুত্র অবস্থিতঃ, মহৎ পার্থক্যং দ্বয়োরতঃ নগণ্যঃ ক্ষন্তব্যোঽহম্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘট মধ্যবর্ত্তী, সপ্ত বিতস্তি পরিমিত শরীরধারী এই ব্রহ্মাই বা কোথায় আর যাঁহার রোমকূপরূপ গবাক্ষ পথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে তাদৃশ আপনার মহিমাই বা

কোথায়! (অতএব এই নগণ্যের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বিশ্বস্রষ্টাতিপ্রসিদ্ধ এব ন ত্বমীশমানী, মম তু কিমৈশ্বর্য্যং তদ্ ব্রূহীত্যত আহ—কেতি। তমঃ প্রকৃতিশ্চ মহাংশ্চ অহমহঙ্কারশ্চ খমাকাশঞ্চ চরো বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ বার্জ্জলঞ্চ ভূশ্চেত্যেভিস্তত্ত্বৈঃ সংবেষ্টিতো যোঽণ্ডঘটস্তস্মিন্ পাতালাদিসত্যলোকান্তৈঃ স্বমানেন সপ্তবিতস্তিৰ্নিকৃষ্টলক্ষণঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক্ব, ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতান্যণ্ডানি তান্যেব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা নিষ্ক্রমপ্রবেশরূপং পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব মহিত্বমৈশ্বর্য্যং ক্বেতি মহৎস্রষ্টা প্রথমপুরুষেণ কৃষ্ণস্যৈক্যবিবক্ষয়োক্তম্। তেন মমৈশ্বর্য্যং বিক্রমো বা ত্বাং প্রতি শলভস্য গরুড়ং প্রতীব ন গণনার্হমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি বিশ্বস্রষ্টা বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ঈশমানী নহ, আর আমার কি ঐশ্বর্য্য আছে, তাহা বল। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্বাহম্' ইত্যাদি, কোথায় আমি প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই সমস্ত তত্ত্বদ্বারা নির্ম্মিত পাতালাদি সত্যলোকান্ত যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ, তাহাতে আত্মপরিমাণে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত, আর কোথায় এই প্রকার অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু-সকলের নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশরূপ পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষের ন্যায় রোম-বিবরবিশিষ্ট তোমার মহিমা। এখানে মহৎস্রষ্টা প্রথম পুরুষের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐক্য-বিবক্ষায় বলা হইয়াছে। সুতরাং তোমার প্রতি আমার (ব্রহ্মার) ঐশ্বর্য্য বা বিক্রম, গরুড়ের প্রতি শলভের বিক্রমের ন্যায় অতিতুচ্ছ, গণনার অযোগ্য—এই ভাব ॥ ১১ ॥

———

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধোক্ষজ, (প্রাকৃতজ্ঞানাবিষয়,) গর্ভগতস্য (মাতৃকুক্ষিস্থিতস্য সন্তানস্য) পাদয়োঃ উৎক্ষেপণং (কুক্ষি মধ্যে এব পাদযুগস্য ঊর্দ্ধচালনং) কিং মাতুঃ আগসে (অপরাধায়) কল্পতে (ভবতি ন ইত্যর্থং তথা ত্বমপি কুক্ষৌ চরাচরধারণাৎ মাতৃরূপঃ অতঃ অস্মাকং গর্ভগত শিশুসদৃশানামপরাধঃ সহনীয় এব ইত্যাহ) অস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং (ভাবাভাব শব্দবাচ্যং স্থূলসূক্ষ্ম-কার্য্য-কারণাদি শব্দ বাচ্যং বা) কিয়ৎ অপি (কিঞ্চিদ্ বস্তু) তব কুক্ষেঃ (তব জঠরস্য) অনন্তঃ (বহিঃ) অস্তি কিম্? (নাস্তি এব ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ - হে অধোক্ষজ, গর্ভগত সন্তান মাতার উদরে থাকিয়া পাদযুগল উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে কি মাতা তাহাতে অপরাধ মনে করেন? সেইরূপ নিজকুক্ষিতে চরাচর ধারণ করায় আপনিও মাতৃস্বরূপ বলিয়া সন্তান তুল্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভাব, অভাব অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি শব্দ বাচ্য কোন পদার্থ আপনার বাহিরে আছে কি? ১২॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মমাপরাধোঽবশ্যসোঢ়ব্যো যতস্ত্বং মাতেতি। দ্বিতীয়পুরুষেণ পদ্মনাভেন সহৈক্যং ভাবয়ন্নাহ—উৎক্ষেপণমিতি। গর্ভগতস্য শিশোঃ পাদয়োরুৎক্ষেপণং মাতুঃ কিমপরাধায় ভবতি নৈব। অস্তীতি নাস্তীতি বা ব্যপদেশেন ভূষিতং পরমতং বিখণ্ড্য স্বমতস্থাপনসমুচিতোপপত্তিভিঃ সত্যত্বেন মিথ্যাত্বেন বা সুস্থিরীকৃতং বস্তু জগদ্রূপং কিয়দপি একত্বভুবনাত্মকমপি কিং তব কুক্ষেরন্তর্বহিরস্তি অপি তু অন্তরেব অতো মমাপি ত্বৎ কুক্ষিগতত্বাৎ পুত্রস্য মাত্রা ত্বয়া অপরাধঃ সোঢ়ব্য এব "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ" ইতি ত্বদুক্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমার অপরাধ অবশ্যই সহনীয়, যেহেতু তুমি মাতা। এখানে দ্বিতীয় পুরুষ পদ্মনাভের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐক্য ভাবনা করতঃ বলিতেছেন—'উৎক্ষেপণম্' ইত্যাদি। গর্ভমধ্যস্থ শিশুর জননীজঠরে পাদ-সঞ্চালন বা পদাঘাত কি জননীর নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়? কখনই নহে। 'অস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশ-ভূষিতং'—সৎ বা অসৎ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ নামে অভিহিত ইত্যাদি পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করতঃ বলিতেছেন—

এই ব্রহ্মাণ্ডে ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ যত কিছু বস্তু, তাহা কি তোমার কুক্ষির বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছে? সমস্ত বস্তুই তোমার কুক্ষিগত, সুতরাং আমিও তোমার কুক্ষিগত আছি। অতএব মাতা যেমন গর্ভগত বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ আমার অপরাধ তোমার গ্রাহ্য নয়। যেমন শ্রীগীতাতে তোমার উক্তি —"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" (৯।১৭), অর্থাৎ আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফলপ্রদাতা, পিতামহ ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

জগত্ত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্‌ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(বিশেষতশ্চ ত্বং মম পিতৃত্বেন অপরাধং ক্ষন্তুমর্হসীত্যাহ) (হে) ঈশ্বর, জগত্ত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে (জগত্ত্রয়স্য অন্তে প্রলয়ে উদধীনাং সাগরাণাং যঃ সংপ্লবঃ সংশ্লেষঃ তস্মিন্ উদে উদকে স্থিতস্য) নারায়ণস্য (বিষ্ণোঃ) উদরনাভিনালাৎ (উদরে নাভিঃ তস্যাঃ নালাৎ) অজঃ (ব্রহ্মা) তু বিনির্গতঃ (প্রকাশিতঃ) ইতি বাক্ (ইতি পৌরাণিকী বার্ত্তা) ন বৈ মৃষা (মিথ্যা ন, অহং) ত্বৎ (ভবতঃ) কিং তু বিনির্গতঃ ন অস্মি (ভবতঃ এব জাতোঽহম্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যৎকালে প্রলয়বারিতে এই ত্রিলোক নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া পুরাণ-কর্ত্তা ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এ কথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তথাপি হে ঈশ্বর, আমি কি আপনা হইতে বহির্গত হই নাই? ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পুত্রো হি মাতুঃ কুক্ষেরুদ্‌গচ্ছতি, ন তু সদা কুক্ষাবেব তিষ্ঠতীতি চেদত আহ—জগত্ত্রয়স্যান্তে প্রলয়ে য উদধীনাং সংপ্লবঃ একীভাবস্তদুদকে অজস্ত্বিতি অন্যো নির্গতোঽস্তু ন বাস্ত্বিত্যর্থঃ। নু ভোস্তদপি ত্বত্তোঽহং ন বিনির্গতঃ? অপি তু নির্গত এবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—পুত্র মাতার কুক্ষি হইতে বহির্গত হয়, কিন্তু সর্ব্বদাই কুক্ষিতে অবস্থান করে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'জগত্ত্রয়ান্তোদধি-সংপ্লবোদে', এই সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত প্রলয়াবসানে সমস্ত সাগরের সম্মিলনে একাকার হইয়া গর্ভোদক নামক একার্ণবে পরিণত হয়, সেই একার্ণবের সলিলে (শয়নকারী শ্রীনারায়ণের নাভিকমল হইতে) 'ব্রহ্মা বিনির্গতঃ'— ব্রহ্মা বিনির্গত হইয়াছে, অন্য কিছু নির্গত হউক বা না হউক, এই ভাবার্থ। তাহা হইলেও কি আমি তোমা হইতে বিনির্গত হই নাই? অবশ্য তোমা হইতেই আমি উদ্ভূত হইয়াছি—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ তেন মম কিং ইত্যাহ) (হে) অধীশ! (যতঃ) ত্বং সর্ব্বদেহিনাং আত্মা অসি (ততঃ কিং) নারায়ণঃ নহি (অপি তু নারায়ণ এব অপি চ) অখিললোক-সাক্ষী অসি (অখিললোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি অতঃ নারং অয়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণঃ) নরভূজলায়নাৎ (নরাৎ উদ্ভূতানি যানি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যদ্ জলং তদয়নাৎ যঃ নারায়ণ প্রসিদ্ধঃ) তৎ চ অপি সত্যং (তব মূর্ত্তিরেব) তব মায়া ন (ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—(বস্তুতঃ আমি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি।) আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনিই নারায়ণ, কেন না আপনি সর্ব্বদেহধারী জীবসমূহের আত্মস্বরূপ—অর্থাৎ নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন (আশ্রয়) যিনি, তিনি নারায়ণ— আপনিই সেই। হে অধীশ, (আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ এই যে) আপনি অখিল লোকসাক্ষী অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি জানেন তিনিই নারায়ণ। অতএব ত্রিকালজ্ঞ আপনিই নারায়ণ। নর হইতে উদ্ভূত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহা হইতে জাত জল যাঁহার অয়ন—আশ্রয় তিনি নারায়ণ। সেই নারায়ণ আপ-

নার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাসমূর্ত্তি। অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ আপনার আশ্রয় জল কিরূপে হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন) আপনার পরিচ্ছিন্নত্ব সত্য নহে পরন্তু উহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবস্থান আপনার অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়, কিম্বা উহা পরম সত্য, বিরাট স্বরূপের ন্যায় আপনার নারায়ণরূপ মায়িক নহে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাস্তেন মম কিং তত্রাহ—নারায়ণস্ত্বং ন হীতি কাকা নারায়ণো ভবস্যেবেত্যর্থঃ। হে অধীশ, ঈশানামপ্যধিপতে, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি"তি ত্বদুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিললোক-সাক্ষী চ স চ নারায়ণো জীবমাত্রান্তর্য্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষী চেত্যতস্ত্বদেকাংশ এব সোহবগম্যতে ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মন্নহং কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ। স তু নারশব্দোক্তজলস্থত্বান্নারায়ণনামে-ত্যতঃ। কথমহমেব স ইতি "তত্রাহ—নরভূজলায়-নাৎ"-"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর-সূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ইতি নিরুক্তের্নরোদ্ভূতজলবর্ত্তিত্বাৎ যো নারা-য়ণঃ স তবাঙ্গং ত্বদংশত্বাদিতি ভাবঃ। অতস্তৎ-কুক্ষিগতোহপ্যহং ত্বৎকুক্ষিগতএব। কিঞ্চ স্বেচ্ছা-ময়স্য নতু ভূতময়স্যেত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্ব্বাসুদেব-বপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বর্ণিতং, তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকালদেশবর্ত্তিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেব নতু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থঃ। চকার-দন্যাদপি মৎস্যকূর্ম্মাদ্যঙ্গং সত্যম্ ॥ ১৪ ॥

টীকর বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে তুমি নারায়ণের পুত্র, তাহাতে আমার কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"নারায়স্ত্বং ন হি ?" —তুমি কি নারা-য়ণ নহ ? এই কাকু উক্তিতে, অবশ্যই তুমি নারায়ণ, এই অর্থ। 'হে অধীশ !' —তুমি ঈশ্বর-সকলেরও অধিপতি। "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (শ্রীগীতা—১০।৪২), অর্থাৎ আমি এই চিদচিৎ সমস্ত জগৎ (প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পুরুষ-রূপে) একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি, এই তোমার উক্তি-বশতঃ সর্ব্বদেহধারী জীবসমূহের তুমি আত্ম-স্বরূপ এবং 'অখিল লোক-সাক্ষী' অর্থাৎ লোকসকলের সাক্ষাৎ দর্শনকারী বলিয়া জীবসমূহের জ্ঞাতা। সেই নারায়ণ জীবমাত্রের অন্তর্য্যামী বলিয়া আত্মা এবং সাক্ষী, ইহাতে তিনি তোমারই একটি অংশ (বিলাস-বিগ্রহ) বলিয়া তুমিই সেই নারায়ণ —এই অর্থ। যদি বলেন—ব্রহ্মন্ ! আমি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নামে বৃন্দাবনে অবস্থিত। কিন্তু নার অর্থাৎ জলই যাঁহার আশ্রয়—এই প্রকার অর্থে সেই নারায়ণ আমা হইতে অবশ্য ভিন্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"নরভূজলায়নাৎ"—'আপো নারা' ইত্যাদি নিরুক্তিহেতু নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত মহদাদি এবং তাহা হইতে জাত জল, এই উভয় যাঁহার আশ্রয় সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণও তোমারই অঙ্গ (শ্রীমূর্ত্তি), যেহেতু তিনি তোমার অংশ—এই ভাবার্থ। অতএব তাঁহার কুক্ষিগত হইলেও আমি তোমারই কুক্ষিগত। আরও "স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য" (২য় শ্লোক), অর্থাৎ তোমার ভক্তেচ্ছায় প্রকটিত রূপসমূহ প্রাকৃত নহে ইত্যাদি পূর্ব্ব উক্তি অনুসারে তোমার বালবিগ্রহ ও বাসুদেব বিগ্রহ সচ্চি-দানন্দময়রূপেই বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ তোমার নারায়ণ নামক এই যে মূর্ত্তি তাহা সত্য, সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তী হইলেও শুদ্ধসত্ত্বাত্মকই, কিন্তু বৈরাজ স্বরূ-পের ন্যায় ইহা মায়া-কল্পিত নহে। 'তচ্চ'—এই স্থলে 'চ'-কার প্রয়োগহেতু অন্যান্য মৎস্য, কূর্ম্মাদি বিগ্রহও সত্য—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।
কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অপরিচ্ছেদং মূর্ত্তেরাহ) (হে) ভগ-বন্, তব তৎ জগদ্বপুঃ (জগদাশ্রয়ভূতং শরীরং) জলস্থং (কল্পান্তে জলমধ্যে স্থিতম্ ইতি বাক্যং) চেৎ সৎ (যদি সত্যং তদা) তদা এব (কমলনালমার্গেণ অন্তঃ প্রবিশ্য সংবৎসরশতং অন্বেষণে) কিং বা (কথং নু) মে (ময়া) ন দৃষ্টম্ (তব বপুরন্তঃ-করণ দৃশ্যং চেৎ তদা) হৃদি অপি (হৃদয়ে অপি)

কিং নো ব্যদর্শি (কথং ন দৃষ্টং) পুনঃ তদা এব (তপঃকরণানন্তরং) সপদি এব (তৎক্ষণাদেব) সুদৃষ্টম্ (অতঃ ভবতঃ মায়ৈবেয়ম্) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—হে ভগবন্, জগতের আশ্রয়-স্বরূপ আপনার সেই শরীর প্রলয়ের জলমধ্যে অবস্থান করে ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তৎকালে কমলনাল-মার্গে মধ্যপ্রবিষ্ট হইয়া আমি যখন অন্বেষণ করিয়াছিলাম তখন দেখিতে পাই নাই কেন ? যদি বলেন উহা অন্তঃকরণের দৃশ্য তাহা হইলে অন্তরেও আমি দেখি নাই কেন ? আবার তপস্যা করায় তৎক্ষণেই উহা সুদৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব উহা আপনার মায়াই বলিতে হইবে ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—ননু নারায়ণস্বরূপং তদ্‌যদি শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং তর্হি প্রাকৃতে গর্ভোদ এব পরিচ্ছিন্নং কুতঃ সদা দৃশ্যতে নহি সর্ব্বব্যাপকস্য তস্য গর্ভোদমাত্র-পরিচ্ছেদঃ সম্ভবেৎ তত্র তস্য তজ্জলস্থত্বমেব ন নিয়তমিত্যাহ —তৎ নারায়ণাখ্যং বপুস্তব সজ্জগৎ সৎ বর্ত্তমানং জগৎ যত্র তৎ জলস্থমেব চেৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃপ্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিন্বতাপি ময়া হে ভগবন্নবিচিন্ত্যযোগমায়ৈশ্বর্য্য কিং ন দৃষ্টম্ ? ননু তত্তত্র জলএব স্থিতং ত্বয়া ত্বজ্ঞানান্নদৃষ্টমিতি চেৎ তদা ত্বাং ধ্যায়তা ময়া তদৈব হৃদ্যপি সুষ্ঠু কিংবা দৃষ্টম্। তৎক্ষণএব তত্রাপি কিং পুনর্ন ব্যদর্শীত্যতস্তদ্বপুস্তব জলস্থত্বেন পরিচ্ছিন্নমপি অচিন্ত্যশক্ত্যা স্বকুক্ষিগতীকৃতজগৎকত্বেনাপরিচ্ছিন্নঞ্চ। সর্ব্বত্রৈব দেশে কালে চ বর্ত্তমানমেবাপি ত্বদীয়যোগমায়য়া আবরণ-প্রকাশাভ্যামেব দৃশ্যতে ন দৃশ্যতে চেত্যবগতম্ ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেই নারায়ণ স্বরূপ যদি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হয়, তবে প্রাকৃত গর্ভোদকে পরিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিরূপে সদা দৃশ্য হন ? আর সর্ব্বব্যাপক তাঁহার গর্ভোদমাত্রে পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে, ইহাতে তাঁহার সেই জলে অবস্থানও নিয়ত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—জগতের আশ্রয়ভূত তোমার সেই শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি যদি জলস্থ বলিয়া পরিচ্ছিন্নই (সীমাবিশিষ্টই) হইবে, তাহা হইলে 'তদৈব'—তৎকালে সেই নারায়ণের নাভি-কমলের নালরূপ পথে ক্রমশঃ প্রবেশপূর্ব্বক একশত বৎসর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াও, 'ভগবন্ ! কিং মে ন দৃষ্টম্'—হে ভগবন্ ! হে অবিচিন্ত্য যোগমায়ৈশ্বর্য্য ! কিছুই দেখিতে পাইলাম না কেন ? যদি বলেন—সেই জলেই আমি অবস্থিত ছিলাম, কিন্তু তুমি অজ্ঞানবশতঃ দেখিতে পাও নাও। তদুত্তরে বলিতেছেন—'কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব', তখনই আমি তোমার ধ্যানপরায়ণ হইয়া হৃদয়াভ্যন্তরে ভবদীয় শ্রীমূর্ত্তিকে কি প্রকারে সেই সুন্দররূপে দর্শন করিয়াছিলাম ? আবার তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইলাম না কেন ? (অতএব সর্ব্বব্যাপক তোমার ইচ্ছানুসারে মৎকর্ত্তৃক ঐরূপ সময়ে দর্শন ও সময়ে অদর্শন হইয়াছিল, বস্তুতঃ তুমি পরিচ্ছিন্ন (সীমাবিশিষ্ট) নহ।) 'জলস্থত্বেন পরিচ্ছিন্নমপি'—জলাবস্থানে পরিচ্ছিন্ন হইলেও অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে নিজের কুক্ষিতে জগৎ ধারণ করায় তুমি অপরিচ্ছিন্নও হইয়া থাক। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকিলেও ত্বদীয় যোগমায়া কর্ত্তৃক আবরণ ও প্রকাশ দ্বারা তুমি দৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া থাক—ইহা বুঝিতে হইবে ।। ১৫ ।।

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) মায়াধমন, (মায়াশমন,) অত্র এব অবতারে বহিঃস্ফুটস্য হি অস্য কৃৎস্নস্য প্রপঞ্চস্য (নিখিলব্রহ্মাণ্ডস্য) তে অন্তর্জঠরে (তব উদর মধ্যে) জনন্যাঃ (যশোদায়াঃ প্রদর্শনেন) মায়াত্বং এব প্রকটীকৃতং (প্রকাশিতম্) ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—হে মায়াশমন, এই অবতারে জননী যশোদা দেবীকে নিজ উদর মধ্যে পরিদৃশ্যমান এই সমগ্র জগৎ দর্শন করাইয়া উহার মায়াময়ত্ব অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিভূতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ।। ১৬ ।।

বিশ্বনাথ—ননু যস্যৈব জগতোঽন্তর্বর্ত্তিনি জলে তদ্বপুঃ স্থিতং তদেব জগত্তৎকুক্ষৌ তিষ্ঠতীত্যসঙ্গতম্। নহি গৃহস্যান্তর্বর্ত্তিনি ঘটে তদেব গৃহং তিষ্ঠেদিত্যতঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক-বপুষি তস্মিন্নস্মান্মায়িকাদন্যদমায়িক-

মন্যদেব বা জগত্তবেদিত্যবসীয়তে। এবঞ্চ সতি ন ত্বং মৎকুক্ষিগত ইত্যাশঙ্ক্য কুক্ষিগতস্য জগতো বহিঃষ্ঠ-জগদৈক্যং বদন্নেব মায়িকত্বং প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাম্। অত্রৈবেতি হে মায়াধমন, মায়োপশমক, অস্য বহিঃ-স্ফুটস্যৈব প্রপঞ্চস্য কৃৎস্নস্যাপি অন্তর্জঠরে প্রদর্শন-য়েতি শেষঃ। জনন্যাঃ জননীং শ্রীযশোদাং প্রতীত্যর্থঃ। মায়াত্বং মায়িকত্বম্ অতো দুস্তর্ক্যযোগ-মায়ৈব তদ্বপুর্জগদন্তর্বর্ত্ত্যপি সর্ব্বজগদ্ব্যাপকং যুগপ-দেবেতি ধ্বনিঃ। তেন চ সাক্ষাত্তবাপি কুক্ষিগতোঽহ-মধুনাপি বর্ত্তে ইতি সাক্ষাত্ত্বমপি মন্মাতেত্যনুধ্বনিঃ॥১৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—যে জগতের মধ্যবর্ত্তী জলমধ্যে সেই মূর্ত্তি অবস্থিত, সেই জগৎ সেই মূর্ত্তির কুক্ষিতে রহিয়াছে ইহা অসঙ্গত ; কারণ গৃহের মধ্যবর্ত্তী ঘটমধ্যে কখনও সেই গৃহ থাকিতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহে এই মায়িক জগদতিরিক্ত অপর অমায়িক জগৎ অবস্থান করিতেছে, এরূপ নিশ্চয় হয়। তাহা হইলে 'তুমি আমার কুক্ষিগত নহ'—এরূপ আশঙ্কা করতঃ কুক্ষি-গত জগৎ ও বহির্গত জগতের ঐক্য বলিবার নিমিত্তই মায়িকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন দুইটি শ্লোকে 'অত্রৈব' ইত্যাদি। 'মায়াধমন'—হে মায়ানিবারক! তুমি এই অবতারেই এই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সমস্ত জগৎ নিজের উদরে দেখাইবার নিমিত্ত মা শ্রীযশোদার প্রতি 'মায়া-ত্বং প্রকটীকৃতম্'—মায়িকত্ব প্রকট করিয়াছিলে। অতএব দুস্তর্ক্য যোগমায়াই তোমার বিগ্রহ, জগদন্ত-র্ব্বর্ত্তী হইলেও সর্ব্বজগদ্ ব্যাপক এবং সর্ব্বজগদ্ ব্যাপক হইলেও জগদন্তর্ব্বর্ত্তী প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহা ধ্বনিত হইল। ইহার দ্বারা অধুনাও আমি সাক্ষাৎ তোমার কুক্ষিগত রহিয়াছি, অতএব সাক্ষাৎ তুমিও আমার মাতা—ইহা অনুধ্বনিত হইতেছে॥১৬

———

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥১৭

অন্বয়ঃ—(ননু বাহ্যং সত্যং ভবতু মদ্‌জঠরে তু তৎপ্রতিবিম্বপাতঃ ইত্যাহ) যস্য (তব) কুক্ষৌ সাত্মং (আত্মনা ত্বয়া সহিতম্ ইদং সর্ব্বং (ব্রহ্মাণ্ডং) যথা ভাতি (প্রকাশতে) তৎ সর্ব্বম্ ইহ অপি (বহি-রপি ভাতি) ত্বয়ি মায়য়া বিনা কিম্ (তব মায়াং বিনা ইদং ন ঘটেত ত্বয়ি প্রতিবিম্বশ্চেৎ বিলোমতয়া তদা প্রতীয়েত আদর্শ ভূতস্য স্বস্য চ প্রতীতিঃ ন ভবেৎ ইত্যর্থঃ)॥ ১৭॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্,) আপনার কুক্ষিমধ্যে আপনার সহিত এই সমগ্র জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাই-তেছে, বাহিরেও সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে—ইহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বিনা আর কি হইতে পারে? (উহাকে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব বলা যাইতে পারে না, কেন না প্রতিবিম্ব হইলে বিপ-রীতভাবে দৃষ্ট হইত, এবং দর্পণে যেরূপ দর্পণ প্রতি-বিম্বিত হয় না সেইরূপ আদর্শ স্থানীয় আপনাতে আপনার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইত না—ইহাই তাৎপর্য্য) ॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—কুক্ষিস্থ-বহিঃষ্ঠয়ো-র্জগতোরনয়োঃ সর্ব্বথৈবাভেদাদৈক্যম্ ঐক্যাদেব কুক্ষিস্থস্য মায়ি-কত্বমবধারিতমিত্যাহ—যস্য তব কুক্ষৌ ইদং বিশ্বং যথা ভাতি তথৈব ইহ বহিরপি স্থিতং বিশ্বং ভাতি। ননু বহিঃস্থিতস্য বিশ্বস্য কুক্ষৌ প্রতিবিম্ব এবায়ং তত্রাহ—সাত্মং তৎসহিতমেব। নহি দর্পণে দর্পণো দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ। তেন বহিঃস্থিতং মায়িকমেব বিশ্বং ত্বৎকুক্ষৌ দৃষ্টম্। ত্বয়ীতি, যথা কুক্ষিস্থং বিশ্বং ত্বদধিকরণকং তথা বহিঃষ্ঠমপি বিশ্বং ত্বদধি-করণকমিত্যর্থঃ। তত্তস্মাদ্বৈলক্ষণ্যগন্ধস্যাপ্যভাবাৎ ইদং জঠরগতং বিশ্বং কিং মায়য়া বিনা অপিতু মায়িকমেব। অত্র ত্বজ্জনন্যনুভবো মদনুভবশ্চ প্রমাণমতো মায়িক-জগন্মধ্যবর্ত্ত্যহং ত্বৎকুক্ষিগতএব ভবামীতি মুহুর্বিজ্ঞাপ্যসে উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্যেত্যা-দ্যতঃ ক্ষমস্বেতি ভাবঃ॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুক্ষিগত ও বহিঃস্থিত জগ-তের সর্ব্বপ্রকারেই অভেদবশতঃ উভয়ের ঐক্য এবং ঐক্যহেতুই কুক্ষিগত জগতের মায়িকত্ব নির্দ্ধারিত হইল, ইহা বলিতেছেন—'যস্য কুক্ষৌ', তোমার কুক্ষিতে এই বিশ্ব যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ এই বাহিরেও স্থিত বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে। যদি বলেন—বহিঃস্থিত জগৎ প্রপঞ্চই আমার জঠরমধ্যে প্রতি-বিম্বিত হইতেছে। তাহাতে বলিতেছেন—'সাত্মং', তোমার সহিতই দৃষ্ট হইতেছে, প্রতিবিম্ব হইলে বিপ-

রীতভাবে দৃষ্ট হইত এবং দর্পণে যেরূপ দর্পণ প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ আদর্শস্থানীয় তোমাতে তোমার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইত না—ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব বহিঃস্থিত মায়িক বিশ্বই তোমার কুক্ষিতে দৃষ্ট হইয়াছিল। 'ত্বয়ি'—যেমন কুক্ষিগত বিশ্ব তোমাতে (ত্বদধিকরণক), সেইরূপ বহিঃস্থিত বিশ্বও তোমাতে অবস্থিত রহিয়াছে—এই অর্থ। অতএব কিছুমাত্র পার্থক্য না থাকায় এই জঠরগত বিশ্ব কি মায়া ব্যতীত হইয়াছিল, অর্থাৎ তোমার কুক্ষিতে যেমন এই বিশ্ব ও তোমার জননী প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ ঐ বিশ্ব ও জননী বাহিরেও প্রকাশ পাইয়াছিলেন। সেই সমস্ত মায়া ভিন্ন কি হইয়াছিল? অর্থাৎ সেই সমস্ত তোমার মায়াবৈভব বলিতে হইবে। এই বিষয়ে তোমার জননীর অনুভব এবং আমার অনুভবই প্রমাণ, অতএব মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী আমি তোমার কুক্ষিগতই, ইহাতে পুনঃ পুনঃ জানাইতেছি—'মাতা যেমন গর্ভগত বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না', অতএব আমাকে ক্ষমা কর—এই ভাবার্থ ॥ ১৭ ॥

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম
ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো
ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ
সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং
ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ ন কেবলং জনস্য মমাপি তথৈব দর্শিতমিত্যাহ) অদ্য এব ত্বদৃখতে (ত্বাং বিনা) অস্য (ব্রহ্মাণ্ডস্য) মায়াত্বং (অচিন্ত্যশক্তিভূতত্বং) তে (ত্বয়া) মম (মম সমীপে) কিং ন আদর্শিতং (আদর্শিতমেব যতঃ) প্রথমং একঃ অসি (অদ্বিতীয়ঃ ত্বং ময়া দৃষ্টঃ) ততঃ (পরং) সমস্তা অপি ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ (ব্রজ-বালক-গোবৎসাশ্চ ত্বমেব জাতঃ) তৎ (ততঃ) ময়া সাকং (সহ) অখিলৈঃ (তত্ত্বাদিভিঃ) উপাসিতাঃ তাবন্তঃ অপি চতুর্ভুজাঃ (সর্ব্বে সবৎসগোপসুতাঃ চতুর্ভুজাঃ সন্তঃ) তাবন্তি এব (তাবৎ সংখ্যকানি) জগন্তি (ব্রহ্মাণ্ডানি) অভূঃ (ত্বং জাতঃ) তৎ (ততঃ পরং ইদানীং) অমিতম্ (অপরিমেয়ম্) অদ্বয়ং (কেবলং) ব্রহ্ম শিষ্যতে (স্থিতম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আপনি কি কেবল জননীকেই ঐরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরন্তু আপনা ব্যতীত এই জগতেরও অচিন্ত্যশক্তিভূতত্ব অদ্য আমাকেও কি প্রদর্শন করেন নাই? যেহেতু প্রথমে আমি একমাত্র আপনাকে দর্শন করিলাম, পরে আপনি ব্রজবালক ও গোবৎস-রূপে পরিদৃষ্ট হইলেন। অতঃপর আমার সহিত নিখিল তত্ত্ব-কর্ত্তৃক উপাসিত তাবৎ সংখ্যক চতুর্ভুজ গোপবালক ও বৎসরূপে এবং তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডরূপে দৃষ্ট হইলেন। এখন আবার অপরিচ্ছিন্ন অদ্বয়-ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ত্বৎকুক্ষিগতং জগৎবহিঃষ্ঠং তবাদিপুরুষস্য রোমকূপগতং চ জগৎসহস্রং সর্ব্বং মায়োপাদানকত্বাৎ মায়িকমেবেত্যেতাবৎকালপর্য্যন্তং ময়া অবধারিতমেব। কিন্তু অতর্ক্যমহামহৈশ্বর্য্যস্য তব ত্বদীয়স্বরূপশক্ত্যাত্মকং চিন্ময়মপি জগৎসহস্রমস্তীত্যদ্যৈবানুভূতমিত্যাহ—অদ্যৈবাস্য মঞ্জুমহিমনি মদ্দৃষ্টস্য জগৎসহস্রস্য কিং ত্বদৃতে জগৎসহস্রসম্বন্ধি কিং বস্তু ত্বদ্বিনাভূতম্ অপিতু সর্ব্বমেব ত্বৎস্বরূপভূতমেবেত্যর্থঃ। অতএব মম মাং প্রতি তে ত্বয়া অস্য ন মায়াত্বম্ আদর্শিতং, কিন্তু চিন্ময়ত্বমেব দর্শিতমিতি ভাবঃ। কুতঃ ইত্যত আহ—একোঽসীতি। প্রথমমেকস্ত্বমসি। ততঃ স্বরূপশক্ত্যৈব ব্রজসুহৃদো বালাঃ বৎসাঃ সমস্তা অপি ত্বমেবাভূঃ। ততো যোগমায়য়ৈব তানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুর্ভুজাস্ত্বমভূঃ। কীদৃশাঃ অখিলৈরাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তৈশ্চিন্ময়ৈরেব ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিন্ময়েনৈবোপাসিতাস্ততশ্চ তাবন্ত্যেব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডান্যভূস্ততো যোগমায়ৈব তদিচ্ছয়া তান্ সর্ব্বানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতমপরিমিতসৌন্দর্য্যমনুপমব্রহ্মপূর্ণমদ্বয়মেকং শিষ্যতে সম্প্রত্যপি মদ্ভাগ্যাৎ যোগমায়য়া মদ্দৃষ্টীঃ প্রত্যনাবৃতমেব ভবান্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অত্র ত্বমভূস্ত্বমভূরিতি নির্দ্দেশেন ব্রজসুহৃদাদীনাং জগদন্তানাং ভগবতা মায়াশক্তিং বিনৈবাবির্ভাবিতত্বাচ্চিন্ময়ত্বমবধারণীয়ং,

মায়য়া অভূরিত্যনুক্তেঃ ত্বদৃতে কিমিত্যুক্তেশ্চ জগতাস্তু সুতরামেব ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তোমার কুক্ষিগত ও বহিঃস্থিত জগৎ এবং আদিপুরুষ তোমার রোমকূপ-গত জগৎসহস্র সমস্তই মায়োপাদানকত্বহেতু (মায়ার দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া) মায়িকই—এতকাল পর্য্যন্ত আমি এরূপ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অতর্ক্য মহা-মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট তোমার ত্বদীয় স্বরূপশক্ত্যাত্মক চিন্ময় জগৎসহস্রও রহিয়াছে—ইহা অদ্যাই আমি অনুভব করিলাম, ইহা বলিতেছেন—'অদ্যৈব', অদ্যাই আমাকে যে জগৎসহস্র দর্শন করাইলে, তাহা কি তোমা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ? অর্থাৎ সমস্তই তোমার স্বরূপভূতই, এই অর্থ। অতএব আমার প্রতি অদ্য এই বিশ্বের মায়াত্ব-দর্শন করাও নাই, কিন্তু চিন্ময়ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে—এই ভাবার্থ। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'একোঽসি', বৎসাদি হরণের পূর্ব্বে প্রথমতঃ কৃষ্ণরূপে তুমি একমাত্র ছিলে, তারপর স্বরূপশক্তির দ্বারাই বৎস, বালক ও তাহাদের বেণু-বেত্রাদি সমস্তই তুমি হইলে। তারপর যোগমায়ার দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রকাশিত স্বরূপ-শক্তিময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তিসমূহ তুমিই হইলে। কেমন ? তাহাতে বলিতেছেন—'অখিলৈঃ', চিন্ময় মাদৃশ ব্রহ্মার সহিত চিন্ময় আত্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল তত্ত্বাদি কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া তাবৎসংখ্যক চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড তুমিই হইলে। তারপর তোমার ইচ্ছাবশতঃ যোগ-মায়া সেই সকল আচ্ছাদন করতঃ অপরিমিত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট অনুপম পরিপূর্ণ অদ্বয় ব্রহ্মরূপ প্রকাশিত করিলেন। 'শিষ্যতে'—সম্প্রতিও আমার ভাগ্যবশতঃ যোগমায়ার দ্বারা আমার দৃষ্টি অনাবৃত হওয়ায় তুমিই অবশেষরূপে দৃষ্ট হইতেছ। এখানে 'ত্বম্ অভূঃ, ত্বম্ অভূঃ'—তুমিই হইয়াছ, তুমিই হই-য়াছ, এরূপ নির্দ্দেশহেতু ব্রজসুহৃৎ এবং জগৎসমূহ ভগবান্ কর্ত্তৃক মায়াশক্তি বিনা আবির্ভাবিত হওয়ায় উহাদের চিন্ময়ত্বই প্রতিপন্ন হইল। এখানে মায়ার দ্বারা হইয়াছে, এরূপ উক্ত হয় নাই এবং 'ত্বদৃতে কিম্'—তুমি ভিন্ন আর কি—এরূপ বলায় জগৎ-সমূহেরও চিন্ময়ত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

———

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্ ।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু ব্রহ্মন্ ময়া তব সমীপে শুদ্ধমেব চৈতন্যং প্রদর্শিতং কথং প্রপঞ্চবৎ মায়েত্যুচ্যতে) ত্বৎ-পদবীং (তব স্বরূপং) অজানতাং (সমীপে) আত্মা (স্বয়মেব ত্বং) আত্মনা (স্বেনৈব) অনাত্মনি (প্রকৃতৌ) মায়াং বিতত্য (বিস্তার্য্য) জগতঃ সৃষ্টৌ (জগন্নি-র্মাণে) অহম্ ইব (ব্রহ্মা ইব) জগতঃ বিধানে (পালনে) এষ ত্বং ইব (বিষ্ণুঃ ইব) জগতঃ অন্তে (বিনাশে) ত্রিনেত্রঃ (মহেশঃ) ইব ভাসি (স্বয়মেব প্রকাশসে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ —(গুণাবতার মূল শ্রীবিষ্ণু—ইহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে) যাহারা আপনার স্বরূপ অব-গত নহে তাহাদের মতে আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকৃ-তিতে স্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মায়াবিস্তার পূর্ব্বক সৃষ্টিতে ব্রহ্মার ন্যায়, পালন-কার্য্যে বিষ্ণুরূপে এবং সংহার-কার্য্যে শিবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্গমমহিমুস্তব চিন্ময়জগতাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং বহির্ম্মুখানাং মতে তু ত্বমপি মায়োপা-ধির্মায়াময় এব ভবসীত্যাহ—অজানতামিতি। ত্বৎ-পদবীং ত্বৎপ্রাপকং বর্ত্ম ভক্তিযোগমজানতাং জ্ঞান-মানিনান্তু মতে ত্বমনাত্মনি প্রকৃতৌ স্থিত এব আত্মৈব ত্বং আত্মনৈব স্বাতন্ত্র্যেণৈবেতি তব জীবাদ্বিশেষঃ। মায়াং বিতত্যৈব ভাসি আকারশূন্যোঽপ্যাকারবত্ত্বেন ভাতো ভবসি। সৃষ্টৌ রজোগুণেন যথা অহম্। বিধানে পালনে সত্ত্বেন এষ ত্বং বিষ্ণুরিব, অন্তে তমসা ত্রিনেত্রো রুদ্র ইবেতি। নিরাকারস্যাপ্যাত্মনো মায়িকা-কারাঃ যথা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্তথা মায়িকমেব জলস্থং নারায়ণরূপম্ অবতারাশ্চ সর্ব্বে মায়িকরূপা মায়য়ৈব বৎসবালচতুর্ভুজাদীন্ ক্ষণিকান্ দর্শয়ামাসেতি তে প্রাহুরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্গম মহিমান্বিত ভবদীয় চিন্ময় জগতের কথা দূরে থাকুক, কেবল জ্ঞানী অভিমানী বহির্ম্মুখগণের মতে তুমিও মায়োপাধি-বিশিষ্ট মায়াময় হইয়া থাক, ইহা বলিতেছেন—

'অজানতাং ত্বৎপদবীং', যাহারা আপনার প্রাপক ভক্তিযোগে অনভিজ্ঞ, এতাদৃশ জ্ঞানি-মানিগণের মতে আত্মস্বরূপ তুমিই প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বাতন্ত্র্যভাবে, ইহা জীব হইতে তোমার বিশেষ, 'মায়াং বিতত্য'—মায়া বিস্তারপূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছ, অর্থাৎ আকারশূন্য হইয়াও আকারবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাক। যেমন জগতের সৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণ দ্বারা আমি ব্রহ্মা, পালনে সত্ত্বগুণে তুমি বিষ্ণুর ন্যায় এবং সংহার-বিষয়ে তমোগুণে রুদ্রের ন্যায়। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন—নিরাকার আত্মা হইতে যেমন মায়িকাকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হইয়াছেন, তদ্রূপ জলস্থ নারায়ণ এবং যাবতীয় অবতার সমস্ত মায়িকরূপ ও মায়া-দ্বারাই বৎস-বালকাদি চতুর্ভুজরূপ ক্ষণিক কালের জন্য তুমিই দেখাইয়াছিলে ॥ ১৯ ॥

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, প্রভো, বিধাতঃ, অজনস্য (জন্মরহিতস্য নিত্যস্য) তে (তব) সুরেষু ঋষিষু তথা এব (তদ্বৎ) নৃষু অপি তির্য্যক্ষু কীটপতঙ্গাদি-নীচজাতীয়েষু) যাদঃসু (মৎস্যাদি-জলজন্তুষু) অপি জন্ম (অবতারঃ) অসতাং (দুরাত্মনাং) দুর্ম্মদনিগ্রহায় (গর্ব্বনাশায় তথা) সদনুগ্রহায় (সতাং সাধূনাং অনুগ্রহায় ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, হে প্রভো, হে বিধাতঃ, আপনি বস্তুতঃ জন্মরহিত, তথাপি সুর, ঋষি, নর, তির্য্যক্ ও মৎস্যাদি জলজন্তু প্রভৃতিতে আপনার আবির্ভাব কেবলমাত্র দুরাত্মাগণের সর্ব্বনাশ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্যই হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তৈঃ স্বভক্তানাং পরাভবাভাবার্থং যৎ স্বপদবীজ্ঞাপনং প্রায়স্তদর্থমেব তব সর্ব্বেঽবতারা ইত্যাহ—সুরেষ্বিতি। অসতামসাধূনাং বয়মেব জ্ঞানবন্ত ইতি যো দুষ্টো মদস্তস্য নিগ্রহায়। সতাং ভক্তানাং স্বীয়সচ্চিদানন্দময়রূপগুণলীলানুভাবনয়া অনুগ্রহায়। যদুক্তম্ "সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং নিজং ভবে"দিত্যাদি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক স্বীয় ভক্ত সকলের পরাভব-দূরীকরণার্থে স্বপদবী-জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই প্রায় তোমার অবতার সমস্ত হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'সুরেষু' ইত্যাদি। 'অসতাং দুর্ম্মদ-নিগ্রহায়'—অসাধু সকলের 'আমরাই জ্ঞানী', ইত্যাদি দুর্ম্মদ নিরাস করিবার নিমিত্ত এবং 'সদনু-গ্রহায়'—ভক্তগণের প্রতি স্বীয় সচ্চিদানন্দময় রূপ, গুণ, লীলাদি অনুভব দ্বারা অনুগ্রহ বিতরণার্থ (দেবতা, ঋষি, নর, তির্য্যক্ ও জলজন্তু মধ্যে তোমার আবির্ভাব হইয়া থাকে)। তাহা না হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা তোমাকে জানিতে সক্ষম হইত ? আর কেই বা হিতকর উপদেশাদি উপদেশ করিতে পারিত ? যেমন উক্ত হইয়াছে—"সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ" (১০।২।৩৫), অর্থাৎ হে বিধাতঃ ! যদি তোমার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপু প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদ-নিবর্ত্তক অপ-রোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইত না ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্, ভগবন্, পরাত্মন্, যোগে-শ্বর, ক্ব (কুত্র) কথং (কেন প্রকারেণ) বা কদা কতিবা যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি (অহো,) ভবতঃ উতীঃ (লীলাঃ) ত্রিলোক্যাং (লোকত্রয়ে) কঃ (জনঃ) বেত্তি (জানাতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া কোন্ সময়ে কোথায় কি ভাবে কত প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অহো, আপনার সেই সকল লীলা ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জানিতে সমর্থ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কৃষ্ণস্য মম ভূভারহরণার্থমেব জন্ম, রামস্য রাবণবধার্থমেব, শুক্লাদ্যবতারগণস্য তত্তৎসময়ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থমেবেতি প্রসিদ্ধির্নতু জ্ঞানিমা-

নিনাং দুর্ম্মদনাশার্থম্। সত্যং তব প্রাদুর্ভাবাদিলীলানাং কুত্র কুত্র বিষয়ে কিং কিং প্রয়োজনং কদা কদা বা কিয়ত্যো বা তা ইতি কাৎ´স্ন্যেন জ্ঞাতুং কোঽপি ন প্রভবতীত্যাহ—কো বেত্তীতি। ভূমন্, হে বিশ্বব্যাপকানন্তমূর্ত্তে, হে ভগবন্, ভূমত্বেঽপি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, হে পরাত্মন্, ভগবত্ত্বেঽপি পরমাত্মস্বরূপ, হে যোগেশ্বর, যোগমায়য়ৈবানুভাব্যমানভূমত্বাদিমহামহৈশ্বর্য্য, উতীর্জন্মাদিলীলাঃ ত্রিলোক্যাং ত্রিলোকীমধ্যবর্ত্তিনীর্লীলাঃ কো বেত্তি ন কোঽপি, যতঃ ক্বাহো ইত্যাদি। ননু তবানন্তা এব মূর্ত্তয়ো বিশ্বব্যাপিকাঃ ষড়ৈশ্বর্য্যবত্যঃ পরমাত্মস্বরূপা নতু ভৌতিক্যঃ ত্রৈলোক্যান্তর্বর্ত্তিনীরেব ভক্তিবিনোদনার্থা লীলাঃ কুর্ব্বত্যঃ সর্ব্বা এব সদৈব যুগপদেব ক্রীড়ন্তীতি কথং সম্ভবেদিত্যত আহ—বিস্তারয়ন্নিতি। অচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়য়ৈব তত্তদুপাসকভক্তান্ প্রতি তাসাং যথাসময়ং প্রকাশনাবরণাভ্যামেব ক্রীড়ানির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কৃষ্ণরূপে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত আমার আবির্ভাব, রামচন্দ্রের রাবণবধের নিমিত্ত, শুক্লাদি অবতারবৃন্দের তত্তৎকালে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত (আবির্ভাব), এরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে কিন্তু জ্ঞানি-মানিগণের দুর্ম্মদ নিরাস করিবার জন্য নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, তোমার জন্মাদি লীলা কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে, কি কারণে, কত সংখ্যক হইয়া থাকে, তাহা সমগ্ররূপে জানিতে কেহই সমর্থ নহে। হে ভূমন্! তুমি দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বা বিশ্বব্যাপক মূর্ত্তি, তাহাতে আবার ভগবান্ অচিন্ত্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও পরাত্মা পরমাত্মস্বরূপ। হে যোগেশ্বর! তুমি স্বীয় যোগমায়া কর্ত্তৃক সংশ্লিষ্ট থাকায় ঐ বিশ্বব্যাপকাদি গুণে অচিন্ত্য মহা মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছ। 'উতীঃ'—জন্মাদি লীলাসমূহ, 'ত্রিলোক্যাং'—ত্রিলোক-মধ্যবর্ত্তিনী লীলাসমূহ কে জানিতে পারে? কেহই নহে, যেহেতু 'ক্ব বা কথং বা' ইত্যাদি (অর্থাৎ কোন্ সময়ে কোথায় কি ভাবে কত প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন—ইহা কেহই জানিতে সক্ষম নহে)। যদি বলেন—তোমার অনন্ত মূর্ত্তিসকল বিশ্বব্যাপিকা ষড়ৈশ্বর্য্যবতী পরমাত্মস্বরূপা, কিন্তু ভৌতিকী নহে, এ অবস্থায় ত্রিলোকমধ্যবর্ত্তিনী ভক্তিবিনোদনার্থ লীলাসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক সকলেই সর্ব্বদা যুগপৎ ক্রীড়া করিতেছেন—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বিস্তারয়ন্', স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়ার দ্বারাই সেই সেই উপাসক ভক্তগণের প্রতি সেই মূর্ত্তিসকলের যথাসময়ে প্রকাশন ও আবরণের দ্বারাই ক্রীড়া-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ ॥ ২১ ॥

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ ইদম্ অসৎ স্বরূপং (সার্ব্বকালিক-সত্তারহিতঃ স্বরূপং যস্য তৎ অতএব) স্বপ্নাভং (স্বপ্নবদল্পকালবর্ত্তি) অস্তধিষণম্ (অস্তা লুপ্তা জ্ঞানম্ অবিদ্যয়া যস্য তৎ অতএব) পুরুদুঃখদুঃখম্ (অতিশয়-দুঃখপ্রদম্) অশেষং (সর্ব্বমেব) জগৎ নিত্যসুখবোধতনৌ (সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে) অনন্তে ত্বয়ি এব (অধিষ্ঠানভূতে) মায়াতঃ (কারণাৎ) উদ্যৎ (উদ্ভবৎ) অপি যৎ (বিনশ্যৎ) সৎ ইব (সত্যম্ ইব) অবভাতি (ভাসতে) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ ইদঙ্কারাস্পদং জগদেব মায়িকং মধ্যমপরিমাণবত্ত্বেঽপ্যেতৎপরিচ্ছেদকং ত্বদ্বপুস্তু শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেবেতি প্রকরণমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অসৎ সার্ব্বকালিকসত্তারহিতং স্বরূপং যস্য তৎ। অতএব স্বপ্নাভং স্বপ্নাত্মজ্ঞানবদল্পকালবর্ত্তি নতু স্বাপ্নিকবস্তুবদস্য জগতো মিথ্যাত্বং ব্যাখ্যেয়ং 'প্রধানপুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃ'দিতি সপ্তমোক্তেঃ, 'সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজত'েতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেশ্চ। অস্তা লুপ্তা ধিষণা জ্ঞানমবিদ্যয়া যস্য তৎ। নিত্য-

মিতি সন্ধিনী, সুখমিতি হলাদিনী, বোধ ইতি সম্বিদতঃ এতৎ স্বরূপশক্তিত্রিতয়াত্মকত্বাৎ সদানন্দচিন্ময্যস্তনবো যস্য তস্মিন্ ত্বয়ি অধিষ্ঠানে মায়াতঃ কারণাদুদ্যৎ উদ্গচ্ছৎ অপি যৎ অস্তং গচ্ছদপি সদিব সার্ব্বকালিকমিব। যদ্বা, যস্মাৎ সদনুগ্রাহকানি ত্বৎস্বরূপাণ্যেব মঙ্গলানি তস্মাদিদং জগদেব অসৎস্বরূপং অমঙ্গলাত্মকং। ননু মিথ্যাভূতস্য জগতঃ কিং ভদ্রাভদ্রবিচারেণ তত্রাহ—স্বপ্নাভং স্বপ্নবন্ন ভাতীতি তৎমিথ্যাত্বেন ন প্রতীতমিত্যর্থঃ। কিন্তু অস্তধিষণত্বাৎ পুরুদুঃখদুঃখত্বাদভদ্রমপি সদিব বিষয়ানন্দদৃষ্ট্যা উত্তমমিবাভাতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইদঙ্কারাস্পদ জগত মায়িক ও মধ্যম পরিমাণযুক্ত হইলেও, ইহার পরিচ্ছেদক তোমার বিগ্রহ কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকই—এইরূপে প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। 'অসৎ'— সার্ব্বকালিক-সত্তারহিত যাহার স্বরূপ, অতএব 'স্বপ্নাভং'—স্বপ্নতুল্য অল্পকাল স্থায়ী (জগৎ)। কিন্তু স্বাপ্নিক বস্তুর ন্যায় এই জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করা চলে না, যেহেতু সপ্তম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে— "প্রধান-পুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ" (৭।১।১১), অর্থাৎ হে রাজন্! ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর সত্যস্রষ্টা, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সহযোগিতায় কালকেও সৃষ্টি করেন, অতএব তিনি কালের অধীন নহেন। মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর এই সত্য বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি। 'অস্তধিষণং'—অবিদ্যা দ্বারা বুদ্ধি লোপ হওয়ায় অশেষ দুঃখপ্রদ, এতাদৃশ এই নিখিল জগৎ, 'নিত্যসুখবোধতনৌ'—নিত্য বলিতে সন্ধিনী, সুখ—হলাদিনী, বোধ —সম্বিৎ, অতএব এই স্বরূপশক্তিত্রয় বিশিষ্ট বলিয়া সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহসমূহ যাঁহার, সেই (তোমার অধিষ্ঠানে) 'মায়াতঃ উদ্যদপি'—তোমার মায়া অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিকা যোগমায়া হইতে উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও, 'সদিব'—সার্ব্বকালিকের ন্যায় নিত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে। (অর্থাৎ এই মিথ্যাদিরূপ জগৎ প্রপঞ্চও তোমার অধিষ্ঠানহেতু সত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে)। অথবা—যেহেতু সদনুগ্রাহক তোমার মূর্ত্তিসমূহ মঙ্গলময়, অতএব এই জগৎ অসৎস্বরূপ অমঙ্গলাত্মক। যদি বলেন—দেখুন, মিথ্যাভূত জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচারের কি প্রয়োজন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স্বপ্নাভং', স্বপ্নের ন্যায় প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ স্বপ্নের মত মিথ্যাত্বরূপে প্রতীত হয় না, এই অর্থ। কিন্তু অবিদ্যার দ্বারা বুদ্ধি লোপ হওয়ায় অশেষ দুঃখপ্রদ বলিয়া অমঙ্গলরূপ হইলেও 'সদিব'—সত্যের ন্যায়, অর্থাৎ বিষয়ানন্দ প্রাপ্তিতে উত্তমের ন্যায় বোধ হয় ॥ ২২ ॥

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ ত্বং সত্যঃ (যতঃ) আত্মা (পরমাত্মা দৃশ্যম্ অসত্যং ততো ভিন্নঃ ত্বং) আদ্যঃ (কারণম্) পুরাণপুরুষঃ (কার্য্যাৎ পূর্ব্বমপি বর্ত্তমানঃ) নিত্যঃ (সনাতনঃ) পূর্ণঃ অজস্রসুখঃ (নিত্যানন্দ স্বরূপঃ) অক্ষরঃ (কূটস্থঃ অমৃতঃ) অনন্তঃ (দেশকালপরিচ্ছেদরহিতঃ) অদ্বয়ঃ উপাধিতঃ মুক্তঃ নিরঞ্জনঃ (নির্ম্মলঃ ভবসি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা, আপনি পরমাত্মা এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগজন্মাদির মূল কারণ, পুরাণ পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, কূটস্থ, অমৃতস্বরূপ এবং উপাধিমুক্ত নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক গুণশূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয় ॥২৩

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তবানন্তমূর্ত্তিত্বেঽপি ত্বমচিন্ত্যশক্ত্যা একমূর্ত্তিরেবেত্যাহ—এক ইতি। ত্বম্ এক আত্মা পরমাত্মেত্যর্থঃ। জীবাত্মনাং বহুত্বেনৈকত্বাভাবাৎ। ননু পরমাত্মা নিরাকার এব ন পুরুষঃ পুরুষশব্দস্যাকৃতিমত্যেব পদার্থে রূঢ়েঃ। কিমন্যঃ পুরুষ ইবার্ব্বাচীনঃ ন পুরাতনঃ। ননু নন্দপুত্রত্বাদর্ব্বাচীনোঽপ্যহং পুরাতনো ভবতঃ স্তুত্যৈবাভূবং নতু যথার্থতয়েতি তত্রাহ, সত্যঃ ত্বং নন্দপুত্রোঽপি সত্যঃ ত্রৈকালিকসত্তাবান্ পুরাণপুরুষ ইত্যর্থঃ। নন্বস্য পুরুষস্য কালকর্ম্মাদিপ্রকাশ্যত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন স্বয়ংজ্যোতিস্ত্বন্ত স্বপ্রকাশঃ, কিং সূর্য্যাদিবৎ পরিচ্ছিন্নঃ ন অনন্তঃ ন বিদ্যতেঽন্তঃ কালতো দেশতশ্চ যস্য সঃ।

নন্বন্যোঽপ্যবতারা এবম্ভূতা এব তেষামহং কতমস্তত্রাহ, আদ্যঃ ত্বং তেষামপি মূলভূতোঽবতারীত্যর্থঃ। নন্বহং দ্বিপরার্দ্ধান্তে কিমেতৎস্বরূপেণৈবাবস্থাস্যামি নবেত্যত আহ, নিত্যঃ জগদিদং পুরাতনমপি সত্যমপি দ্বিপরার্দ্ধান্তে স্বরূপেণাস্থায়িত্বাদনিত্যমুচ্যতে। ত্বন্তু তদাপি নন্দপুত্রাকারেণাপি স্থাস্যসীতি নিত্য উচ্যসে। ত্বদাকারস্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ 'যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতী' ত্যাদৌ 'যঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মেতি গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনমি"তি বা তাপনীশ্রুতেঃ। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ"মিতি ত্বদুক্তেশ্চ। নন্বাকারবতঃ ষড়্‌বিকারবত্বেন প্রতিক্ষণক্ষরত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন অক্ষরঃ, নন্বাকারবন্তো হ্যবশ্যমেব সুখদুঃখধর্ম্মানো ভবন্তি তত্রাহ—অজস্রসুখঃ। ননু মম বাল্যে গোপীস্তন্যদুগ্ধদধিঘৃতাদিষু লোভঃ, পৌগণ্ডে কালিয়াদিষু কোপঃ, কৈশোরে গোপিকাসু কাম ইত্যহং কামাদিমালিন্যযুক্ত এব, ন নিরঞ্জনঃ ত্বৎকামাদীনামপি চিন্ময়ত্বাৎ। ননু তদপি গোপিকাদিসাপেক্ষত্বাদপূর্ণস্তু ভবাম্যেবেতি তত্রাহ—পূর্ণঃ, প্রেমিভক্তসাপেক্ষত্বং হি ন পূর্ণত্বং ব্যাহন্তীত্যর্থঃ। নন্বেবম্ভূতো মদ্বিধঃ কোঽপ্যন্যো বর্ত্ততে ন বেতি তত্রাহ অদ্বয়ঃ। ননু সত্যমদ্বয়ত্বাৎ পূর্ণব্রহ্মৈবাহং তদপি কেচিন্মাং বিদ্যোপাধিং মন্যন্তে তত্রাহ—উপাধিতো মুক্ত ইতি, "বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্ন" ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। যতস্ত্বমমৃত ইতি 'অমৃতং শাশ্বতং ব্রহ্মে"তি শ্রুত্যুক্তমমৃতশব্দবাচ্যং নিরুপাধিব্রহ্মৈব। শ্লেষেণ ন বিদ্যতে মৃতং মৃত্যুর্যস্মাৎ স ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তোমার অনন্তমূর্ত্তি থাকিলেও অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তুমি একমূর্ত্তিই, ইহা বলিতেছেন—'একঃ' ইত্যাদি। তুমি এক আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, এই অর্থ, কারণ জীবাত্মার বহুত্ব বলিয়া একত্বের অভাব। যদি বলেন—পরমাত্মা তো নিরাকার, তাহাতে বলিতেছেন—না, তুমি 'পুরুষ', পুরুষ-শব্দের অর্থ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থেই রূঢ়ি। তাহা হইলে কি অন্য পুরুষের ন্যায় অর্ব্বাচীন? তাহাতে বলিতেছেন—না, তুমি 'পুরাতন'। যদি বলেন—দেখুন, নন্দপুত্রত্বহেতু আমি অর্ব্বাচীন হইয়াও তোমার স্তুতিতে পুরাতন হইলাম, কিন্তু যথার্থরূপে নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'সত্যঃ', তুমি নন্দের পুত্ররূপেই সত্য, অর্থাৎ ত্রৈকালিক-সত্তাবিশিষ্ট পুরাণ পুরুষ, এই অর্থ। যদি বলেন—পুরুষ কাল-কর্ম্মাদিহেতু জন্মগ্রহণ করে, আমিও কি তদ্রূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, 'স্বয়ংজ্যোতিঃ', তুমি স্বপ্রকাশ। তাহা হইলে কি সূর্য্যাদির ন্যায় আমি পরিচ্ছিন্ন? না, 'অনন্তঃ'—কালতঃ ও দেশতঃ যাঁহার অন্ত নাই, সেই তুমি। দেখুন—অন্য অবতার সকলও এই প্রকার, তন্মধ্যে আমি কতমঃ (কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছি)? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আদ্যঃ', তাঁহাদেরও মূলস্বরূপ তুমি স্বয়ং অবতারী। যদি বলেন—দ্বি-পরার্দ্ধ অবসানে এই স্বরূপেই কি আমি অবস্থান করিব, কিম্বা না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'নিত্যঃ', এই জগৎ পুরাতন ও সত্য হইলেও দ্বিপরার্দ্ধান্তে স্বরূপে অস্থায়ী বলিয়া অনিত্য, কিন্তু তুমি এই নন্দপুত্ররূপেই অবস্থান করিবে বলিয়া তুমি নিত্য, যেহেতু তোমার এই নন্দনন্দনরূপই পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ। যেমন তাপনী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন, যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, সেই বৃন্দাবন-কল্পবৃক্ষতলে সমাসীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দকে স্মরণ করি' ইত্যাদি। শ্রীগীতাতে তোমার উক্তি—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। যদি বলেন—দেখুন, উৎপত্ত্যাদি ছয়টি বিকার যুক্ত বলিয়া আকারবিশিষ্ট পুরুষ প্রতিক্ষণে ক্ষয়শীল হয়, আমিও কি তদ্রূপ? তাহাতে বলিতেছেন—না, 'অক্ষরঃ', তুমি অপক্ষয়রহিত। দেখুন—আকৃতিবানের অবশ্যই সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। তাহাতে বলিতেছেন—'অজস্রসুখঃ', তুমি অনিয়মিত সুখস্বরূপ। দেখুন—আমার বাল্যকালে গোপী-স্তনদুগ্ধ, দধি ও ঘৃতাদির প্রতি লোভ, পৌগণ্ডে কালিয় প্রভৃতির প্রতি ক্রোধ, কৈশোরে গোপিকাগণে কাম, ইহাতে আমি কামাদি-মালিন্যযুক্তই। তদুত্তরে বলিতেছেন—'নিরঞ্জনঃ', না, তুমি নির্ম্মল, যেহেতু তোমার কামাদিও চিন্ময়। তাহা হইলেও গোপিকাদিতে অপেক্ষা থাকায় আমি অপূর্ণই, তদুত্তরে বলিতেছেন—তুমি 'পূর্ণ', যেহেতু প্রেমী ভক্তজনের অপেক্ষা পূর্ণত্বের হানি করে না—এই ভাবার্থ। যদি বলেন এই প্রকার

আমার মত অন্য কেহ আছে বা নাই? তাহাতে বলিতেছেন—'অদ্বয়ঃ', তুমি অদ্বিতীয়, অনুপম। যদি বলেন—সত্য, অদ্বয়হেতু আমিই পূর্ণব্রহ্ম, তথাপি কেহ কেহ আমাকে বিদ্যোপাধিযুক্ত মনে করেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—'উপাধিতঃ মুক্তঃ', তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা দ্বিবিধ উপাধি হইতে মুক্ত। গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'বিদ্যা ও অবিদ্যা ভিন্ন', যেহেতু তুমি 'অমৃতঃ'—বিনাশরহিত, 'অমৃত শাশ্বত ব্রহ্ম'—এই শ্রুতিবচনানুসারে তুমিই অমৃতশব্দবাচ্য নিরুপাধি ব্রহ্ম। শ্লিষ্টার্থে—যাঁহা হইতে মৃত্যু থাকিতে পারে না, অর্থাৎ যাঁহার আশ্রয়ে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই তুমি ॥ ২৩ ॥

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাদেবম্বিধজ্ঞানান্মুক্তিরিত্যাহ) যে (জনাঃ) গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা (গুরুরেব অর্কঃ সূর্য্যঃ তস্মাৎ লব্ধা উপনিষৎ জ্ঞানং তদেব সুচক্ষুঃ সুনেত্ররূপং তেন) সকলাত্মনাং (সর্ব্ব-জীবাত্মনাং) স্বাত্মানং (মূর্ত্তত্বেন মনোনয়নাহলাদ-কত্বাৎ শোভনমাত্মানং পুরুষ স্বরূপমেব) এবম্বিধং ত্বাং আত্মাত্মতয়া (পরমাত্মত্বেন) বিচক্ষতে (পশ্যতি) তে (জনাঃ) ভবানৃতাম্বুধিং (মিথ্যাভূতং ভবসমুদ্রং) তরন্তি ইব ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যে সকল মহাজন গুরুরূপী সূর্য্য হইতে জ্ঞানরূপ সুচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ আপনাকে পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহারা এই 'অহং মমাদি' মিথ্যাভিমানরূপ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ত্বদীয়নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপোপাসকা অপি ত্বয়ি পুরুষাকারস্বরূপে পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা ভাগ্যবশাদ্‌যদি প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ স্যুস্তর্হি তে শান্তভক্তাঃ সংগীয়ন্ত ইত্যাহ—এবম্বিধম্ উক্তলক্ষণং ত্বাং সকলাত্মনাং সর্ব্বজীবাত্মনাং স্বাত্মানং মূর্ত্তত্বেন মনোনয়নাহলাদকত্বাৎ শোভনমাত্মানং পুরুষস্বরূপমেব আত্মাত্মতয়া পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা যে পশ্যন্তি "পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতে"তি শ্রীভক্তিরসামৃতোক্তেঃ। কেন? গুরুরেবার্কস্তস্মাল্লব্ধা অধ্যয়নেন প্রাপ্তা যা উপনিষৎ সৈব সুচক্ষুস্তেন তদর্থাবগাহনোত্থেন জ্ঞানেন ভব এব অনৃতাম্বুধিস্তং তরন্তীব ॥২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসকগণ পুরুষাকার-স্বরূপ তোমাতে পরমাত্মরূপে ভক্তিহেতু সৌভাগ্যবশতঃ যদি নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা শান্তভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন, ইহা বলিতেছেন—'এবম্বিধং ত্বাং'-পূর্ব্বোক্ত পুরুষরূপ তোমাকে, সকলাত্মনাং স্বাত্মানং' —নিখিল জীবের আত্মা, অর্থাৎ সাকারত্ব-নিবন্ধন মন ও নয়নের আহলাদকত্বহেতু পরম পুরুষ তোমাকে তাঁহারা পরমাত্মরূপে ভক্তিতে দর্শন (অনুভব) করিয়া থাকেন। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে—'পরমাত্ময়া কৃষ্ণে জাতা শান্তী রতি র্মতা" (২।৫।১৮), অর্থাৎ প্রায়ই শম-প্রধান ব্যক্তিদের পরমাত্মবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধবর্জ্জিত (আমার প্রভু বা সখা ইত্যাদি মমতালেশশূন্য) সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপে যে শুদ্ধারতি জন্মে, তাহাকে 'শান্তি' বলে। কেমন করিয়া দেখেন? তাহাতে বলিতেছেন—'গুর্ব্বর্ক-লব্ধ'-ইত্যাদি, অর্থাৎ গুরুরূপ সূর্য্য হইতে অধিগত উপনিষৎ তত্ত্ব-রহস্যস্বরূপ সুনির্ম্মল চক্ষু দ্বারা যাঁহারা তোমাকে দেখেন, তাঁহারা 'ভবানৃতাম্বুধিং তরন্তি ইব' —জন্ম-মরণাদি দুঃখময় সংসাররূপ মিথ্যাসাগর হইতে যেন উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মানং (তব শ্রীবিগ্রহং) আত্মতয়া (বিদ্রূপতয়া) অবিজানতাং তেন (অজ্ঞানেনৈব) নিখিলং প্রপঞ্চিতং জাতং (নিখিল প্রপঞ্চো জায়তে) ভূয়ঃ অপি (পুনরপি) জ্ঞানেন (আত্মতা জ্ঞানেন) তৎ (প্রপঞ্চিতং) রজ্জ্বাম্ অহেঃ (সর্পস্য) ভোগভবাভবৌ

যথা (শরীরস্য অধ্যাসাপবাদৌ) যথা (ইব) প্রলীয়তে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—যেরূপ অজ্ঞান জন্যই রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলিয়া যাহারা জানে না, তাহাদের অজ্ঞান হেতু সংসার হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তরন্ত্যেব তে কিমিতি তরন্তীবেতি ব্রূষে ? তথা ভবস্য চানৃতত্বং বা কুতস্তত্র তেষাং জ্ঞানিনামাশ্রয়ণীয়ে বিবর্ত্তবাদমতে জগদিদমনৃতমেব তত্তরণমপ্যনৃতমেবেত্যতস্তরন্তীবেত্যুচ্যতে ইত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। আত্মানং জীবম্ আত্মতয়া জ্ঞানানন্দ-ময়াত্মত্বেন অবিজানতাং কিন্তু অবিদ্যয়া আবরণাৎ জ্ঞাতুমশক্নুবতাং নৈব জানতাং তেনৈবাজ্ঞানেন নিখিলং প্রপঞ্চিতং সর্ব্বঃ সংসারোঽভূৎ। ভূয়ঃ পুনশ্চ সাংখ্যযোগবৈরাগ্যতপোভক্তিভিরাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বেন যজ্জ্ঞানং তেন তৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতং বিলীয়তে। যথা রজ্জ্বাম্ অহের্ভোগস্য সর্পশরীরস্য অজ্ঞানজ্ঞানাভ্যাং ভবাভবৌ অধ্যাসাপবাদৌ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়া থাকেনই, এরূপ না বলিয়া যেন উত্তীর্ণ হন কিজন্য বলিতেছেন ? তদুত্তরে—এই জগতের মিথ্যাত্বই বা বা কি প্রকারে ? জ্ঞানিগণের আশ্রয়ণীয় বিবর্ত্তবাদ-মতে এই জগৎ মিথ্যাই, অতএব তাহার উত্তরণও মিথ্যাই, এইহেতু যেন উত্তীর্ণ হন, ইহা বলিলেন, তাহা দুইটি শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন—'আত্মানং' ইত্যাদি। এখানে আত্মা বলিতে জীবাত্মা, তাহাকে জ্ঞানানন্দময়রূপে 'অবিজানতাং'—অবিদ্যার আবরণহেতু যাহারা জানিতে সমর্থ নহেন, তাহাদিগেরই সেই অজ্ঞানবশতঃই 'নিখিলং প্রপঞ্চিতং'—সমস্ত সংসার হইয়া থাকে। আবার সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তির দ্বারা দেহব্যতিরিক্তরূপে আত্মার যে জ্ঞান, তাহার দ্বারাই এই প্রপঞ্চিত বিলীন হইয়া যায়—যেমন রজ্জুতে আপাততঃ রজ্জুজ্ঞান না হইয়া 'এইটি সর্প' এইরূপ প্রতীতি হয়, কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধানের পরে রজ্জু-জ্ঞান হইলে পূর্ব্ব অজ্ঞানকৃত রজ্জুতে সর্পারোপ বিষয়ে অবশ্য অপ্রতীতি হইয়া থাকে। (কারণ প্রমা-ভ্রান্তি দ্বারাই সংসার ও প্রমা-জ্ঞানেই সংসার-নাশ হইয়া থাকে।) ॥ ২৫ ॥

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু জ্ঞানিনস্তরন্ত্যেব, কিমিদমুচ্যতে তরন্তি ইব ইতি তত্রাহ) অজস্র চিত্যাত্মনি (অখণ্ডানুভব-স্বরূপে) পরে (শুদ্ধে) কেবলে (আত্মনি) বিচার্য্যমাণে (সতি) তরণৌ (সূর্য্যে) অহনী (রাত্র্যহনী) ইব অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ (অজ্ঞানেন সংজ্ঞা নাম যয়োঃ তৌ) ভববন্ধমোক্ষৌ (ভবেন বন্ধঃ মোক্ষশ্চ তৌ) দ্বৌ নাম ঋতজ্ঞভাবাৎ (ঋতশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি যো ভাবঃ ঋতজ্ঞভাবঃ তস্মাৎ অব্যভিচরিত জ্ঞানাৎ) অন্যৌ নাম ন স্তঃ (পৃথক্ সত্তাবন্তৌ ন বিদ্যেতে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ভববন্ধ ও মোক্ষ—এই দুইটী সংজ্ঞাই অজ্ঞানকৃত, সুতরাং সত্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যে যেরূপ দিবা ও রাত্রির অস্তিত্ব নাই সেইরূপ মায়া-সম্বন্ধশূন্য অখণ্ড-অনুভব-স্বরূপ আত্মতত্ত্বে ঐ দুইটীর (বন্ধ ও মোক্ষ) অধিষ্ঠান নাই অর্থাৎ অনাত্ম ধারণা হইতেই ঐ দুইটীর উৎপত্তি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উহা মিথ্যা ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব ভবস্যানৃতত্বম্, অনৃতত্বাদেব তত্তরণস্যাপ্যনৃতত্বং স্পষ্টয়তি অজ্ঞানেতি। অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যয়োস্তৌ ভববন্ধমোক্ষৌ ভবঃ সংসারস্তদ্রূপো বন্ধশ্চ তন্মোক্ষশ্চ তৌ দ্বৌ নাম জ্ঞভাবো জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানমিতি যাবৎ, ঋতশ্চাসৌ জ্ঞভাবশ্চ তস্মাদন্যৌ যৌ স্তঃ তৌ ঋতজ্ঞভাবে তস্মিন্নজস্রচিত্যাত্মনি তৎস্বরূপে জীবে কেবলে দেহাদি-সঙ্গরহিতে বিচার্য্যমাণে সতি ন স্তঃ ন সম্ভবত ইত্যন্বয়ঃ। দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি। যে অহনী লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন রাত্র্যহনী তরণেরন্যৌ স্তঃ। তে তু তরণৌ তথা বিচার্য্যমাণে যথা ন সম্ভবতইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সংসারের মিথ্যাত্ব এবং মিথ্যাত্ব বলিয়াই তাহার তরণেরও মিথ্যাত্ব স্পষ্টভাবে

বলিতেছেন—'অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ', অজ্ঞান-দ্বারা লব্ধ-সংজ্ঞ সংসার-বন্ধন ও সংসার-মোচন (অর্থাৎ অহন্তা-মমতাত্মক অধ্যাসময় সংসাররূপ বন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তি) এই দুইটি নাম জীবের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ থাকিলেও তাহা মায়াবৃত্তি, 'ঋতজ্ঞভাবাৎ—জ্ঞ-ভাব বলিতে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান এবং ঋত, অর্থাৎ অব্যভিচারী জ্ঞানপদার্থ বা যথার্থ জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ভাবে রহিয়াছে। কারণ অব্যভিচারি-জ্ঞানস্বরূপ বা সত্যজ্ঞান-স্বরূপ দেহাদি সঙ্গরহিত শুদ্ধ জীবাত্মাতে বন্ধন ও মোক্ষ-বিষয়ক সম্বন্ধ আছে কিনা ইহা বিচার করিলে নিত্যশুদ্ধ নিত্যসিদ্ধ জীবাত্মার বন্ধন ও মোক্ষ সম্ভবপর হয় না, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'তরণৌ অহনী ইব', যেমন দিবাকরের সম্বন্ধে দিবা ও রাত্রি কিছুই নাই, তদ্রূপ জীবাত্মার বন্ধন ও মোক্ষ কিছুই নাই। (অর্থাৎ দিবাকরের উদয়ে দিন ও তদভাবে রাত্রি হইয়া থাকে, পরন্তু সেই দিন ও রাত্রির সহিত দিবাকরের সম্বন্ধ আছে কি? বস্তুতঃ কালের বৃত্তিরূপত্ব-হেতু দিবাকরের পৃথক্‌ভাবে দিন ও রাত্রি হয় না—ইত্যাদি বিচার করিলে যেমন দিবাকরের পৃথক্‌রূপে দিন ও রাত্রি থাকে না, তদ্রূপ নিত্যমুক্ত জীবাত্মারও পৃথক্‌ভাবে অজ্ঞানকল্পিত বন্ধন ও মোক্ষ অসম্ভব।) ॥ ২৬ ॥

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বাং আত্মানং পরং (দেহাদিং) মত্বা (আত্মনি দেহাদিমধ্যস্য তথা) পরং (দেহাদিং) আত্মানং মত্বা (দেহাদৌ আত্মানমধ্যস্য) আত্মা পুনঃ বহিঃ মৃগ্য (মৃগ্যতে) অহো, অজ্ঞজনতাজ্ঞতা (অজ্ঞজনস্য কীদৃশী ভ্রান্তিঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞব্যক্তি আত্মস্বরূপ আপনাকে অনাত্ম অর্থাৎ আপনার শ্রীবিগ্রহকে মায়িক দেহ এবং আপনা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তুকে পরমাত্মা মনে করিয়া ভবদীয় পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্যত্র বহির্বিষয়ে আত্মতত্ত্বরূপ আপনাকে অনুসন্ধান করে। অহো! উহাদের কি মূর্খতা (অথবা) অজ্ঞব্যক্তি পরমাত্মস্বরূপ আপনাকেই শুদ্ধ জীবস্বরূপ মনে করিয়া আবার আত্মতত্ত্ব অন্যত্র অন্বেষণীয় এইরূপ কল্পনা করে। অহো, উহাদের কি মূর্খতা! ২৭॥

বিশ্বনাথ—যে ত্বাত্মবিন্মন্যাঃ পুরুষাকারং ত্বাং নাদ্রিয়ন্তে ত এব পূর্ব্বোক্তাঃ স্থূলতুষাবঘাতিন ইত্যাহ—ত্বামিতি। চ অপ্যর্থে। পরমাত্মানমেবাপি ত্বাং পুরুষাকারং পরং শুদ্ধপরমাত্মনোঽন্যং মায়াশবলম্ আত্মানং মত্বা আত্মা পরমাত্ম বহিরেব মৃগ্যঃ। অহো তস্যা অজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতা অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ বিবর্ত্তপরিণামাদয়ো বাদাঃ খলু চিদ্ভিন্নে মায়িকে জগত্যেব প্রবর্ত্তন্তে,। নতু পূর্ণচিতি ব্রহ্মণি। তথা 'শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধ'দিতি তৃতীয়াৎ। 'যত্তদ্ব-পুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্বিভুঃ। বভূব তেনৈব স বামনঃ' ইত্যষ্টমাৎ। "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" ইতি দশমাৎ। "গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীন"মিতি "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হী"তি গোপাল-তাপনীশ্রুতেশ্চ। পূর্ণব্রহ্মাত্মকে ভগবদ্বপুর্দ্ধামাদাবপি। যে তু শ্রুতিস্মৃতীক্ষণাভাবাদন্ধাস্তত্র তত্রাপি বিবর্ত্ত-মন্ধপরম্পরয়ৈব প্রবর্ত্তয়ন্তো ভ্রশ্যন্তি তে ত্বহো শব্দেন ব্রহ্মণা স্বসৃষ্টৌ শোচ্যেষু মধ্যে বিস্ময়রসবিষয়ী-চক্রিরে ইতি। অজ্ঞজনাজ্ঞতেত্যপি পাঠঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহারা আত্মবিদ্ অভিমানী হইয়া পুরুষাকার তোমার সমাদর করে না, তাহা-রাই পূর্ব্বোক্ত স্থূলতুষাবঘাতী, ইহা বলিতেছেন—'ত্বাম্' ইত্যাদি। এখানে 'চ'-কার 'অপি' (ও)-শব্দের অর্থে। যাহারা তুমি পরমাত্মা হইলেও তোমার পুরুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহকে মায়িক দেহ এবং তোমা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তুকে পরমাত্মা মনে করিয়া তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্যত্র বহির্বিষয়ে আত্মার অন্বেষণ করিয়া থাকে। অহো! সেই অজ্ঞজনের কি অত্যাশ্চর্য্য অজ্ঞতা। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—বিবর্ত্ত ও পরিণামাদি বাদসমূহ চিদ্ভিন্ন (অচিৎ) মায়িক জগতেই প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু পূর্ণচিৎস্বরূপ ব্রহ্মে নহে। যেমন তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধৎ" (৩।১২।৪৭), অর্থাৎ শব্দময় তনু বলিয়া ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) নিত্যই প্রকাশিত হন ইত্যাদি। অষ্টম স্কন্ধে বলা হইয়াছে—"যত্তদ্বপুর্ভাতি" (৮।১৮।১২) অর্থাৎ ভগবানের যে

বিগ্রহ ভূষণ ও আয়ুধসকলের সহিত নিত্য প্রকাশমান, সেই অব্যক্ত চিৎস্বরূপ বিগ্রহকেই তিনি ব্যক্তের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই বিগ্রহে মাতাপিতার গোচরেই অদ্ভুতচরিত নটের ন্যায় বামন ব্রাহ্মণকুমার হইলেন, অর্থাৎ শ্রীহরি সেই চিন্ময় মূর্ত্তির দ্বারাই বামনাকৃতি বপু হইয়াছিলেন। শ্রীদশমে—"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" (১০।১৩। ৫৪), অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্র বা বিজাতীয় ভেদরহিত ও সদা একমূর্ত্তিধারী বৎস ও পালকসকলের যে প্রভূত মাহাত্ম্য, তাহা আত্মজ্ঞানরূপ দৃষ্টিশালী জ্ঞানিগণেরও স্পর্শের অযোগ্যরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে অবস্থিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করি।" আরও, 'নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী বিরাজমান'। ইহাতে শ্রীভগবানের বিগ্রহ ও তাঁহার ধাম, পরিকরাদি নিত্য পূর্ণব্রহ্মাত্মক বলা হইল। যাহারা শ্রুতি-স্মৃতি দর্শনের অভাবে অন্ধ হইয়া অন্ধপরম্পরায় বিবর্ত্ত মত প্রবর্ত্তন করতঃ ভ্রষ্ট হইতেছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এখানে ব্রহ্মা 'অহো'-শব্দের দ্বারা নিজ-সৃষ্ট শোচ্যজনের প্রতি বিস্ময়রস প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে 'অজ্ঞজনাজ্ঞতা'—এরূপ পাঠান্তর আছে ॥ ২৭ ॥

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(বিবেকিনস্তু প্রত্যক্ স্বরূপমেব পরমাত্মানং বিচিন্বন্তীত্যাহ) (হে) অনন্ত, সন্তঃ (সাধবঃ) অতৎ ত্যজন্তঃ (জড়ং পরিহরন্তঃ) অন্তর্ভবে এব (ভবতীতি ভবং চিজ্জড়াত্মকং শরীরং তন্মধ্যে এব) ভবন্তং মৃগয়ন্তি (বিচিন্বন্তি ননু অসতঃ জ্ঞানেনালং কিমসতোঽপবাদেনেত্যাশঙ্ক্য অসতোঽপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং ন জ্ঞায়তে ইত্যাহ) অন্তি (সমীপে) অসন্তং (অবিদ্যমানম্) অপি অহিং (সর্পং) অন্তরেণ (তন্নিষেধং বিনা) সন্তঃ (জনাঃ) কিমু (কিং) সন্তং (বিদ্যমানং) তং গুণং (রজ্জুং) যন্তি (জানন্তি, সর্পত্ব-নিষেধং বিনা ন রজ্জুবুদ্ধির্জায়তে ইত্যর্থঃ) ॥২৮

অনুবাদ—অসত্যভূত সর্পবুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে কি রজ্জুবুদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হয়? তজ্জন্য হে অনন্ত, সাধুগণ জড়বিষয় ত্যাগ করিয়া হৃদয়মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিজ্ঞাস্তু ত্বাং মায়োপাধিত্বেন মন্যন্তে, কিন্তু জীবাত্মানমেবাতস্তমেব মায়ামালিন্যতো বিচ্যুতীকর্ত্তুং তমেব কেবলং শুদ্ধং মৃগয়ন্তীত্যাহ—অন্তর্ভবে শরীরমধ্য এব বর্ত্তমানম্ অনন্তভবম্ অনন্তা অসংখ্যা ভবা নানাযোনিষু জন্মানি যস্য তং প্রসিদ্ধমল্পজ্ঞং জীবাত্মানং মৃগয়ন্তি। কিং কুর্ব্বন্তঃ? অতৎ আত্মভিন্নং মায়িকং মায়াঞ্চ ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ। ননু চিন্ময়স্য জীবাত্মনো জ্ঞানেনালং কিং চিদ্ভিন্নস্যাপবাদেনেত্যাশঙ্ক্যাধ্যস্তস্যাপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং ন সম্যক্ জ্ঞায়ত ইতি সতাং ব্যবহারেণাহ—অসন্তমিতি। অন্তি সমীপে অসন্তমপ্যহিমন্তরেণ নায়মহিরিতি তদপবাদং বিনেত্যর্থঃ। সন্তং গুণং রজ্জুং সন্তঃ কিমু যন্তি জানন্তি নৈব জানন্তি। তথৈব "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ" ইতি শ্রুতের্জীবাত্মনঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসম্বন্ধো নৈবাস্তি তৎসম্বন্ধাভাবাদেব দেহো দৈহিকাঃ শোকমোহাদয়শ্চ তস্য নৈব সন্তি। তদপ্যবিদ্যয়ৈব তস্মিন্ জীবাত্মনি দেহোঽধ্যস্তঃ। ততশ্চ কদাচিদুদ্ভূতেন জ্ঞানেন নায়মাত্মা দেহ ইতি তস্য দেহস্যাসতোঽপ্যপবাদং বিনা সত্যং শুদ্ধং জীবাত্মানং কিং জানন্তি নৈব জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানিগণ তোমাকে মায়োপধিক মনে করেন, কিন্তু জীবাত্মাকে মায়া-মালিন্য হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত সেই কেবল শুদ্ধ স্বরূপ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'অন্তর্ভবে', এই শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান 'অনন্তভবং'—অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য নানাযোনিতে জন্ম যাহার, সেই অল্পজ্ঞ জীবাত্মাকে অন্বেষণ করেন। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'অতৎ ত্যজন্তঃ', আত্মভিন্ন মায়িক ও মায়াকে নিষেধ করতঃ। যদি বলেন—চিন্ময় জীবাত্মার জ্ঞান হইলেই যথেষ্ট, ইহাতে চিদ্ভিন্ন বস্তুর নিষেধের কি প্রয়োজন? এরূপ আশঙ্কা করতঃ অধ্যস্ত বস্তুর অপবাদ ব্যতীত অধিষ্ঠান তত্ত্ব সম্যক্

জানা যায় না— এই সজ্জনের ব্যবহার দ্বারা বলিতেছেন—'অসত্তম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প না থাকিলেও অবিদ্যমান সর্পের অপবাদ (নিরাকরণ) না করিলে, বিবেকিগণ সমীপে বিদ্যমান রজ্জুতে সর্পভ্রম থাকে বলিয়া 'ইহা রজ্জু' এইরূপ নিশ্চয়ত্বরূপে জানিতে পারে না। অতএব রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন বিচারদ্বারা সর্পাপবাদ দূর করিয়া বাস্তবিক রজ্জু জানিতে পারা যায়, তদ্রূপ সাধুগণ 'তন্ন তন্ন' ইত্যাদি নিরসন বাক্য দ্বারা তোমাকে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হন। যেমন "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ"— এই পুরুষ নিঃসঙ্গ, এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, অতএব সেই সম্বন্ধের অভাবহেতুই দেহ, দৈহিক শোক-মোহাদিও জীবাত্মার নাই। তাহা অবিদ্যার দ্বারাই সেই জীবাত্মাতে দেহ অধ্যস্ত হইয়াছে। তারপর কখনও উদ্ভূত জ্ঞানের দ্বারা 'নায়ম্ আত্মা দেহঃ' —এই আত্মা দেহ নহে, এইরূপ বিচারপূর্ব্বক সেই অবিদ্যমান দেহের অপবাদ বিনা সত্য শুদ্ধ জীবাত্মাকে কি জানা যায় ? কখনই নহে, এই অর্থ ।।২৮।।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, ভগবন্, অথ অপি (অপি চ) তে পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ (তব পাদপদ্মদ্বয়স্য করুণাকণামাত্রমধিগতঃ জনঃ) এব হি মহিম্নঃ তত্ত্বং (মাহাত্ম্য যাথার্থ্যং) জানাতি অন্যঃ (তদ্‌ভিন্নঃ) একঃ অপি (কশ্চিদপি) চিরং (দীর্ঘকালং) বিচিন্বন্ (অনুসন্দধানঃ) ন (ন জানাতীত্যর্থঃ) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্ম-যুগলের করুণা-কণামাত্র লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তস্য জীবাত্মনো ব্রহ্মসুখানুভবস্তু কেবলেন ত্বদ্ভক্তিলেশেনাপি ভবতি নান্যথেত্যাহ—অথাপীতি। যদ্যপি মায়ামায়িকসমস্তাংশবিচ্যুতঃ স্যাৎ তথা স জীবাত্মা। তদপি তব পদাব্জপ্রসাদলেশেনানুগৃহীত এব ভগবতস্তব যো মহিমা মহিমশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম তস্য তত্ত্বং জানাতি। যদুক্তং ত্বয়ৈব মৎস্যরূপেণ—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদী"তি। ব্যাখ্যা চ তত্রত্যা শ্রীস্বামিপাদানাং—মে ময়া অনুগৃহীতং তুভ্যং প্রসাদীকৃতং পরব্রহ্ম বেৎস্যসীতি। অত্র প্রসাদলেশো গুণীভূতভক্তিযোগো জ্ঞানিনাং পূর্ব্বসিদ্ধো বর্ত্তত এব। তেনানুগৃহীত ইতি অবিদ্যায়ামুপরতায়াং বিদ্যায়াশ্চোপরমারম্ভে "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে"দিতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানমপি ত্যক্তা তত উর্ব্বরিতাং ভক্তিমেব কেবলাং বহুমানয়ংস্তামেবাভ্যসেৎ যো জ্ঞানী তমেব প্রসাদলেশরূপো ভক্তিযোগোঽনুগৃহ্ণাতীত্যর্থঃ ; যস্ত ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং ন সাধনোপযোগ ইতি মত্বা জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ ত্যক্তা কেবলব্রহ্মানুভব এবোদ্যতঃ স্যাৎ স একোঽপি মুখ্যোঽপি জ্ঞানিসহস্রগুরুর্ভবন্নপীত্যর্থঃ। চিরং বিচিন্বন্ বহুশাস্ত্রাভ্যাসযোগাভ্যাসাভ্যাং বিচারয়ন্নপি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই জীবাত্মার ব্রহ্মসুখের যে অনুভব, তাহাও একমাত্র তোমার ভক্তিলেশেই হইয়া থাকে, অন্য প্রকারে নহে, ইহা বলিতেছেন—'অথাপি'। যদিও মায়া, মায়িক সমস্ত অংশ হইতে জীবাত্মা বিচ্যুতও হয়, তথাপি তোমার পাদপদ্মযুগলের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহে অনুগৃহীত ব্যক্তিই ভগবান্ তোমার যে মহিমা, অর্থাৎ মহিম-শব্দবাচ্য যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে। যেমন মৎস্যরূপে তুমিই বলিয়াছ—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ" (৮।২৪।৩৮), অর্থাৎ তৎকালে মৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং তোমার প্রশ্নদ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত পরব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সঙ্কেতিত মহান্ আমার যে মহিমা, অর্থাৎ আমারই ব্যাপক নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, ইহা তুমি অনুভব করিবে। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আমা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত অর্থাৎ আমিই তোমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ অনুভব করাইব। এখানে প্রসাদলেশ বলিতে গুণীভূত ভক্তিযোগ, তাহা জ্ঞানিগণের পূর্ব্বসিদ্ধ (সাধনের পূর্ব্ব-

দশাতে) রহিয়াছে। তাহার দ্বারা অনুগৃহীত বলিতে অবিদ্যা উপরত হইলে এবং বিদ্যার উপরম আরম্ভ হইলে 'জ্ঞানও আমাতে সমর্পণ করিবে'—ভগবানের এই উক্তিবশতঃ জ্ঞান-সাধনও পরিত্যাগ করতঃ তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ভক্তিকেই একমাত্র সমাদর-পূর্ব্বক যে জ্ঞানী ভক্তির অনুশীলন করেন, তাঁহাকেই প্রসাদলেশরূপ ভক্তিযোগ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন—এই অর্থ। কিন্তু যিনি ফলপ্রাপ্তি হইলে আর সাধনের উপযোগ নাই, এই মনে করিয়া জ্ঞান ও ভক্তিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মানুভবে উদ্যত হন, 'স একোঽপি'—তাদৃশ মুখ্য অর্থাৎ জ্ঞানি-সহস্রের গুরু হইলেও, 'চিরং বিচিন্বন্'—তিনি বহুকাল শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিচার করিয়া ও যোগাভ্যাসের দ্বারা অন্বেষণ করিয়াও তোমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৯॥

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, তৎ (তস্মাৎ) ভবে অত্র (ব্রহ্ম জন্মনি) অন্যত্র তিরশ্চাং বা (পশু-পক্ষ্যাদীনামপি মধ্যে বা যজ্জন্ম তস্মিন্ বা) যেন (ভাগ্যেন) অহং ভবজ্জনানাং (ভক্তানাং মধ্যে) একঃ (অন্যতমঃ) অপি ভূত্বা তব পাদপল্লবং নিষেবে (আরাধয়িষ্যামি) সঃ ভূরিভাগঃ (মহদ্ ভাগ্যম্) অস্তু॥৩০॥

অনুবাদ—হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্ম জন্মেই হউক কিম্বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ব্রহ্মন্, সাধ্যসাধনতত্ত্বজ্ঞশিরোমণে! স্তুত্যৈব ব্যঞ্জিতলক্ষণয়োর্ভক্তিজ্ঞানয়োর্মধ্যে তব কুত্র স্পৃহেত্যাতাহ—তদস্ত্বিতি। হে নাথেতি সম্বোধনেনৈব ব্যঞ্জিতায়াং সত্যামপি দাস্যস্পৃহায়াং ভো ব্রহ্মন্! উৎকর্ষনিকর্ষৌ সম্যক্তয়া বিচার্য্যৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টং বস্তু স্পষ্টং প্রার্থয়স্বেতি চেৎ স এব মে ভূরিভাগো মহদেব ভাগ্যং মনসা নির্দ্ধারিতমেব বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। যেন ভূরিভাগেন অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি বা তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তস্মিন্ বেতি ব্রহ্মজন্মারভ্য তির্য্যগ্যোনিপর্য্যন্তং যাবন্তি জন্মানি সম্ভবন্তি তেষ্বপি ক্বাপি জন্মনীতি ভাবঃ। "গজোগৃধ্রোবণিক্পথ" ইতি বচনাত্তির্য্যগ্যোনাবপি ভক্তিশ্রবণাৎ তিরশ্চামপীতি বহুবচনেনাপিশব্দেন চ মোক্ষায় জলাঞ্জলিং দত্ত্বা স্বস্য তু অত্রার্থে সহস্রজন্মপ্রার্থনাপি ব্যঞ্জিতা। ভবদীয়ানাং জনানাং মধ্যে একো যঃ কশ্চিদপি নিতরাং সাধকত্বসিদ্ধত্বয়োর্দশয়োঃ সেবে। তদেবং "নৌমীড্য! তে" ইত্যেকেন মাধুর্য্যম্, 'অস্যাপি দেবে'ত্যাদিভিঃ 'তদস্তু মে নাথ' ইত্যন্তৈঃ পদ্যৈরৈশ্বর্য্যং বিবৃতবতা ব্রহ্মণা তন্মধ্য এব 'জ্ঞানে প্রয়াস'মিতি 'তত্তেঽনুকম্পা'-মিত্যাভ্যাং কেবলায়াঃ ভক্তেরুৎকর্ষঃ। 'ত্বামাত্মানং পরং মত্বে'তি 'অজানতাং ত্বৎপদবী'মিত্যাভ্যাং কেবলজ্ঞানস্যাক্ষেপঃ। 'শ্রেয়ঃসৃতি'মিতি 'পুরেহ ভূম'ন্নিত্যাভ্যাং কেবলয়োর্জ্ঞানভক্ত্যোঃ ক্রমেণ বৈফল্য-সাফল্যে, 'অন্তর্ভবে অনন্তে'তি 'অথাপি তে দেবে'-ত্যাভ্যাং ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানম্। 'এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনা'মিত্যনেন শান্তভক্তিঃ। 'তদস্তু মে' ইত্যনেন দাস্যভক্তিশ্চাভ্যধায়ি। অতঃ পরন্তু মাধুর্য্যসিন্ধাবেব নিপতিষ্যতা ব্রহ্মণা 'অহোঽতিধন্যা' ইত্যাদিভিঃ রাগাত্মক-বাৎসল্যাদিরতিমন্ত এব স্তোষ্যন্তে ইতি স্তুত্যর্থতাৎপর্য্যনিষ্কর্ষঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! সাধ্য ও সাধনতত্ত্বের শিরোমণি তুমি, স্তুতির দ্বারাই প্রকাশিত ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোন্ বিষয়ে তোমার স্পৃহা? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে নাথ! এখানে 'নাথ'-সম্বোধনের দ্বারাই দাস্যে স্পৃহা ব্যঞ্জিত হইলেও, যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সম্যক্রূপে বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু প্রার্থনা কর। তাহাতে বলিতেছেন— 'স এব মে ভূরিভাগঃ' —তাহাই আমার মহাভাগ্য হইবে, ইহা মনে নির্ধারিতই রহিয়াছে। 'যেন'—যে মহদ্ভাগ্যের দ্বারা এই ব্রহ্মজন্মে কিংবা অন্য কোনও পশুপক্ষি প্রভৃতি তির্য্যক্ যোনিতেও যে জন্ম, তাহাতে, অর্থাৎ ব্রহ্মজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তির্য্যক্ যোনি পর্য্যন্ত যতগুলি জন্ম সম্ভব, তাহাদের মধ্যে কোনও জন্মে—এই অর্থ। কারণ "গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ" (১১।১২।৬), অর্থাৎ

গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার প্রভৃতিও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এই বচনানুসারে তির্য্যক্ যোনিতেও ভক্তি শ্রবণ করা যায়। এখানে 'তিরশ্চাম্ অপি'—বহুবচন ও অপি-শব্দের প্রয়োগে মোক্ষলাভে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মার ভগবৎসেবার প্রয়োজনে সহস্র জন্ম প্রার্থনা ব্যক্ত হইয়াছে। 'ভবজ্জনানাং'—তোমার ভক্তজনের মধ্যে সাধক ও সিদ্ধ দশাতে যে কোন একজন হইয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি, (এইরূপ মহদ্ভাগ্য আমার হউক)।

এখানে 'নৌমীড্য তে' (১ম শ্লোকে)—ভগবানের মাধুর্য্য, 'অস্যাপি' (২য় শ্লোক) হইতে 'তদস্তু মে নাথ' (৩০ শ্লোক) পর্য্যন্ত পদ্যের দ্বারা ব্রহ্মা ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'জ্ঞানে প্রয়াসম্' (৩য়) শ্লোক এবং 'তত্তেহনুকম্পাং' (৮ম) শ্লোকের দ্বারা কেবলা ভক্তির উৎকর্ষ। 'ত্বামাত্মানং পরং মত্বা' (২৭ শ্লোক) ও 'অজানতাং ত্বৎপদবীং' (১৯)—এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা কেবল জ্ঞানের আক্ষেপ। 'শ্রেয়ঃ সৃতিং' (৪ শ্লোক) এবং 'পুরেহ ভূমন্ (৫)—এই দুই শ্লোকে যথাক্রমে সাধনের বৈফল্য ও সাফল্য বর্ণিত হইয়াছে। 'অন্তর্ভবে অনন্ত' (২৮ শ্লোক) ও 'অথাপি তে দেব' (২৯)—দুইটি শ্লোকে ভক্তিমিশ্র জ্ঞান, 'এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনাং' (২৪) শ্লোকে শান্তভক্তি, 'তদস্তু মে নাথ' (৩০) শ্লোকে দাস্যভক্তি বলা হইয়াছে। ইহার পর মাধুর্য্যসিন্ধুতে নিপতিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মা 'অহোহতিধন্যাঃ' (৩১)—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা রাগাত্মিকা বাৎসল্যাদি রতিযুক্ত ব্রজজনের স্তুতি করিয়াছেন—ইহা ব্রহ্মার স্তুতির তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৩০ ॥

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপ্যথ নচালমধ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, অথ অদ্য অপি যৎ তৃপ্তয়ে (যস্য তব তৃপ্তিং জনয়িতুং) অধ্বরাঃ (সর্ব্বে যজ্ঞাঃ) ন অলং (ন সমর্থাঃ জাতাঃ তাদৃশেন) তে (ত্বয়া) বৎসতরাত্মজাত্মনা (গোবৎস গোপসুতরূপধারিণা) মুদা (প্রীত্যা) যাসাং স্তন্যামৃতং অতীব পীতং অহো, (তাঃ) ব্রজগোরমণ্যঃ (ব্রজস্থাঃ গাবঃ গোপ্যশ্চ) অতিধন্যাঃ (অতীব পুণ্যবত্য ইত্যর্থঃ)।।৩০।।

অনুবাদ—হে বিভো, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় নাই, অহো! সেই আপনি গোবৎস এবং গোপবালকগণের রূপে আনন্দে যাহাদের স্তন্যামৃত প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন সেই ব্রজ গো এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্য ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তত্র তদ্ভক্তেষ্বতিনিকৃষ্টস্য মমৈতাবত্যেব প্রার্থনা সমুচিতা ত্বৎপ্রসাদাৎ ফলবতী ভূয়াৎ যে তু ত্বদ্ভক্তেষ্বতিপ্রকৃষ্টাস্তেষাং ত্বয়ি শুদ্ধবাৎসল্যাদিরতিভাজাং পদবী প্রার্থয়িতুমযোগ্যা অস্মদাদিভিরতিদুর্ল্লভা কেবলং স্তূয়তে এবেত্যাহ—অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। ব্রজস্থা গাবো রমণ্যো গোপ্যশ্চ অতিধন্যাস্তত্রাপ্যহো ইত্যাশ্চর্য্যাভিধায়কপদেন বাঙ্মনসাগোচরশ্চমৎকারাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। তমেবাহ—তে ত্বয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপেণাপি যাসাং স্তন্যং দেহৈকাবয়বস্তনোত্তবম্ অমৃতং পীতং তত্রাপি মুদা তত্রাপ্যতীবেতি পুনঃ পুনঃ পানেঽপি মুদঃ প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণুত্বমেব, তত্রাপি গবাং বৎসতরাত্মনেতি দোহনাদিব্যবধানস্যাসহ্যত্বং গোপীনামাত্মজাত্মনেত্যন্যথা তৎপ্রাপ্ত্যভাবঃ, তত্রাপি বিভো! ইত্যতিলোভাৎ স্বস্য বহুস্বরূপীকরণেনেতি তাসাং মধ্যে একস্যা অপ্যেকস্তনোত্থো রসোঽপি ত্বয়া ত্যক্তুমশক্য ইত্যানন্দমাত্রস্বরূপস্য তবাপ্যানন্দকত্বাত্তাসাং বপুষঃ সচ্চিদানন্দত্বে কে নাম সংশেরতে ইতি ভাবঃ। যস্য তব তৃপ্তয়ে "তৃপ প্রীণনে" যং ত্বাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। অদ্যাপি অনাদিকালতঃ প্রবৃত্তা অদ্যপর্য্যন্তা অপি সর্ব্বেঽপি যজ্ঞা অস্মদাদিকৃতা মন্ত্রানুষ্ঠানপাবিত্র্যাদ্যবিকলা অপি নালং ন সমর্থাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তদীয় ভক্তগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট আমার এই প্রকার সমীচীন প্রার্থনা তোমার অনুকম্পায় ফলবতী হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তোমার ভক্তগণের মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ, তোমাতে শুদ্ধ বাৎসল্যাদি রতিযুক্ত, তাঁহাদের অতিদুর্ল্লভ চরণধূলি প্রার্থনা করিতেও অযোগ্য আমরা কেবল স্তুতি করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ব্রজ-গো-রমণ্যঃ'—ব্রজস্থিত

গাভীগণ এবং ব্রজরমণীগণ অতিশয় ধন্য। 'অহো'—এই আশ্চর্য্যাভিধায়ক পদের দ্বারা বাক্য ও মনের অগোচর চমৎকারাতিশয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহা বলিতেছেন—'তে', তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও যাঁহাদের স্তন্য, দেহের একদেশ হইতে উদ্ভূত স্তন্যরূপ অমৃত পান করিতেছ, তাহাতেও 'মুদা'—আনন্দভরে, তাহাতেও, 'অতীব'—অতিশয়রূপে, ইহাতে পুনঃ পুনঃ পান করিলেও আনন্দের প্রতিক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণুত্ব প্রদর্শিত হইল। তন্মধ্যে গাভীগণের বৎসরূপ ধারণ করিয়া, ইহাতে গোদোহনাদির ব্যবধানের অসহিষ্ণুতা এবং গোপীসকলের পুত্ররূপধারণ করিয়া স্তন্যামৃত পান করিতেছ, অন্যথা তৎপ্রাপ্তির অভাব। তাহাতে আবার 'বিভো'—অতিশয় লোভবশতঃ নিজের বহুস্বরূপ প্রকটনপূর্ব্বক, যাহাতে সেই ব্রজের গাভীসকলের ও গোপীসকলের একজনেরও একটি স্তনোত্থ রসও তুমি পরিত্যাগে অভিলাষী নহ—ইহার দ্বারা আনন্দমাত্র-স্বরূপ তোমারও আনন্দ-প্রদায়কত্বহেতু সেই ব্রজস্থ গাভী ও গোপীসকলের শ্রীবিগ্রহ যে সচ্চিদানন্দময়, এই বিষয়ে কাহার সংশয় থাকিতে পারে ? —এই ভাবার্থ। 'যৎতৃপ্তয়ে'—তৃপ-ধাতু প্রীণনার্থে, যে তোমার তৃপ্তিবিধানের জন্য অনাদিকাল হইতে অদ্যাবধি অস্মদাদি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মন্ত্রানুষ্ঠান-পাবিত্র্যাদির দ্বারা অবিকল (বৈগুণ্যদোষ রহিত) যজ্ঞসকলও তোমার পরিতোষ জন্মাইতে সমর্থ হইল না ॥ ৩১ ॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—পরমানন্দং পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম যন্মিত্রং (যেষাং মিত্রত্বেন প্রাপ্তঃ তেষাং) নন্দগোপ-ব্রজৌকসাং (নন্দ মহারাজস্য ব্রজগোপজনানাঞ্চ) অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং (মহাভাগ্যমিত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহাদের মিত্র সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য ! কি মহাভাগ্য ! ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—রাগাত্মকবাৎসল্যপ্রেমবতীঃ স্তুত্বা রাগাত্মকসখ্যপ্রেমবতঃ স্তবন্নেব তন্ত্রেণ বাৎসল্যাদিসর্ব্বরতিমতোঽপ্যপল্লোকয়তি— অহো ভাগ্যমহোভাগ্যমিতি। বীপ্সা অত্যানন্দচমৎকারেণ, পরমানন্দমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। তেন চ 'সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতিবাচ্যং ব্রহ্ম সূচয়তি। পরমপদেন শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপ্রতিষ্ঠাভূতত্বং পূর্ণপদেন ব্রহ্মস্বরূপাণামংশাবতারাণাং ব্যাবৃত্তিঃ। এতাদৃশং ব্রহ্ম যেষাং শ্রীদামাদিবালকানাং মিত্রং সখা। মিত্রত্বস্য তৎকালভবত্বং বারয়ন্ বিশিনষ্টি সনাতনং সার্ব্বকালিকমিতি। মিত্রত্বস্য সার্ব্বকালিকত্বেন শ্রীদামাদীনামপি সার্ব্বকালিকত্বং জ্ঞাপিতম্। 'অয়ন্তুত্তমো ব্রাহ্মণ' ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণ্যস্যৈবোত্তমত্বাত্তদ্বিশিষ্টোঽপ্যুত্তম ইতিবদত্রাপি মিত্রত্বস্যৈব সনাতনত্বং বিবক্ষিতম্। তথা মিত্রশব্দস্য বন্ধুমাত্রবাচকত্বাদেবঞ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। শ্রীমন্নন্দরাজব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষামেবাহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং কিং পুনর্নন্দস্য তস্য তদীয়গোপানাঞ্চ। কিং তৎ যেষাং বাৎসল্যাদিসর্ব্ববিধপ্রেমবতাং পরমানন্দং ব্রহ্ম সনাতনং মিত্রং বন্ধুঃ। বন্ধুত্বোচিতপ্রীতিকর্ত্তৃ। যদ্বক্ষ্যতে গোপৈঃ—'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্। নন্দ ! তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্" ॥ ইত্যত এষু ব্রজবাসিষ্বৌৎপত্তিকানুরাগ্যেব পূর্ণব্রহ্মেত্যর্থ আয়াতঃ। তেন পরমানন্দমপ্যানন্দয়ন্তি ব্রজবাসিন ইতি। তে সচ্চিদানন্দময়া এবাথ চ পরমবিস্ময়রসবিষয়ীভূতা ইতি ধ্বনিতম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাগাত্মিকা বাৎসল্য-প্রেমবতীগণের স্তুতি করিয়া রাগাত্মিকা সখ্যপ্রেমিগণের স্তুতি করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে বাৎসল্যাদি রতিযুক্তদিগেরও প্রশংসা করিতেছেন—'অহো ভাগ্যম্' ইত্যাদি। এখানে অতিশয় আনন্দের চমৎকারে বীপ্সা-প্রয়োগ হইয়াছে। 'পরমানন্দং'—এখানে ক্লীবত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। ইহার দ্বারা 'সত্য বিজ্ঞানময় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই শ্রুতি-প্রমাণিত ব্রহ্ম সূচিত হইয়াছে। পরম-পদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাভূতত্ব (আশ্রয়ত্ব, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন) এবং পূর্ণ-পদের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ অংশাবতারগণের ব্যাবৃত্তি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী পরমানন্দস্বরূপ নিত্য পরিপূর্ণ ব্রহ্ম)। এতাদৃশ ব্রহ্ম যে শ্রীদামাদি ব্রজবালক-

গণের 'মিত্রং'—সখা। সখ্যত্বের তাৎকালিকত্ব নিরাকরণের জন্য বলিলেন—'সনাতনং', সার্ব্বকালিক মিত্রত্ব, ইহাতে শ্রীদামাদি সখাগণেরও সার্ব্বকালিকত্ব জ্ঞাপিত হইল। যেমন যদি বলা হয় 'এই ব্যক্তি কিন্তু উত্তম ব্রাহ্মণ'—এস্থলে ব্রাহ্মণ্যেরই উত্তমত্বহেতু তদ্বিশিষ্ট হইলেও উত্তম, এইরূপ এখানে মিত্রত্বেরই সনাতনত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। মিত্রশব্দের বন্ধুমাত্রবাচকত্বহেতু এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—শ্রীনন্দমহারাজ, গোপগণ ও ব্রজস্থ অন্যান্য পশুপক্ষি প্রভৃতি সকলের অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য। অহো! শ্রীনন্দমহারাজের ভাগ্যের কথা অধিক আর কি বলিব? তত্রস্থ গোপগণের, এমনকি পশু-পক্ষিগুলিরও পরমভাগ্য। কি সেই ভাগ্য? তাহাতে বলিতেছেন—বাৎসল্যাদি সর্ব্ববিধ প্রেমী ব্রজবাসিজনের নিকট পরমানন্দ ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) মিত্রস্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অর্থাৎ বন্ধুত্বোচিত প্রীতির কর্ত্তা তিনি। যেমন পরবর্ত্তি অধ্যায়ে গোপগণ বলিবেন—'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্" (১০।২৬।১৩), অর্থাৎ হে নন্দমহারাজ! আপনার এই পুত্রের প্রতি ব্রজবাসী আমাদের সকলের প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছে এবং এই বালকেরও (কৃষ্ণেরও) আমাদিগের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়—ইহা কিরূপে হইল? ইহার দ্বারা এই ব্রজবাসিগণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগী পূর্ণব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ)—এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতেছে। ইহাতে পরমানন্দ-স্বরূপকে আনন্দদান করিতেছেন এই ব্রজবাসিজন, এই অর্থ। ইহাতে ব্রজস্থ সকলেই সচ্চিদানন্দময়ই, অথচ পরম বিস্ময়রসের বিষয়ীভূত—ইহা ধ্বনিত হইল ॥ ৩২ ॥

এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অচ্যুত, এষাং (ব্রজ গো গোপ-গোপীজনানাং) ভাগ্যমহিমা (সৌভাগ্য মহিমা) তু তাবৎ আস্তাং (তদ্‌বিচারণেন তু অলমেব কোঽপি তন্মহিমানং বক্তুং ন সমর্থঃ ভবেদিত্যর্থঃ) (যে তাবৎ) শর্ব্বাদয়ঃ (শর্ব্বঃ অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা আদির্যেষাং তে) একাদশ (চন্দ্রাদয়ঃ) বয়ং (অহং ব্রহ্মা) এব হি এতদ্‌হৃষীকচষকৈঃ (ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রৈঃ) অসকৃৎ (নিরন্তরং) তে (তব) অঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং (পাদপদ্মমধুস্বরূপামৃতমদ্যং) পিবামঃ বত (নিশ্চিতং) (তে) বয়ং (অপি) ভূরিভাগাঃ (প্রভূত সৌভাগ্যশালিনঃ ভবামঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত! এই ব্রজ গোপ গোপী এবং গোসমূহের সৌভাগ্য মহিমার কথা দূরে থাকুক, একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র প্রভৃতি এবং আমি মহাভাগ্যবান্, কেননা আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পাত্র দ্বারা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ অমৃত মদ্য পান করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চৈভির্ব্রজবাসিভির্বয়মপি ভূরিভাগাঃ ক্রিয়ামহে ইত্যাহ—এষান্তু ভাগ্যস্য মহিতা মহিমা তাবদাস্তাং কস্তং বক্তুং শক্নোতি। বয়মেকাদশ এতেষামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারোঽপি ভূরিভাগাঃ। যত এতেষাং হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যেব চষকানি পানপাত্রাণি তৈস্তব অঙ্ঘ্র্যুদজয়োশ্চরণকমলয়োর্মঞ্জীররঞ্জিতয়োর্মধু তত্রত্যাভিমানাধ্যবসায়সঙ্কল্পশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধকীর্ত্তন-সম্বাহনাস্তিকগত্যাত্মকং তদেব অমৃতং স্বাদু আসবং মাদকং শর্ব্বাদয়ো রুদ্রাদয়শ্চ ইত্যশ্লীলস্যেন্দ্রিয়দ্বয়স্যাধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বয়স্য ত্যাগাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতুর্বাসুদেবস্যাপি তদভেদদৃষ্ট্যা ত্যাগাদেকাদশৈরপিবামঃ। অত্র যদ্যপ্যেষামন্তরাত্মনঃ এব বিষয়ভোগো ন তু তত্তৎকর্ত্তৃণামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৄণামিত্যধ্যাত্মসিদ্ধান্তস্তথাপি বুদ্ধৌ ব্রহ্মা তিষ্ঠতি চক্ষুষি সূর্য্যস্তিষ্ঠতি তং তমধিষ্ঠাতারং বিনা তত্তদিন্দ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানমপি রূপরসাদীনাং গ্রাহকং ন স্যাদিতি, সামান্য-দৃষ্ট্যা অধ্যাত্মবিদাং প্রবাদোঽপি শ্রীকৃষ্ণে রত্যৌৎকণ্ঠ্যবতাং ব্রহ্মাদীনামানন্দহেতুঃ কর্ত্তৃত্বমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বাভিমানস্বীকারাৎ, তথৈব স্বেষাং প্রাকৃতত্বেঽপি অপ্রাকৃত-তত্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাভিমানাচ্চ। প্রেম্নামেব বিলক্ষণেয়ং প্রক্রিয়া দৃশ্যতে চান্যত্র পদ্যাবল্যাদৌ মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধেরিত্যাদীতি। অন্যথা চিদানন্দময়বপুষাং শ্রীভগবৎপরিবারাণামিন্দ্রিয়াদীনামপি ভগবত ইব তন্ময়ত্বমেব নতু প্রাকৃতত্বং সম্ভবেৎ কুতস্তত্র প্রপঞ্চগতানাং ব্রহ্মাদীনাং প্রবেশ ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা,

কাদাচিৎ কেনাপি তন্মাধুরীলাভেন স্বেষামপি ভাগ্যমভিনন্দতি, এষামিতি। ভাগ্যমহিতা একা অদ্বিতীয়া অনুপমেত্যর্থঃ। দশৈব দশাপি বয়ং দিক্‌পালদেবতা ভূরিভাগা ভবামঃ। কুত ইত্যত আহ—এতদিতি। স্বতর্জ্জন্যা স্বনেত্রশ্রোত্রাণি স্পৃশতি। বৎসচারণায় ব্রজান্নিষ্ক্রান্তস্য তব চরণসৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যামৃতং নেত্রশ্রোত্রৈঃ পিবাম ইতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এই ব্রজবাসিগণের দ্বারা আমরাও মহাভাগ্যশালী হইয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'এষান্তু ভাগ্য-মহিতা', অর্থাৎ এই ব্রজবাসিসকলের ভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক্, কে তাঁহাদিগের মহিমা বলিতে সমর্থ? আমরা (শঙ্করাদি) একাদশ দেবতা এই ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়াও মহাভাগ্যশালী হইয়াছি, যেহেতু আমরা এই ব্রজবাসি-সকলের চক্ষুঃ-আদি ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা তোমার চরণকমলযুগলের মকরন্দরূপ অমৃততুল্য সুস্বাদু আসব (অন্যবিস্মৃতিকারক মাদক) নিরন্তর পান করিতেছি। সেই পদারবিন্দের যে অভিমান, অধ্যবসায়, সঙ্কল্প, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কীর্ত্তন, সম্বাহনাদি গত্যাত্মক, তাহাই অমৃত ও সুমিষ্ট সর্ব্ববিস্মারক মাদকতুল্য। 'শর্ব্বাদয়ঃ'—রুদ্র প্রভৃতি একাদশ জন, এখানে অশ্লীল ইন্দ্রিয়দ্বয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদ্বয় এবং বাসুদেবের সহিত অভেদ হেতু চিত্তাধিষ্ঠাতা দেবতার পরিত্যাগ করতঃ একাদশ দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে যদিও ইঁহাদের অন্তরাত্মারই বিষয়ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের কর্ত্তা সেই সেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের নহে, ইহাই অধ্যাত্ম-সিদ্ধান্ত, তথাপি বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, চক্ষুতে সূর্য্য অবস্থান করিতেছেন, সেই সেই অধিষ্ঠাতা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠজনেরও সেই সেই ইন্দ্রিয় রূপ-রসাদির গ্রাহক হইতে পারে না, সামান্যদৃষ্টিতে অধ্যাত্মবিদ্গণের এইরূপ প্রবাদ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে রত্যোৎকণ্ঠাযুক্ত ব্রহ্মাদির আনন্দের কারণ কর্ত্তৃত্বমাত্রেই ভোক্তৃত্বাভিমান স্বীকার করায়, এবং নিজেরা প্রাকৃত হইলেও অপ্রাকৃত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃত্বের অভিমান থাকায়। প্রেমেরই এই প্রকার বিলক্ষণ প্রক্রিয়া অন্যত্র পদ্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যেমন "মিথ্যা অপবাদ বাক্যের দ্বারাও অভিমান সিদ্ধি হয়" ইত্যাদি। অন্যথা চিদানন্দময়বিগ্রহ শ্রীভগবৎপরিকরগণের ইন্দ্রিয়সকলও শ্রীভগবানের ন্যায় আনন্দময়ই, কিন্তু উহার প্রাকৃতত্ব সম্ভব নহে, এ অবস্থায় কি প্রকারে প্রপঞ্চগত ব্রহ্মাদির সেখানে প্রবেশ হইতে পারে?—ইহা জানিতে হইবে। অথবা—কখনও কোন প্রকারে শ্রীভগবানের মাধুরীলাভে নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন 'এষাম্' ইত্যাদি, এই ব্রজবাসি-সকলের ভাগ্যমহিমা এক অদ্বিতীয় অনুপমা, এই ভাবার্থ। ইহাঁদের দ্বারা দশ দিক্‌স্থিত দিক্‌পাল দেবগণ আমরাও মহা ভাগ্যশালী হইয়াছি। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন 'এতৎ', নিজ তর্জ্জনীর দ্বারা নিজ নেত্র ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন—তুমি যখন বৎসচারণের জন্য ব্রজভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হও, তখন তোমার চরণযুগলের সৌন্দর্য্য ও সৌস্বর্য্যামৃত আমরা নয়ন ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়া থাকি [তাৎপর্য্য এই—যদি চক্ষুরাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রভিমানী আমরা ব্রজবাসিদিগের চক্ষুঃ-আদি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রত্যেকে পৃথক্‌রূপে তোমার রূপাদি এক এক বিষয়ের সেবা করিয়াও কৃতার্থ বা ভাগ্যবান্ হই, তাহা হইলে যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা তোমার রূপাদি সর্ব্ববিষয়ে সেবা করিতেছেন, সেই ব্রজবাসিগণের ভাগ্যমহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে?] ॥ ৩৩ ॥

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্যাপি (অনাদিকালমারভ্য অদ্যপর্য্যন্তমপি) যৎপদরজঃ (যস্য ভগবতঃ পদরজঃ) শ্রুতিমৃগ্যম্ এব (শ্রুতিভিঃ মৃগ্যতে এব সঃ) ভগবান্ মুকুন্দঃ তু যজ্জীবিতং (যেষাং জীবনং) নিখিলং (যথা সর্ব্বস্বঞ্চ তেষামপি) কতমাঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকং (গোকুলবাসিনাং মধ্যে কতমস্য যস্য কস্যাপি অঙ্ঘ্রি রজসা পাদরেণুনা অভিষেকং যস্মিন্ তৎ) ইহ (মনুষ্য লোকে, তত্রাপি) অটব্যাং গোকুলেঽপি যৎ

কিমপি জন্ম তৎ ভূরিভাগ্যং (অধিক ভাগ্যযুক্তং, অস্তু মে ইতি)॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অদ্যাবধি শ্রুতিগণ যাঁহার পদরজ অন্বেষণ করিতেছেন সেই ভগবান্ মুকুন্দ যাঁহাদের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব সেই গোকুলবাসিগণের মধ্যে কাহারও পদধূলিদ্বারা অভিষেক-যোগ্য এই ভৌম ব্রজ-বিপিনে অথবা গোকুলে যে কোন জন্ম মহা-ভাগ্যেই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাজ্জগদৈশ্বর্য্যায় প্রাপ্তায় প্রাপ্তব্যায় মোক্ষায় চ ময়া জলাঞ্জলির্দত্তঃ কেন প্রকারেণৈষাং ব্রজবাসিনাং চরণধূলয়ো লভ্যন্ত ইতি বিভাব্য সনিশ্চয়-মাহ, – তদেব মে ভূরিভাগ্যং ভবত্বিতি শেষঃ। যদি শ্রীমৎকৃপাকটাক্ষা উদারা ভবন্তীতি ভাবঃ, কিং তৎ? ইহ অটব্যাং বৃন্দাবনে যৎ কিমপি কোমলতৃণদূর্ব্বাদি-জন্ম যদুপরি ত্বৎপ্রিয়সখাদিব্রজবাসিজনচরণবিন্যাস-সৌভাগ্যং সম্ভবেৎ। নন্বস্মিন্নত্যিদুর্ল্লভে লোভং বিহায় স্বযোগ্যমন্যৎ প্রার্থয়স্বেতি চেৎ তহি গোকুলে-ঽপি তন্নগরপ্রান্তাদাবপি কতমস্য ত্বদীয়সৌচিক-কারুহড্ডিপাদ্যেকতরস্যাভিষ্যিরজসোঽভিষেকো যত্র তথাভূতং শিলাপীঠপট্টিকাদিজন্ম ভবতু। নন্বেষাং ব্রজবাসিনামেতাবন্মাহাত্ম্যবত্ত্বে কো হেতুঃ কথং বা জগৎপূজ্যস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেষ্ঠিনস্তবৈষাং নীচ-জাতীনাং পাদধূলিলিপ্সায়াং নাস্তি লজ্জেতি তত্রাহ—যেষাম্ জীবিতং ভগবান্ 'ভগঃ শ্রীকামমাহাত্ম্যে'ত্য-মরণানার্থবর্গাৎ সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাদিগুণবিশিষ্টো ভগ-বান্, মুকুন্দঃ মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য সঃ ইতি ত্বৎ-সৌন্দর্য্যাদিমন্দহসিতাদ্যেক-জীবনোপায়ঃ। তেন বিনা সদ্য এবামী ম্রিয়ন্তে ইত্যেতেষামসাধারণং ত্বয়ি মহাপ্রেমৈব সর্ব্বোৎকর্ষে হেতুরিতি ভাবঃ। নিখিল-মিতি কিঞ্চিদপি জীবিতং ন ভোজনপানাদিহেতুক-মিত্যর্থঃ। অতোঽদ্যাপি যেষাং পদরজঃ শ্রুতি-ভির্মৃগ্যতে এব নতু প্রায়ঃ প্রাপ্যত ইত্যতোঽহং ব্রহ্মাপি কিং বেদেভ্যোঽপ্যধিকো যত এতৎপ্রার্থনে মম লজ্জা স্যাদিতি ভাবঃ। অতো ময়া তদস্তু মে নাথেতি যৎ পূর্ব্বং প্রার্থিতং তৎ স্বস্য বৈধভক্তিমত্ত্বে এব যদি ব্রজজনানুগতিমত্ত্বেন মাং রাগানুগামৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জ-য়তি তদেবং প্রার্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব প্রাপ্ত জগতের ঐশ্বর্য্য এবং প্রাপ্তব্য মোক্ষবিষয়ে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কি প্রকারে এই ব্রজবাসিজনের চরণধূলি আমি লাভ করিতে পারি, এইরূপ বিবেচনা করতঃ নিশ্চয়ের সহিত বলিতেছেন—'তদ্ ভূরিভাগ্যং', সেই মহা-ভাগ্যই আমার হউক, যদি তোমার উদার কৃপাকটাক্ষ আমাতে নিপতিত হয়—এই ভাবার্থ। তাহা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ইহ অটব্যাং', এই শ্রীবৃন্দাবনে যে কোন কোমল তৃণ-দূর্ব্বাদি জন্ম, যাহার উপর তোমার প্রিয়সখাদি ব্রজবাসিজনের চরণবিন্যাসের সৌভাগ্য হইতে পারে। যদি বলেন—এইরূপ অতি-দুর্ল্লভ বস্তুতে লোভ পরিত্যাগ করিয়া স্বযোগ্য অন্য কোন জন্ম প্রার্থনা কর। তাহাতে বলিতেছেন—'গোকুলেঽপি', গোকুলে বৎসাদিমধ্যে তোমার নগরের শেষ প্রান্তেও তোমার সৌচিক (দর্জ্জি), কাষ্ঠশিল্পী অথবা হড্ডিপ (হাড়ি) প্রভৃতি নিম্ন জাতীয় যে কোনও ব্যক্তির পদধূলি দ্বারা অভিষেক-যোগ্য শিলা বা পীঠপট্টিকাদি জন্ম হউক। যদি বলেন—এই ব্রজবাসিগণের এইরূপ মাহাত্ম্যের কি কারণ থাকিতে পারে, আর জগৎপূজ্য, জগতের স্রষ্টা পরমেষ্ঠী তোমার এই সকল নীচজাতীয় ব্রজবাসীদিগের পদ-ধূলি প্রার্থনায় কি লজ্জা হইতেছে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যজ্জীবিতং', ভগবান্ মুকুন্দ তুমি যাঁহাদের জীবন-সর্ব্বস্ব। অমরকোষের নানার্থবর্গে উক্ত আছে—'ভগ শব্দে ঐশ্বর্য্য, কাম ও মাহাত্ম্য বুঝায়', এই অর্থে সৌন্দর্য্য স্বৌস্বর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট ভগবান্ এবং মুখে কুন্দকুসুমের ন্যায় হাস্য যাঁহার, সেই মুকুন্দ তুমি, তোমার সৌন্দর্য্যাদি মৃদুমন্দ হাস্যই যাঁহাদের একমাত্র জীবনধারণের উপায়, তাহা ব্যতীত সদ্য যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিবেন—তোমাতে এইরূপ অসাধারণ মহাপ্রেমই সেই ব্রজবাসিগণের সর্ব্বোৎকর্ষতার হেতু, এই ভাবার্থ। 'নিখিলং', তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব জীবন তুমিই, কিন্তু নিজেদের ভোজন-পানাদির নিমিত্ত তাঁহাদিগের জীবন নহে। অতএব অনাদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রুতিসকল যাঁহাদের পদরজঃ অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু অদ্যা-বধি সন্দর্শন করিতে পারেন নাই, ইহাতে আমি ব্রহ্মাও কি শ্রুতিগণ হইতে অধিক যে এইরূপ প্রার্থ-নায় আমার লজ্জা হইবে? —এই ভাব। অতএব

'তদস্তু মে নাথ' (৩০ শ্লোক), অর্থাৎ হে নাথ ! আমার সেইরূপ মহদ্ভাগ্য হউক, যাহাতে আমি তোমার ভক্তমধ্যে যে কোন একজন হইয়া ভবদীয় পাদপল্লব সেবা করিতে পারি—এইরূপ পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা নিজের বৈধী ভক্তিমত্ত্ব হইলেও যদি ব্রজজনের অনুগতিতে আমাকে রাগানুগীয় অমৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত করেন, এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করা হইয়াছিল ।। ৩৪ ।।

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি ।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ।।৩৫।।

অন্বয়ঃ—সকুলা (অঘাসুর সহিতা) পূতনা অপি (দুষ্টা অপি) সদ্বেষাৎ ইব (সতাং ভক্তানাং যো বেশঃ তদনুকরণ মাত্রেণ) ত্বাং এব অপিতা (প্রাপিতা) যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াঃ (যেষাং ধাম গৃহং অর্থঃ সুহৃৎ প্রিয়ঃ আত্মা তনয়ঃ প্রাণাঃ আশয়ঃ চ এতে) ত্বৎ কৃতে (তেষাং) (হে) দেব, এষাং ঘোষ নিবাসিনাং (ব্রজগোপজনানাং বিষয়ে) ভবান্ কিং রাতা (দাস্যসি) বিশ্বফলাৎ (বিশ্বফলাত্মকাৎ) ত্বৎ (ভবদ্রূপাৎ) অপরং (অধিকং) ফলং কুত্রাপি উত ইতি অয়ৎ (চিন্তয়ৎ) নঃ (অস্মাকং) চেতঃ (চিত্তং) মুহ্যতি (মোহং প্রাপ্নোতি) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—হে দেব, পূতনা সাধুচরিত্রের অনুকরণ মাত্র করিয়া অঘাসুর প্রভৃতির সহিত সবংশে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহাদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ, নিজপ্রিয় দ্রব্য দেহ-প্রাণ-মন-পুত্র আপনার প্রীতির নিমিত্ত সেই এই ব্রজবাসীদিগকে আপনি কি প্রদান করিবেন ? সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে উৎকৃষ্ট ফল কোথায় আছে ? ইহা বিচার করিয়া আমাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইতেছে ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ যেষাং পাদরজো ময়া লোভাৎ প্রার্থ্যতে তল্লভ্যতাং ন লভ্যতাং বা ময়েতি স্পষ্টং ন ব্রূষে চেৎ মা ব্রূহি কিন্ত্বন্যদেকং যৎ পৃচ্ছ্যতে তদুত্তরমবশ্যমেব দেহীত্যাহ—এষাং এভ্যো ভবান্ কিং রাতেতি কিং ফলং দাস্যতীতি । উত প্রশ্নে । ইত্যহং পৃচ্ছামীত্যর্থঃ । ননু সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞেন ত্বয়ৈব চেতসা স্বয়মেব জ্ঞায়তাং তত্রাহ—নোঽস্মাকং চেত ইতি । বহুবচনেন ন কেবলং মমৈব অপিতু রুদ্রস্য সনকাদীনাং নারদাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব সর্ব্বজ্ঞানাং চেতো মুহ্যতি । চেতঃ কীদৃশং ? বিশ্বফলাৎ সর্ব্বফলাত্মকাত্ত্বত্তোঽপি অপরমন্যৎ ফলং কুত্রাপি দেশে কালে বা অয়ৎ বুদ্ধ্যা বহুধা অন্বিষ্যাপি অপ্রাপ্নুবৎ । "ইন্ গতৌ" শত্রন্তঃ । অয়মর্থঃ—সর্ব্বফলরূপস্ত্বমেভিরনাদিত এব পুত্রাদিরূপত্বেন প্রাপ্ত এব বর্ত্তসে । অতএব ময়া এষাং ভবানিতি ষষ্ঠীপ্রযুক্তা । যদি তু ত্বত্তোঽপ্যধিকমন্যৎ কিঞ্চন বস্তু প্রশস্তমস্থাস্যৎ তদৈবৈতেভ্যো দেয়ত্বেন যোগ্যমভবিষ্যৎ তত্তু নাস্তীত্যস্মাকং চেতো মোহে হেতুরিতি ; ননু ব্রহ্মন্, সত্যং ত্বং তত্ত্বানভিজ্ঞ এবাসি ময়ৈতেষাং ভবিষ্যন্তীমনুরাগময়ীমদ্ভুতাং ভক্তিং জানতৈব তৎসাধ্যফলভূতঃ স্বাত্মা পুত্রাদিরূপঃ প্রথমমেব দত্ত ইত্যন্যে খলু কৃতজ্ঞা ভবন্তি, অহং তু করিষ্যমাণবিজ্ঞ ইতি ময়ৈব জিতমিতি চেৎ সত্যং প্রভো, তদপি ত্বং ন্যায়েন জীয়সে এবেত্যাহ—সদ্বেশাদিব সদ্বেশাদেবেত্যর্থঃ । পূতনা পাপিষ্ঠাপি স্বকুলসহিতাপি ত্বামেব আপিতা ত্বয়ৈব ত্বাং স্বাত্মানং প্রাপিতা । তথা যেষাং ধামাদয়ো মমতাস্পদাহন্তাস্পদানি ত্বৎকৃতে ত্বদর্থমেব তে চৈতে ব্রজবাসিনোঽপি ত্বয়া ত্বামেবাপিতা ইতি বাক্যশেষো নাসানেত্রভ্রূগ্রীবাভঙ্গ্যৈব জ্ঞাপিতঃ । যত্র এব স্বাত্মা অতিনিকৃষ্টায়ৈ পাপিষ্ঠায়ৈ পূতনায়ৈ দত্তঃ স এব স্বাত্মা অতিপ্রকৃষ্টেভ্যঃ পুণ্যবচ্ছিরোমণিভ্যো ব্রজবাসিভ্যো দত্ত ইতি প্রথমতো দানেঽপ্যনুচিতানুষ্ঠিতির্দুর্ব্বারেত্যেষাং ঋণীত্বস্বীকার এব তব নিষ্কৃতিরিতি ভাবঃ ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যাঁহাদের পদরজঃ আমি লোভবশতঃ প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা পাইব কি না, ইহা স্পষ্টভাবে বলিতেছ না, তাহা না বল, কিন্তু অন্য একটি বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর অবশ্যই প্রদান কর—ইহা বলিতেছেন—'এষাং ভবান্ কিং রাতা', এই ব্রজবাসিদিগকে তুমি কি বস্তু প্রদান করিবে ? (সম্ভবতঃ ইহাঁদিগের ভক্তির অনুরূপ দেয় বস্তু তোমার কিছুই নাই ।) 'উত' শব্দে প্রশ্নে, ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই অর্থ । যদি

বলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি সর্ব্ববেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, মনে বিচারপূর্ব্বক তুমি নিজেই বিদিত হও। তদুত্তরে বলিতেছেন—'নঃ চেতঃ', আমাদের চিত্ত, এখানে বহুবচনের দ্বারা কেবল আমার চিত্তই নহে, কিন্তু শ্রীরুদ্র, সনকাদি, নারদাদি সমস্ত সর্ব্বজ্ঞদিগের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইতেছে। কিরূপ চিত্ত? তাহাতে বলিতেছেন—'বিশ্বফলাৎ ফলং', সর্ব্বফলস্বরূপ তোমা হইতেও অন্য পরমোৎকৃষ্ট ফল কোনও দেশে বা কালে বহুপ্রকারে অন্বেষণ করিয়াও যে চিত্ত প্রাপ্ত হয় নাই। 'অয়ৎ'—গত্যর্থক (প্রাপ্ত্যর্থক) ইন্ ধাতুর শতৃ-প্রয়োগ। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—সর্ব্বফলস্বরূপ তুমি অনাদিকাল হইতেই ইহাঁদিগের পুত্রাদিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। অতএব আমি 'এষাং ভবান্'—এইরূপ সম্বন্ধে ষষ্ঠী প্রয়োগ করিয়াছি ('এভ্যঃ'—সম্প্রদানে চতুর্থী নহে)। যদি তোমা হইতেও অপর কোন উৎকৃষ্ট বস্তু থাকিত, তবে তাহা ইহাঁদিগকে দিবার যোগ্য হইত, কিন্তু তাহা নাই, এইহেতুই আমাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইয়াছে। যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! সত্যই তুমি তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ। আমি ইহাঁদিগের ভবিষ্যৎ অনুরাগময়ী ভক্তি জানিয়াই তাহার সাধ্যফলরূপ নিজেকেই তাঁহাদের পুত্রাদিরূপে প্রথমেই প্রদান করিয়াছি, ইহাতে অপরে কৃতার্থ হইবে। আমি কিন্তু করিষ্যমাণ-বিজ্ঞ, ইহাতে আমারই জয় হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, প্রভো! তুমি তর্কে জয় লাভ করিয়াছ বটে, কিন্তু 'সদ্বেশাদিব'—কেবলমাত্র সদ্বেশ, অর্থাৎ জননীর বেশমাত্র ধারণ করিয়াই দুষ্টা পাপিষ্ঠা বালঘাতিনী পূতনাও অঘাসুর প্রভৃতির সহিত সবংশে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ তুমিই তাহাদিগকে নিজেকে প্রদান করিয়াছিলে। কিন্তু যাঁহাদের ধামাদি সমস্ত মমতাস্পদ ও অহন্তাস্পদ বস্তু তোমার প্রীতির নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ব্রজবাসীদিগকেও তুমি নিজেকে প্রদান করিতেছ, ইহা নাসিকা, নেত্র, ভ্রূ, গ্রীবা ভঙ্গির দ্বারাই জানাইলেন। যে আত্মা অতিনিকৃষ্টা পাপিষ্ঠা পূতনাকে প্রদান করিলে, সেই আত্মাই অতিশয় প্রকৃষ্ট পুণ্যশীলগণের শিরোমণি ব্রজবাসীদিগকে প্রদান করিতেছ, ইহাতে প্রথমতঃ দানেও অনুচিত অনুষ্ঠান দুর্ব্বারণীয়, অতএব ইহাঁদের নিকট ঋণীত্ব-স্বীকারই তোমার নিষ্কৃতি, এই ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ, যাবৎ (যাবৎকালং) জনাঃ তে ন (ত্বদনুরাগিনঃ ন ভবন্তি) তাবৎ (কালং) রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ (চৌরাঃ ভবন্তি) তাবৎ গৃহং কারা-গৃহং (ভবন্তি) (যন্ত্রণাদায়কত্বাৎ) তাবৎ মোহঃ অঙ্ঘ্রিনিগড়ঃ (পাদশৃঙ্খলঃ ভবতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ আপনার প্রতি অনুরাগী না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত রাগাদি তস্কর, গৃহ-কারাগার এবং মোহ পাদশৃঙ্খল-স্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেতে গৃহস্থাঃ পুত্রকলত্রাদিসংসার-জালে নিপতিতা ইতি সন্ন্যাসিভিরুচ্যতে, সত্যং ত্বল্লক্ষণপুত্র-ত্বদ্ভক্তলক্ষণকলত্রাদিমন্ত এতে গৃহস্থা বর্ত্তন্তাং, দেশান্তরস্থা যে ত্বদ্ভক্তগৃহস্থাস্তেঽপি সন্ন্যাসি-ভ্যোঽপ্যধিকা ইত্যাহ—তাবদিতি। রাগাদয়ো রাগ-দ্বেষাদ্যভিনিবেশাস্তে চ মহাচৌরা জীবনিষ্ঠজ্ঞানানন্দাদি-মহাধনান্যপহৃত্য পরমেশ্বরে রাজনি এতে মা ক্ষুৎ-কুর্ব্বন্ত্বিতি বুদ্ধ্যা কর্ম্মাধিকারময়ে গার্হস্থ্যকারাগারে মোহনিগড়েন নিবদ্ধ্য জীবাঃ স্থাপ্যন্তে। হে কৃষ্ণ, জনা জীবা যাবত্তে ত্বদ্ভক্তানুগ্রহভাজনত্বেন ত্বদীয়া ন ভবন্তি তাবদেব রাগাদয়স্তেনাঃ চৌরাঃ। ত্বদীয়ত্বে সতি তেষাং ত্বদ্ভক্তেষ্বেব রাগঃ, ভক্তিপ্রতিকূলে বস্তুন্যেব দ্বেষঃ, ত্বয্যেবাভিনিবেশ ইতি, প্রত্যুত ত্বন্নিষ্ঠ-জ্ঞানানন্দাদিকমপ্যানীয় দধানাস্ত এব পরমসাধবো ভূত্বা নিত্যমুপকুর্ব্বতে। এবমেব গৃহং ভদ্রাভদ্র-কর্ম্মসাধনং যৎ কারাগারমাসীত্তদেব তেষাং ত্বৎপরি-চর্য্যাকীর্ত্তনাদিসাধনং ত্বদীয়-নিত্যধামপ্রাপকং ভবেৎ এবং মোহবিষয়স্য ত্বদ্ভক্তত্বাৎ সোঽপি তৎপ্রেমানু-ভাবরূপমোহপ্রাপক ইতি কথমেতৎ সমকক্ষতাং সন্ন্যাসিনো লভন্তাম্। যে 'কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণব-মপ্লবেশাং ষড়্‌বর্গনক্রম সুখেন তিতীর্ষন্তী'ত্যুক্ত্যা মৎ-পুত্রেণ সনৎকুমারেণাপ কর্ষিতাস্তেভ্যঃ সন্ন্যাসিভ্যোঽপি ভক্ত্যা পরমাধিকা যে দেশান্তরস্থ গৃহস্থভক্তাস্তেভ্যঃ

পরঃসহস্রগুণতোঽপি প্রেম্না অধিকতমা যে ব্রজবাসিনস্তৈরেভিস্ত্বং সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপোঽপি পুত্রাদিরূপত্বেন স্বাধীনীকৃত এব বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সন্ন্যাসিগণ বলিয়া থাকেন যে এই ব্রজবাসীসকল গৃহস্থ পুত্রকলত্রাদিসংসারজালে নিপতিত, তদুত্তরে—হ্যাঁ, তোমার মত পুত্র, তোমার ভক্তরূপ কলত্রাদিযুক্ত এই গৃহস্থদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা দেশান্তরস্থ তোমার গৃহস্থ-ভক্ত, তাঁহারাও সন্ন্যাসিগণ হইতে অধিক, ইহা বলিতেছেন—'তাবৎ রাগাদয়ঃ', রাগ, দ্বেষাদি অভিনিবেশ সকল মহাচৌরসদৃশ, তাহারা জীবনিষ্ঠ জ্ঞান, আনন্দাদি মহাধন অপহরণ করতঃ, পরমেশ্বররূপ রাজার নিকট যাহাতে জানাইতে না পারে, এইজন্য কর্ম্মাধিকারময় গার্হস্থ্যরূপ কারাগারে মোহরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা নিবদ্ধ করিয়া জীবগণকে স্থাপন করিয়াছে। 'যাবৎ'—হে কৃষ্ণ! যে পর্য্যন্ত জীবসকল তোমার ভক্তজনের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া ত্বদীয় ভক্ত না হয় (অর্থাৎ তোমার দ্বারা স্বকীয়ত্বরূপে অঙ্গীকৃত না হয়), তাবৎ পর্য্যন্ত তাহাদিগের ক্রোধাদি ছয়রিপু বিবেকাদিহারী তস্করস্বরূপ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ চোরসকল যেমন কোষাগারস্থ ধনাদি অপহরণ করে, তদ্রূপ ক্রোধ প্রভৃতি চোরগণ বিবেকাদিরূপ ধনসমূহ অপহরণ করিয়া থাকে, আর সেই পর্য্যন্তই তাহাদিগের গৃহ কারাগার বা বন্ধনাগার-তুল্য এবং তাহাদিগের মোহই পাদবন্ধন শৃঙ্খলসদৃশ হইয়া থাকে)। কিন্তু ত্বদীয়ত্ব অর্থাৎ তোমার জন হইলে তোমার ভক্তের প্রতি রাগ (অনুরাগ), ভক্তির প্রতিকূল বস্তুতেই দ্বেষ এবং তোমাতেই তাহাদিগের অভিনিবেশ হইয়া থাকে। প্রকারান্তরে সেই রাগদ্বেষাদি চৌরগণই ত্বন্নিষ্ঠ জ্ঞান, আনন্দাদি আনয়ন করতঃ প্রদানপূর্ব্বক পরম সাধু হইয়া নিত্য উপকার করিয়া থাকে। এইরূপে মঙ্গলামঙ্গল কর্ম্মসাধন যে গৃহ কারাগার-সদৃশ ছিল, তোমার পরিচর্য্যা ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহাদের সেই গৃহ তোমার নিত্যধাম-প্রাপক হইয়া থাকে। আর তোমার ভক্তজনে আসক্তিবশতঃ তাহাদের মোহ তোমার প্রেমানুভাবরূপ মোহপ্রাপক হইয়া থাকে, ইহাতে কি প্রকারে এই ভক্ত গৃহস্থগণের সমকক্ষতা সন্ন্যাসিগণ লাভ করিতে পারে? "কৃচ্ছ্রো মহানিহ" (৪।২২।৪০), অর্থাৎ হে রাজন্! যতিগণ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের সুখনিস্তারের কারণ নাই, কামাদি ষড়্বর্গ যাহাতে নক্ররূপে বর্ত্তমান, সেই ভবার্ণবকে তাঁহারা কষ্টে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাহা অতিশয় অসুখ, এই নিমিত্ত তুমি ভগবানের চরণ, যাহা ভজনীয়, তাহাকেই প্লব করিয়া দুস্তর উদকরূপ ব্যসনসকল উত্তীর্ণ হও—এইরূপে মহারাজ পৃথুর নিকট আমার পুত্র সনৎকুমার যাঁহাদের অপকর্ষ নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসিগণ হইতেও ভজনাধিক্যবশতঃ দেশান্তরস্থ গৃহস্থভক্তগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের হইতে পরঃসহস্রগুণিত প্রেমে অধিকতম ব্রজবাসিগণ, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে যাঁহাদের অধীনে বর্ত্তমান রহিয়াছ—এই ভাবার্থ ॥ ৩৬ ॥

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, (ত্বং) নিষ্প্রপঞ্চঃ অপি ভূতলে প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং (প্রপন্না আশ্রিতা যে জনতা ভক্তসমূহঃ তেষাং আনন্দসন্দোহং আনন্দসমূহং) প্রথিতুং (বিস্তারয়িতুং) প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি (এতেষাং লৌকিক) ব্যবহারং অনুকরোষি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশি বর্দ্ধনকল্পে প্রাপঞ্চিকলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রজেঽস্মিন্নেতৎ পুত্রাদিভাবং পূর্ণব্রহ্মণো মম ন বস্তু ইতি কেচিন্মন্যন্তে, সত্যং তে ভ্রান্তা এবেত্যাহ—প্রপঞ্চমিতি। নিষ্প্রপঞ্চোঽপি প্রপঞ্চাতীতোঽপি ত্বং ভূতলে সদা স্থিতঃ সন্ প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি প্রপঞ্চস্থং পুত্রাদিভাবম্ অনুকরোষি। প্রাপঞ্চিকেষু পিত্রাদিষু প্রাপঞ্চিকাঃ পুত্রাদয়ো যথা চেষ্টন্তে তথৈব ত্বমপি চেষ্টসে ইত্যর্থঃ। তেন জীবানাং যথা পিতৃপুত্রাদিভাবো হ্যবাস্তবস্তথা তব ন। তব তু স নিষ্প্রপঞ্চত্বাদ্বাস্তবো নিত্য এবেতি, তব লীলা নিত্যা প্রপঞ্চাতীতাপি প্রপঞ্চানুকরণময়ীতি সিদ্ধান্ত উক্তঃ। কিমর্থং বিড়ম্বয়সি? প্রপন্না যা জনতা তস্যা যস্তাদৃ-

শীলীলাস্বাদনোত্থ আনন্দসন্দোহস্তং প্রথয়িতুং ব্রহ্মানন্দাৎ বৈকুণ্ঠীয়লীলানন্দাদপি বিস্তৃতীকর্ত্তুং ভূতল ইতি। অয়ং ভাবঃ। প্রকাশে'দীপো নাতিশোভতে যথান্ধকারে এবং শ্বেতরাজতপাত্রে হীরকরত্নং নাতিশোভতে যথা নীলকাচাদি পাত্রে। তথৈব চিন্ময়ে বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা নাতিচমৎকরোতি যথা মায়াময়ে প্রপঞ্চে ইতি। যদ্যপি ব্রজমণ্ডলমপি চিন্ময়মেব তদপি কৃষ্ণস্য প্রাকৃতপুরুষসাধর্ম্ম্যমিব ভূতলস্থ-ব্রজমণ্ডলস্যাপি প্রাকৃত-ভূতল-সাধর্ম্ম্যমেব দৃষ্টমতোঽত্র লীলা চমৎকারেত্যেবেতি। হে প্রভো, ইতি মামপি প্রপন্নমধ্যে গণয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই ব্রজে পূর্ণব্রহ্ম আমার পুত্রাদিভাব কেহ কেহ বাস্তবিক (যথার্থ) মনে করেন না। তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য তাহারা ভ্রান্তই। 'নিষ্প্রপঞ্চঃ অপি'—তুমি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও এই ভূতলে (ভৌম ব্রজে) সদা বিরাজমান হইয়া 'প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি'—এই প্রাপঞ্চিক জগতের পুত্রাদি ভাবের অনুকরণ করিতেছ। প্রাপঞ্চিক পিত্রাদির প্রতি প্রাপঞ্চিক পুত্রগণ যেরূপ ব্যবহার করে, তদ্রূপ তুমিও ব্যবহার করিয়া থাক—এই অর্থ। ইহাতে জগতে জীবগণের পিতৃ-পুত্রাদি ভাব যেমন অবাস্তব, তোমার কিন্তু তদ্রূপ নহে। তুমি প্রপঞ্চাতীত বলিয়া তোমার পুত্রাদি ভাব বাস্তব নিত্যই, তোমার লীলা নিত্যা প্রপঞ্চাতীতা হইলেও প্রপঞ্চের অনুকরণময়ী—এই সিদ্ধান্ত উক্ত হইল। কিজন্য লৌকিক ব্যবহারের অনুকরণ কর? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রপন্ন-জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং', তোমার শ্রীচরণে আশ্রিত যে ভক্তজন, তাহাদিগের যে প্রকার লীলাস্বাদনোত্থ আনন্দসমূহ, তাহা ব্রহ্মানন্দ হইতে, এমন কি বৈকুণ্ঠীয় লীলানন্দ হইতেও ভূতলে বিস্তার করিবার নিমিত্ত। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—প্রকাশবহুল স্থানে দীপ সেরূপ শোভা পায় না, যেমন অন্ধকারে। শ্বেত রাজতপাত্রে হীরকরত্ন অতিশয় শোভিত হয় না, যেমন নীল কাচাদি পাত্রে। সেইরূপ চিন্ময় বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা অত্যাশ্চর্য্যময়ী নহে, যেমন মায়াময় প্রপঞ্চে। যদিও ব্রজমণ্ডলও চিন্ময়ই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত পুরুষের সাধর্ম্ম্যের ন্যায় ভূতলস্থ ব্রজমণ্ডলেরও প্রাকৃত ভূতলের সাধর্ম্ম্য দেখা যায়, অতএব এই ব্রজধামে লীলা চমৎকারাতিশয়ময়ী। হে প্রভো! (তুমি কোন কার্য্য করিতে, অথবা না করিতে কিংবা অন্যথা করিতে সমর্থ, অতএব) আমাকেও প্রপন্ন-মধ্যে গণনা কর (অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণাশ্রিত আমাকে তোমার লীলাস্বাদন করাও)—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, বহূক্ত্যা (মম বাগাড়ম্বরেণ) কিং জানন্তঃ (ভগবত্তত্ত্বং জানীমঃ বয়ং ইত্যভিমানবন্তঃ) জানন্তু (মহিমানং অবগচ্ছন্তু) তব বৈভবং মে (মম) মনসঃ বপুষঃ বাচঃ (বাক্যস্য বা) গোচরঃ ন (বিষয়ীভূতঃ ন ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমার আর বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? যে সকল পণ্ডিতাভিমানি-ব্যক্তি আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভবদীয় মহিমা জানুন, কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচরীভূত নহে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যং তর্হি মৎস্বরূপস্য মদ্ব্রজবাসিনাং মদীয়লীলায়া মদ্ভক্তেশ্চ সর্ব্বমেব তত্ত্বং মদগ্রেঽপি সপ্রতিভমেবং ব্যাচক্ষাণা ভবদ্বিধা অস্মিন্ কিয়ন্তো বর্ত্তন্তে। তান্ জিজ্ঞাসে কথয়েতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্রপং সকম্পং সানুতাপমাহ—জানন্ত এবেতি। যে জানন্তস্তে জানন্তু অহন্তু মহামূর্খ এবাস্মীতি ভাবঃ। ননু তর্হি কথমেতাবৎক্ষণপর্য্যন্তং স্তুষে এব তত্রাহ—কিং বহূক্ত্যেতি। ত্বদগ্রে বহূক্তিরেব মূর্খত্বদ্যোতনীত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মন্, নিষ্কপটং ব্রূহীতি তত্রাহ—নেতি। তব বৈভবমৈশ্বর্য্যং মম মনসো ন গোচর ইতি ধ্যানেনান্তপ্রাপ্ত্যভাবাৎ বপুষ ইত্যধুনৈব চক্ষুষাপি বাচ ইতি 'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতু'মিতি ময়া তাবদুক্তমেব। যদ্বা, তব মনসো বৈভবং মম ন গোচর ইতি ত্বন্মনসি যৎ কিমপ্যস্তি তৎ কিং ময়া জ্ঞাতুং শক্যতে "সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতে"রিতি পূর্ব্বমেব মদুক্তেঃ। এবং তদ্বপুষ ইতি ত্বদ্বপুষি কিং কিমস্তীতি, তব বাচ ইতি তব বেদলক্ষণায়াং বাচি কিমস্তীতি

সাক্ষাত্তব তু ময়ি মৌনবত্ত্বাৎ বচনগন্ধস্যাপ্যপ্রাপ্তিরেব। তস্মাৎ কে খলু ত্বদগ্রে মদাদয়ো বরাকা ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ব্রহ্মন্! আমার স্বরূপ, আমার ব্রজবাসিজন, আমার লীলা ও আমার ভক্তজনের সমস্ত তত্ত্ব আমার সমক্ষেও সপ্রতিভভাবে ব্যাখ্যাতা তোমার মত আর কতজন আছে, তাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল—এইরূপ বক্রোক্তি আশঙ্কা করতঃ লজ্জিত, কম্পিত ও অনুতাপের সহিত ব্রহ্মা বলিতেছেন—'জানন্ত এব জানন্তু', যাঁহারা জানেন বলিয়া মনে করেন, তাহারা জানুন, আমি কিন্তু মহামূর্খ—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—তাহা হইলে এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে বলিতেছিলে, তদুত্তরে বলিতেছেন—'কিং বহূক্ত্যা' অধিক কথায় প্রয়োজন কি? তোমার সমক্ষে বহু ভাষণই মূর্খতার প্রকাশক, এই ভাবার্থ। যদি বলেন—ব্রহ্মন্! নিষ্কপটে বল, তদুত্তরে বলিতেছেন 'ন মে প্রভো', হে প্রভো! তোমার মহিমা কিন্তু আমার কায়মনোবাক্যের বিষয়ীভূত নহে। 'তব বৈভবং'—তোমার ঐশ্বর্য্য আমার মনের গোচরীভূত নহে, যেহেতু ধ্যানের দ্বারা তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। 'বপুষঃ'—অধুনা চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়াও আমার এই শরীর তোমাকে জানিতে পারে না। 'বাচঃ'—আর আমার বাক্য, তাহা 'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং' (৭ম শ্লোক), অর্থাৎ জগৎ-কল্যাণের জন্য আবির্ভূত সকল গুণের আধার-স্বরূপ তোমার গুণের ইয়ত্তা কে করিতে সমর্থ?—ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অথবা—'তব মনসো বৈভবং'—তোমার মনের বৈভব আমার গোচরীভূত নহে, অর্থাৎ তোমার মনে যে কি আছে, তাহা আমি জানিতে সমর্থ নহি, 'সাক্ষাত্তবৈব' (২য় শ্লোক), অর্থাৎ সাক্ষাৎ অসাধারণ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃরহিত সচ্চিদানন্দাত্মক তোমার মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহি, ইত্যাদি পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি। এই প্রকার 'তদ্বপুষঃ'—তোমার শ্রীবিগ্রহে কি কি রহিয়াছে, 'তব বাচঃ'—তোমার বেদরূপ বাক্যে কি রহিয়াছে, তাহাতে সাক্ষাৎ তুমি আমার নিকট মৌন বলিয়া তোমার বচনগন্ধও পাইলাম না। অতএব তোমার অগ্রে মাদৃশ জন অতি-তুচ্ছ—এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ, মাং অনুজানীহি (গমনে অনুমতিং দেহি ইত্যর্থঃ) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী) ত্বং সর্ব্বং বেৎসি (নিজ মাহাত্ম্যং অস্মাকং জ্ঞানাদিবলঞ্চ সর্ব্বং জানাসি) ত্বং এব জগতাং নাথঃ (স্বামী) (ভবসি) (অতঃ) জগৎ (মমতাস্পদং বিশ্বং) এতৎ চ (মম শরীরং) তব (ত্বৎ সমীপে) অর্পিতম্ ॥৩৯॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, আমাকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বদর্শী, সুতরাং সমস্তই অবগত আছেন। আপনিই জগতের ঈশ্বর অতএব মমতাস্পদ এই বিশ্ব এবং এই নিজ শরীর আপনার নিকট অর্পণ করিলাম ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু মম বৈভবং তব মাস্তু গোচরস্তব বৈভবং অহং বেদ্মি ন বেতি তত্র কিমহমত্র প্রত্যুত্তরং কুর্য্যামিতি ব্যঞ্জয়ন্ সলজ্জং সনির্ব্বেদমাহ—অনুজানীহীতি। অন্তর্ভাবিতমার্থং অনুজ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। অত্র স্থলে ক্ষণমপি স্থাতুমযোগ্যমতিনীচং মামাজ্ঞাপয়। যাদৃশোঽহং তাদৃশং স্থলং সত্যলোকমেব গচ্ছেয়মিতি ভাবঃ। হে কৃষ্ণেতি চিত্তন্ত ত্বমন্নাকর্ষস্যেব। কিন্তু "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম" ইতি মৎপ্রার্থনায়াং দৃগিঙ্গিতেনাপ্যস্ত্বিতি শ্রীমচ্চরণৈর্নোক্তমতঃ কিং কুর্ব্বে তস্মাৎ তৎপুলিনভোজনকেলেরন্তরায়ং কুর্ব্বন্নয়মপরাধী ত্বল্লীলাপ্রাতিকূল্যাদেব শ্রীমুখোদ্গতবচনসুধালেশমপ্যনাপ্নুবন্নহমিতো ঝটিত্যেব দূরমপসরামি, ত্বং বৎসান্ কালয়িত্বা পুলিনে ভুঞ্জানৈঃ প্রিয়সখৈঃ সহ সহাসোক্তিপ্রত্যুক্তিকৌতুকং ভোজনলীলাশেষং সমাপয়েতি ধ্বনয়ঃ। অয়মহস্তুতিতারল্যাৎ পুনঃ পুনঃ কিং বা বিজ্ঞাপয়ামীত্যাহ—সর্ব্বমস্মদাদীনাং মনোবপুর্বাচাং বৈভবং ত্বমেব বেৎসি, কিঞ্চ নাহমস্য জগতঃ স্রষ্টৃত্বান্নাথঃ কিন্তু ত্বমেব জগতামন্যেষামপি বহূনাং নাথঃ। অত এতচ্চ জগৎ ক্ষুদ্রতরং তব ত্বদীয়মেব ত্বয্যর্পিতম্। যমিচ্ছসি যোগ্যমস্য জানাসি তমস্যাধিকারিণং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ব্রহ্মন্! আমার বৈভব (মহিমা) তোমার গোচরীভূত না হউক, তোমার বৈভব আমি জানি কি না? ইহাতে আমি কি প্রত্যুত্তর করিব, ইহা ব্যক্ত করিতে লজ্জিতভাবে সনির্বেদে বলিতেছেন—'অনুজানীহি', আমাকে চলিয়া যাইতে অনুমতি কর। আমি যে প্রকার, তাদৃশ স্থূল সত্যলোকেই গমন করি—এই ভাব। 'হে কৃষ্ণ!'—এই সম্বোধনে আমার চিত্ত কিন্তু তুমি এখানে (এই শ্রীবৃন্দাবনে) আকর্ষণ করিতেছ। কিন্তু 'তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম' (৩৪ শ্লোক), অর্থাৎ এই গোকুলবাসিগণের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তির পদধূলি দ্বারা অভিষেকযোগ্য যে কোন জন্ম লাভ করিলে, তাহাই আমার মহদ্ভাগ্য হইবে—এরূপ আমার প্রার্থনায় দৃষ্টির ঈঙ্গিতেও 'তাহা হউক'-ইহাও যে বলিলে না, অতএব কি করি, তোমার পুলিন ভোজন লীলার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি, তোমার লীলার প্রাতিকূল্যহেতু ত্বদীয় শ্রীমুখোদ্গত বচনামৃতলেশও প্রাপ্ত না হইয়া এখান হইতে সত্বর দূরে চলিয়া যাইতেছি। তুমি বৎসগণকে একত্র সম্মিলিত করিয়া পুলিনে প্রিয়সখাগণের সহিত হাস্যপরিহাসে ভোজনলীলা সমাপন কর—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। এই আমি অতি চাপল্যবশতঃ পুনঃ পুনঃ কি নিবেদন করিব, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্', তুমি সর্ব্বদ্রষ্টা ও এই চরাচর জগতের একমাত্র অধিপতি, অতএব আমাদের কায়মনোবাক্যের জ্ঞান, বল প্রভৃতি সকলই তুমি বিদিত আছ। আরও, এই জগতের স্রষ্টা বলিয়া আমি ইহার নাথ (অধীশ্বর) নহি, কিন্তু তুমিই অন্যান্য বহুজগতেরও অধীশ্বর। অতএব এই ক্ষুদ্রতর জগৎ তোমারই, সুতরাং তোমাতেই সমর্পণ করিলাম। যাহাকে যোগ্য বিবেচনা কর, তাহাকে ইহার অধিকারী কর—এই ভাবার্থ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্।
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্ (বৃষ্ণিবংশরূপকমলানন্দপ্রদ সূর্য্য,) ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্, (ক্ষ্মা পৃথিবী নির্জ্জরাঃ দেবাঃ দ্বিজাঃ পশবশ্চ এতে এব উদধয়ঃ সমুদ্রাঃ তেষাং বৃদ্ধিকারি-চন্দ্রোপম,) উদ্ধর্ম্ম শার্ব্বরহর, (উদ্ধর্ম্মঃ পাষণ্ড ধর্ম্মঃ তদেব শার্ব্বরং নৈশং তমঃ তৎ হরতি ইতি তথাবিধ,) ক্ষিতি রাক্ষসধ্রুক্, (কংসাদি পৃথিবীস্থ রাক্ষসতুল্যজনদ্রোহিন্,) আর্কং (অর্কমভিব্যাপ্য) অর্হন্, (সর্ব্বপূজ্য,) ভগবন্, তে নমঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, আপনি বৃষ্ণিবংশরূপ কমলের আনন্দদায়ক সূর্য্য ও ভূমি, দেব, দ্বিজ ও পশুরূপী সমুদ্রের বৃদ্ধিকারী চন্দ্রদেব। আপনি পাষণ্ডধর্ম্মরূপ নৈশান্ধকার নাশ এবং পৃথিবীস্থ রাক্ষসতুল্য জনগণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। হে ভগবন্, সূর্য্যাদি নিখিল বস্তুর পূজনীয় আপনাকে আকল্প অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেছি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি মামপরাধিনং বিজ্ঞায় ন শ্রুষে তদপি স্বনেত্রাভ্যাং সানুগ্রহাবলোকনামৃতন্তু মহ্যং দেহি। যথা তেনৈবাহারেণ নিত্যং প্রাণান্ রক্ষন্ কল্পপর্য্যন্তং জীবিতুং প্রভবিষ্যামীতি ব্যঞ্জয়ন্ প্রণমতি—শ্রীকৃষ্ণেতি। সূর্য্যস্বরূপং দক্ষিণং নেত্রমালক্ষ্যাহ—বৃষ্ণিকুলপদ্মস্য জোষঃ প্রফুল্লত্বং তৎপ্রদায়িন্ মামপি পদ্মসন্তানং কৃপয়া প্রফুল্লয়েতি ভাবঃ। চন্দ্রস্বরূপং বাম নেত্রমালক্ষ্যাহ—ক্ষ্মাঃ ক্ষ্মাতলস্থা মনুষ্যাদয়ঃ নির্জ্জরাঃ স্বর্গস্থা দেবা দ্বিজাঃ পশবশ্চ বৃন্দাবনস্থাঃ পক্ষিণো গাবশ্চ ত এবোদধয়স্তেষাং বৃদ্ধিকারিন্ মামপি দেবাধমং কৃপয়া বর্দ্ধয়েতি ভাবঃ। যুগপদেব নেত্রে দ্বে এব পুষ্পবন্তাবালক্ষ্যাহ, উদ্ধর্ম্মঃ পাষণ্ডধর্ম্মঃ স এব শার্ব্বরমন্ধতমসম্। "শার্ব্বরন্তন্ধতমস" ইত্যমরঃ। তৎ হরতীতি তথা তেন স্বপ্রভো ত্বয্যপি মায়াচিকীর্ষালক্ষণং মম পাষণ্ডং কৃপয়া হর যথা পুনরেবং ন কুর্য্যামিতি ভাবঃ। ক্ষিতৌ রাক্ষসা অঘাসুরাদয়স্তেভ্যো দ্রুহ্যসি দ্রোহেণাপি স্বগতিং দদাসীত্যতস্ত্বদ্বয়স্যবৃন্দবৎসবৃন্দবিদ্রোহিত্বাৎ সত্যলোকব্রহ্মরাক্ষসং মামপি দণ্ডপ্রদানেনাপি সংস্কুরুষ্বেতি ভাবঃ। স্বপ্রভোরনুগ্রহং নিগ্রহং বা দৃষ্ট্বা দাসো জীবিতুমুৎসহতে ঔদাসীন্যং দৃষ্ট্বা তু ন প্রাণান্ ধর্ত্তুমীষ্টে ইতি ভাবঃ। হন্ত!

হন্ত মহামহেশ্বরোঽপি বেত্রগুঞ্জাগৈরিকপিচ্ছাদিরচিতাকল্পো গোচারকবালকৈঃ সমং খেলন্ হাস্যতী-ত্যনৌচিত্যং মৎপ্রভোরিতি পূর্ব্বং বিচারিতবতাত্বনভিজ্ঞেন ময়া যেষ্বপরাদ্ধং তানপি প্রসাদয়ামীতি মনসি বিভাব্যাহ—আকল্পং ত্বদীয়গুঞ্জাদিবেশমভিব্যাপ্য আর্কং অর্কো নাম বৃক্ষো ভগবদনর্হপুষ্পস্তমপি ব্রজস্থমভিব্যাপ্য হে অর্হন্, মৎপূজ্য, কিং বা হে যোগ্য কৃপাকৃপাভ্যাং মঙ্গলাভদ্রং কর্ত্তুং সমর্থ। তে তত্তৎসহিতায় তুভ্যং নমঃ। "সর্ব্বসংশয়হৃৎ সর্ব্বভক্তিসিদ্ধান্তসন্ততিঃ। অস্তু ব্রহ্মস্তুতিশ্চিত্তভিত্তৌ মে চারুচিত্রিতা" ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও আমাকে অপরাধী জানিয়া কিছু বলিতেছ না, তথাপি স্বনয়নযুগলের দ্বারা সানুগ্রহ অবলোকনামৃত আমাকে প্রদান কর, যাহাতে সেই কৃপাদৃষ্টিপাতরূপ অমৃত পান করিয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হই, ইহা ব্যক্ত করতঃ প্রণাম করিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদি। সূর্য্যস্বরূপ দক্ষিণ নেত্র লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তুমি বৃষ্ণিকুলরূপ কমলের প্রকাশক, পদ্মসম্ভব আমাকেও বিকসিত কর, এই ভাব। চন্দ্রস্বরূপ বাম নেত্র লক্ষ্য করতঃ বলিতেছেন—পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণ, স্বর্গস্থ দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, বৃন্দাবনস্থ পক্ষিগণ ও গো-সকলরূপ সাগরের বৃদ্ধিকারিন্, দেবাধম আমাকেও কৃপাপূর্ব্বক বর্দ্ধিত কর, এই ভাব। যুগপৎ নেত্রদ্বয়রূপ চন্দ্রসূর্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'উদ্ধর্ম্ম-শার্ব্বর-হর'—হে নানাবিধ পাষণ্ডধর্ম্মরূপ নিশাকালীন অন্ধকারের বিনাশক। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'শার্ব্বর শব্দে অন্ধকার'। ইহাতে হে আমার প্রভো! তোমাতেও মায়া-বিস্তার করিবার ইচ্ছারূপ আমার পাষণ্ডভাব কৃপাপূর্ব্বক হরণ কর, যাহাতে পুনরায় এইরূপ না করি—এই ভাব। 'ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুক্'—(হে পৃথিবীর দুর্ব্বৃত্তজনগণের শাসক), পৃথিবীতে অঘাসুরাদি যে রাক্ষসগণ, তাহাদিগকে বিদ্বেষপূর্ব্বকও স্বগতি প্রদান করিয়াছ, অতএব তোমার বয়স্যবৃন্দ ও বৎসসকলের প্রতি দ্রোহ করায় সত্যলোকবাসী ব্রহ্মরাক্ষস আমাকেও দণ্ড প্রদানের দ্বারা পরিশোধিত কর—এই ভাব। নিজ প্রভুর অনুগ্রহ বা নিগ্রহ অবলোকনে দাস জীবিত থাকিতে উৎসাহিত হয়, কিন্তু প্রভুর ঔদাসীন্য দর্শনে প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না—এই ভাব। হায়! হায়! মহামহেশ্বর হইয়াও বেত্র, গুঞ্জা, গৈরিক (ধাতু), ময়ূরপুচ্ছাদির দ্বারা রচিত বেশ ধারণপূর্ব্বক গোচারক বালকগণের সহিত ক্রীড়া করতঃ হৃষ্ট হইতেছেন—আমার প্রভুর এইরূপ অনৌচিত্য পূর্ব্বে আমি বিচার করিয়াছিলাম। তাহাতে অনভিজ্ঞ আমি যাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাঁহাদিগকেও প্রসন্ন করিব—এইরূপ মনে বিবেচনা করত বলিতেছেন—'আকল্পং', তোমার গুঞ্জাদি বেশ পর্য্যন্ত, 'আর্কং'—অর্ক (আকন্দ) নামক বৃক্ষ, ভগবৎপূজার অযোগ্য হইলেও ব্রজস্থ বলিয়া সেই অর্কপুষ্প, 'হে অর্হন্'—আমার পূজ্য, কিংবা হে যোগ্য! কৃপা ও অকৃপার দ্বারা আমার মঙ্গলামঙ্গল করিতে সেই সেই বস্তুর সহিত তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। 'সর্ব্বসংশয়হৃৎ' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—সর্ব্ববিধ সংশয়ের ছেত্তা, সর্ব্বভক্তিসিদ্ধান্তপরিপূর্ণ ব্রহ্মস্তুতি আমার চিত্তরূপ ভিত্তিতে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত থাকুক ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—জগদ্ধাতা (ব্রহ্মা) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপং) অভীষ্টং (বাঞ্ছিতং) ভূমানং (অপরিচ্ছিন্নরূপং বিষ্ণুং) অভিষ্টূয় (স্তুত্বা) ত্রিঃ (বারত্রয়ং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণী কৃত্য) পাদয়োঃ নত্বা স্বধাম (ব্রহ্মলোকং) প্রত্যপদ্যত (জাগাম) ॥৪১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্তরূপে নিজ অভীষ্টদেব অপরিচ্ছিন্ন বিষ্ণুকে স্তুতি এবং বারত্রয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পদযুগলে প্রণাম করিয়া নিজধামে গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—অভীষ্টং ভগবতা প্রস্থাপয়িতুমিতি শেষঃ। যতো জগদ্ধাতা অন্যথা সহসা তৎপদত্যাজনে বিশ্বসৃষ্টেরসিদ্ধেঃ। ততশ্চ "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণা"মিতি ন্যায়েনাধিকারান্তে তদভীষ্টং সেৎস্যতীতি বুদ্ধ্যতে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভীষ্টং'—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক

প্রস্থাপিত হইয়া ব্রহ্মা স্বীয় অভিপ্রেত সত্যলোকবর্ত্তি নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যেহেতু তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অন্যথা সহসা তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিলে বিশ্বসৃষ্টির বিঘ্ন হইতে পারে। তারপর 'পদাধিকারিক ব্যক্তিগণের যতদিন অধিকার, ততদিন অবস্থিতি'—এই রীতি অনুসারে অধিকারের সমাপ্তিতে (দ্বিপরার্দ্ধকাল অবসানে) তাহার অভীষ্ট ফলবান্ হইবে—এরূপ বুঝা যাইতেছে ॥ ৪১ ॥

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পরং) ভগবান্ স্বভুবং (ব্রহ্মাণং) অনুজ্ঞাপ্য (পৃষ্ট্বা) প্রাগবস্থিতান্ বৎসান্ যথা পূর্ব্বসখং (যথা পূর্ব্বং সখায়ঃ যস্মিন্ তৎ) স্বকং (স্বকীয়ং) পুলিনং (সরস্তীরং) আনিন্যে (আনীতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর ভগবান্ ব্রহ্মাকে গৃহগমনের অনুমতি প্রদান করিয়া তদপহৃত পূর্ব্ববৎ তৃণাদি ভক্ষণরত বৎসগণকে যথায় পূর্ব্বসহচরবৃন্দ যথাস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন সেই স্বীয় ভোজন-স্থান পুলিনে আনয়ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভুবং ব্রহ্মাণং অনুজ্ঞাপ্যেতি মৌনেনৈব। 'অনুজানীহি মাং কৃষ্ণে'ত্যাজ্ঞাপ্রার্থনে কৃতে 'মৌনং সম্মতিলক্ষণ'মিতি ব্রহ্মণা সহসাবগমাৎ। মৌনত্যাগাভাবস্তু পশুপবংশশিশুত্বদশায়ামঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মমোহনার্থং নাট্যস্যারম্ভপরিসমাপ্তিসিদ্ধ্যর্থম্। তত্র "ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ" ইতি বৎসবালকান্বেষণনাট্যারম্ভেঃ। 'নৌমীড্যে'ত্যাদি ব্রহ্মস্তুতৌ প্রবৃত্তায়াং কুতস্ত্যোঽয়ং চতুর্ম্মুখঃ, কিং চেষ্টতে, কিং বা মুহুর্ব্রূতে ইতি স্ববৎসান্বেষণ-ব্যগ্রোঽহং গোপশিশুর্ন বুদ্ধ্যে ইতি ব্যঞ্জকেন মৌনেনৈব তস্যৈব নাট্যস্য পরিসমাপ্তিরিতি। স্বাধীনব্রহ্মণোঽগ্রে কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্য্যস্যাজ্ঞানমভিনীয়তে স্মেতি তন্নাট্যশব্দেনোচ্যতে 'তত্রোদ্বহৎপশুপবংশশিশুত্বনাট্য'মিত্যাদিনা। বাৎসল্যাদিরসপরিকরব্রজেশ্বর্য্যাদীনামগ্রে তু তন্মহাপ্রেমাধীনেন কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্য্যস্য তন্মহাপ্রেমমাধুর্য্যরসাচ্ছাদিতস্যাজ্ঞানং যথার্থমেবেতি, তত্র ন তস্যাভিনয় ইতি। ন তন্নাট্যশব্দেন বাচ্যমিতি বিবেচনীয়ম্। প্রাক্ প্রাগবদেব তৃণচরণাদিচেষ্টাভিরবস্থিতান্ স্বকং স্বভোজনস্থানং পুলিনমানিন্যে। কীদৃশং? যথাপূর্ব্বং পূর্ব্বোপবেশাদিকমনতিক্রম্য অপরিত্যজ্য বর্ত্তমানাঃ সখায়ো যত্র তৎ। সমাসান্ত আর্ষঃ। যদ্বা, যথা যথাবদেব স্থিতাঃ পূর্ব্বসখাঃ স্বরূপভূতসখেভ্যঃ পূর্ব্বসখায়ো যত্র তৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বভুবং'—নিজ হইতে জন্ম যাঁহার, সেই ব্রহ্মাকে স্বগৃহ গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া, অর্থাৎ মৌন অবস্থাতেই। 'অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ (৩৯ শ্লোক)—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমাকে চলিয়া যাইতে অনুমতি কর, এইরূপ আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, 'মৌন সম্মতি-লক্ষণ', ইহা ব্রহ্মা বুঝিয়াছিলেন। মৌন ত্যাগাভাবের হেতু গোপবংশীয় শিশুর ভাব ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মমোহনার্থ নাট্য আরম্ভের পরিসমাপ্তি সিদ্ধির নিমিত্ত। তন্মধ্যে 'ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য' (১০।১৩।১৬), অর্থাৎ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং যমুনাপুলিনে গোপবালকগণকেও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় বৎসসমূহ ও বালকগণকে বনমধ্যে খুঁজিতে লাগিলেন—এই বৎস ও বালকগণের অন্বেষণ হইতে নাট্যের আরম্ভ। 'নৌমীড্য' (১০।১৪।১), হে স্তুত্য! তোমাকে নমস্কার করি—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মা স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোথাকার এই চতুর্ম্মুখ, কি করিতেছে, বারবার কিবা বলিতেছে, আমি নিজ বৎসান্বেষণে ব্যগ্র গোপবালক, কিছুই বুঝিতেছি না—এইরূপ ব্যঞ্জকের দ্বারা মৌন অবস্থাতেই সেই নাটকের পরিসমাপ্তি। নিজ অধীন ব্রহ্মার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহৈশ্বর্য্যের অজ্ঞানতা অভিনয় করিলেন, এইজন্য তাহা নাট্য-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। "তত্রোদ্বহৎ-পশুপবংশ-শিশুত্ব-নাট্যম্" (১০।১৩।৬১), অর্থাৎ গোপবংশীয় বালকের লীলাভিনয়কারী ইত্যাদি শ্লোকে। কিন্তু বাৎসল্যাদি রসের পরিকর শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতির সমক্ষে তাঁহাদের মহান্ প্রেমের অধীন শ্রীকৃষ্ণ, নিজ মহৈশ্বর্য্য তাঁহাদের মহাপ্রেমমাধুর্য্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁহার অজ্ঞানতা যথার্থই, তাহা অন্যায় নহে, এইহেতু তাহা নাট্য-শব্দের দ্বারা

বলা চলে না—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। 'প্রাক্'—পূর্ব্ববৎ তৃণাদি ভক্ষণরত বৎসগুলিকে 'স্বকং'—স্বীয় ভোজনস্থান পুলিনে আনয়ন করিলেন। কিরূপ পুলিন? তাহাতে বলিতেছেন—'যথাপূর্ব্বসখং'—যেখানে পূর্ব্বের মত উপবেশনাদি পরিত্যাগ না করিয়া সখাগণ অবস্থিত ছিলেন। এখানে সমাসান্ত প্রয়োগ আর্ষ। অথবা—স্বরূপভূত সখাগণ হইতে পৃথক্ পূর্ব্বসহচরবৃন্দ যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই যমুনা-পুলিনে বৎসগণকে আনয়ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ।
কৃষ্ণংমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অর্ভকাঃ (বালকাঃ) আত্মনঃ প্রাণেশং (কৃষ্ণং) অন্তরা (বিনা) একস্মিন্ অব্দে (বর্ষে) যাতে (অতিক্রান্তে) অপি কৃষ্ণ-মায়া-হতাঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য মায়য়া মোহিতাঃ সন্তঃ তৎকালং) ক্ষণার্দ্ধং (অর্দ্ধক্ষণমাত্রং) মেনিরে (জজ্ঞিরে) ॥৪৩॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বালকগণ নিজ নিজ প্রাণেশ্বর কৃষ্ণশূন্য অবস্থায় একবৎসর অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া উহা অর্দ্ধক্ষণ মাত্র মনে করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র তাবৎ কালাজ্ঞানং তথৈব কবলপাণেঃ কৃষ্ণস্যাগতস্য তৈঃ সহ তথৈব ভোজনলীলাশেষাদিকং দুস্তর্কযোগমায়াবৈভবমেবেত্যাহ—একস্মিন্নিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আত্মনঃ স্বস্য প্রাণেশং কৃষ্ণমন্তরা বিনাপি যোগমায়য়া আহতা আবৃতাঃ ॥৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে সময়-সম্বন্ধে অজ্ঞতা (অর্থাৎ বালকগণের একবৎসর কালকে ক্ষণার্দ্ধ মনে করা) এবং হস্তে দধ্যোদনকবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপবালকগণ সহ সেইরূপ ভোজনলীলা সমাপ্তি প্রভৃতি কার্য্য দুস্তর্ক যোগমায়ার বৈভবই, ইহা বলিতেছেন—'একস্মিন্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'আত্মনঃ প্রাণেশং অন্তরা'—নিজেদের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে, এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইলেও বালকগণ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া (এক বৎসর কালকে ক্ষণার্দ্ধ সময় মনে করিয়াছিলেন) ॥৪৩॥

কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্ব্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—মায়ামোহিতচেতসঃ ইহ কিং কিং ন বিস্মরন্তি (সর্ব্ববিস্মরণমপি সম্ভাব্যতে) যন্মোহিতং (যথা মায়য়া মোহিতং) সর্ব্বং জগৎ অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) বিস্মৃতাত্মকং (বিস্মৃতঃ আত্মৈব যেন তাদৃশং জাতং) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিগণ ইহলোকে কোন্ বস্তু বিস্মৃত না হইতে পারে? যে মায়াবলে মোহিত হইয়া এই জগত বারম্বার নিজকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—মোহনসাধর্ম্ম্যেণ যোগমায়য়া বহিরঙ্গমায়াং দৃষ্টান্তয়তি—কিং কিমিতি। বিস্মৃত আত্মা যেন তৎ, তথৈব যোগমায়য়া বর্ষং ব্যাপ্য কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখং তে বিস্মারিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মোহনসাধর্ম্ম্য-বশতঃ যোগমায়ার দ্বারা বহিরঙ্গ মায়ার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'কিং কিং' ইত্যাদি, এই সংসারে মায়ামোহিত চিত্ত ব্যক্তিগণ কি না ভুলিয়া যায়? 'বিস্মৃতাত্মকং'—এই নিখিল জগতস্থ প্রাণিমাত্র মায়ামোহিত হইয়া (পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্ব-স্বরূপ বিষয়ে প্রবোধিত হইয়াও) নিজের স্বরূপ পর্য্যন্ত ভুলিয়া রহিয়াছে। সেইরূপ যোগমায়ার দ্বারা এক বৎসর কাল কৃষ্ণ-বিরহদুঃখ গোপবালকগণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ৪৪ ॥

ঊচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥৪৫

অন্বয়ঃ—(অতঃ এবং ঊচুঃ) তে সুহৃদঃ কৃষ্ণং ঊচুঃ চ তে (ত্বয়া) অতি রংহসা (অতি বেগেন শীঘ্রমিত্যর্থঃ) স্বাগতং (সম্যক্ আগতং) (অস্মাভিঃ) একঃ অপি কবলঃ (গ্রাসঃ) ন অভোজি (ন ভুক্তঃ) ইতঃ এহি সাধু (সম্যক্) ভুজ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—অতএব সহচরগণ কৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমি খুব শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছ, তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত? ইতিমধ্যে আমরা একগ্রাসও

ভোজন করিতে পারি নাই। সম্প্রতি এখানে আসিয়া উত্তমরূপে ভোজন কর ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—অর্ভকা উচুঃ। অতিরংহসা সুখেনৈবাগতম্। দূরগতবৎসানয়নে ঘটিকৈকা ত্ববশ্যং ভবিষ্যতীত্যস্মাভির্বিচারিতং ত্বয়া তু ক্ষণার্দ্ধেনৈবাগতমিতি ভাবঃ। একোঽপি কবলো গ্রাসস্ত্বয়া বিনা নাভোজি তস্মাদিত এহি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—'অতিরংহসা'—কৃষ্ণ! তুমি অতি শীঘ্র এই বৎসগুলি লইয়া আগমন করিয়াছ। আমরা বিচার করিয়াছিলাম যে অতি দূরবর্ত্তী বৎস প্রভৃতি আনয়নে সম্ভবতঃ এক ঘটিকা সময় অবশ্য লাগিবে, কিন্তু তুমি ক্ষণার্দ্ধ মধ্যেই বৎসগুলি লইয়া সুখে আগমন করিয়াছ। 'একোঽপি'—আমরা তোমাকে রাখিয়া এক গ্রাসও ভোজন করি নাই (কিংবা কৃষ্ণের হস্তে দধ্যোদনকবল দেখিয়া বলিলেন,—তুমি এক গ্রাসও ভোজন কর নাই)। 'অতঃ এহি'—অতএব আমাদের মণ্ডল-মধ্যস্থানে পূর্ব্ববৎ আগমন কর (বা উপবেশন কর এবং সুখে ভোজন কর) ॥ ৪৫ ॥

———

ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ।
দর্শয়ংশ্চর্ম্মাজগরং ন্যবর্ত্তত বনাদ্‌ব্রজম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পরং) হৃষীকেশঃ হসন্ (সন্) অর্ভকৈঃ সহ অভ্যবহৃত্য (ভুঙ্‌ক্ত্বা) আজগরং চর্ম্ম দর্শয়ন্ বনাৎ ব্রজং ন্যবর্ত্তত (প্রত্যাগতঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর হৃষীকেশ হাস্য সহকারে বালকগণসহ ভোজন করিয়া তাহাদিগকে অজগরের চর্ম্ম প্রদর্শন করিতে করিতে বন হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—হসন্নিতি, তেষামানন্দদর্শনাৎ। অভ্যবহৃত্যেতি বর্ষে গতেঽপ্যন্নব্যঞ্জনাদীনাং ক্ষণার্দ্ধমাত্রপরিণামিত্বং জাতং তচ্চ ন বৈরস্যং জনয়তীতি ভাবঃ। দর্শয়ন্নিত্যহো সখায়ঃ অদ্য মৃতোঽয়ং সর্পো বসারক্তাদিকলিলো বর্ত্ততে এবেতি পশ্যতেতি তদ্বধস্য ব্রজে প্রখ্যাপনার্থং যোগমায়ৈবং তাবৎকালপর্য্যন্তং তত্তদাচ্ছাদিতমাসীদিতি জ্ঞেয়ম্। বনাৎ বনবিহরণাৎ ব্রজং জগামেতি শেষঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হসন্'—বয়স্য সকলের আনন্দ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে 'অভ্যবহৃত্য'—তাহাদিগের সহিত ভোজন সমাপন করিয়া। এখানে এক বৎসর অতীত হইলেও ক্ষণার্দ্ধমাত্র পরিণামিত্ব হওয়ায় অন্নব্যঞ্জনাদির কোন বিস্বাদ হয় নাই। 'দর্শয়ন্'—অহো সখাগণ! দেখ দেখ, অদ্য এই সর্প মৃত হইয়াছে, বসা, রক্তাদি লিপ্তই রহিয়াছে, দেখ। ব্রজে প্রখ্যাপনের নিমিত্ত যোগমায়ার দ্বারা তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সকল আচ্ছাদিত ছিল—ইহা বুঝিতে হইবে। 'বনাৎ'—বনবিহার হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

———

বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্ত্তি-
র্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ (বর্হাণি ময়ূরপিচ্ছানি প্রসূনানি পুষ্পানি বনধাতবঃ গৈরিকাদয়ঃ তৈঃ বিচিত্রিতানি শোভিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ) প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ (প্রোদ্দামৈঃ নিরর্গলৈঃ বেণ্বাদিরবৈঃ উৎসবেন আঢ্যঃ সম্পন্নঃ) গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ (গোপীদৃশাং গোপীনয়নানাং উৎসবরূপা দৃশিঃ দর্শনং যস্য সঃ) অনুগগীত পবিত্রকীর্ত্তিঃ (অনুগৈঃ অনুচরৈঃ গীতা পবিত্রা কীর্ত্তিঃ যস্য তাদৃশঃ সন্) বৎসান্ (গোশাবকান্) গৃণন্ (উপলালনৈরাহ্বয়ন) গোষ্ঠং প্রবিবেশ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তিনি ময়ূরপুচ্ছ, বন্যপুষ্প ও গৈরিকাদি ধাতুতে অঙ্গ সুশোভিত করিয়া এবং বেণু দল শৃঙ্গাদির অত্যুচ্চ ধ্বনিদ্বারা পরম সমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া গোপীনয়নের উৎসব স্বরূপ হইয়াছিলেন। সহচরবৃন্দ তাঁহার নির্ম্মলকীর্ত্তি গান করিতেছিলেন। এইরূপে তিনি সাদরে বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—গৃণন্ উপলালনৈরাহ্বয়ন্ গোপীনাং বৎসলানাং দৃশামুৎসবরূপা দৃশির্দর্শনং যস্য সঃ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃণন্'—উপলালনাদিময় (অর্থাৎ ধবলী, শ্যামলী, যমুনা ইত্যাদি) বাক্যে

বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে, 'গোপীদৃগুৎসব-দৃশিঃ'—বাৎসল্যবতী শ্রীযশোদাদি গোপীগণের নেত্রানন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥৪৭॥

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা।
হতোঽবিতা বয়ঞ্চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—বালাঃ ব্রজে (পিত্রাদিসমীপে) অদ্য অনেন যশোদানন্দসূনুনা (কৃষ্ণেন) মহাব্যালঃ (কশ্চিদ্ ভীষণঃ সর্পঃ) হতঃ বয়ং চ অস্মাৎ (সর্পাৎ) অবিতাঃ (রক্ষিতাঃ) ইতি জগুঃ (কীর্ত্তয়ামাসুঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—বালকগণও ব্রজে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অদ্য এক ভীষণ সর্প বধ করিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—যশোদানন্দয়োর্ভাগ্যমানন্দো যশো বা যস্মাত্তথাভূতেন সূনুনেতি শাকপার্থিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়স্তস্মান্মহাব্যালাৎ বয়ং চ অবিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যশোদা-নন্দ-সূনুনা'—যশোদা ও নন্দের ভাগ্য, আনন্দ বা যশঃ যাহা হইতে, তথাভূত পুত্রের দ্বারা, এখানে শাকপার্থিবাদি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারায় সমাস হইয়াছে, অর্থাৎ অদ্য যশোদা ও নন্দের নন্দন বনে গিয়া, 'হতোঽবিতা অস্মাৎ'—একটি প্রকাণ্ডকায় সর্প বিনাশ করিয়াছে এবং তাহা হইতে আমাদিগেরও প্রাণরক্ষা করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যোঽভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—রাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ। (ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহমিত্যাদিনা নিজপুত্রেভ্যঃ অপি শ্রীকৃষ্ণে পরপুত্রে প্রেমাধিক্যমুক্তং ইতি কারণং পৃচ্ছতি।) (হে) ব্রহ্মন্! (ব্রজৌকসাং) স্বোদ্ভবেষু (স্বয়ং উৎপাদিতেষু) তোকেষু (বালকেষু) অপি যঃ (প্রেমা) অভূতপূর্ব্বঃ (পূর্ব্বং ন জাতঃ) পরোদ্ভবে (পরপুত্রে) কৃষ্ণে ইয়ান্ (এতাদৃশঃ) প্রেমা (স্নেহঃ) কথং ভবেৎ (ইতি) কথ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, ব্রজবাসিগণের নিজ পুত্রের প্রতিও পূর্ব্বে যে প্রেম জন্মে নাই পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ বিপুলপ্রেম কিরূপে হইল তাহা বর্ণন করুন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—"ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্। শনৈর্নিঃসীম বরৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ব"-বদিত্যাদিনা স্বতোকেভ্যোঽপি পরপুত্রে কৃষ্ণে প্রেমাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্। তত্র পৃচ্ছতি ব্রহ্মন্নিতি, পরোদ্ভবে নন্দপুত্রে স্বোদ্ভবেষু স্বস্বপুত্রেষ্বপি যঃ প্রেমা অভূতপূর্ব্বঃ ব্রহ্মমোহনাৎ পূর্ব্বং ন ভূতঃ। লোকে হি অতিগুণবত্তমাদপি পরপুত্রাৎ গুণহীনেঽপি স্বপুত্রে প্রেমাধিক্যং দৃশ্যত ইত্যতো লোকবিরুদ্ধত্বাদিদং পৃচ্ছতে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্! "ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু" (১০।১৩।২৬), ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে আপনি স্ব স্ব পুত্র হইতেও পরোদ্ভব পুত্র শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের স্নেহাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। সেই বাক্যে আমার আশঙ্কা এই যে ব্রজবাসী সকলের স্ব স্ব পুত্রের প্রতি যাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহনের পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, সেই ব্রজবাসিসকলের তাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহনের পরে পরোদ্ভব নন্দনন্দন কৃষ্ণে কেন হইল? তাহা বর্ণন করুন। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এই—সংসারে অতি গুণবত্তম পরপুত্র হইতেও গুণহীন নিজ পুত্রে প্রেমের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্ত ব্রজবাসিগণের যে প্রেম স্বপুত্রেও পূর্ব্বে ছিল না, সেই অত্যুৎকট প্রেম পরোদ্ভব কৃষ্ণে কেন হইল? ইহা লোকবিরুদ্ধ-হেতু জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, সর্ব্বেষাং অপি ভূতানাং স্বাত্মা এব বল্লভঃ (প্রিয়ঃ ভবতি) ইতরে (আত্মভিন্নাঃ) অপত্যবিত্তাদ্যাঃ (পুত্রধনাদয়ঃ

পদার্থাঃ) হি (নিশ্চিতং) তদ্‌বল্লভতয়া এব (তস্য আত্মনঃ বল্লভতয়া প্রিয়তয়া গৌণভাবেন ইত্যর্থঃ বল্লভাঃ ভবন্তি নতু তে সাক্ষাৎ প্রিয়াঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণির প্রিয় হইয়া থাকে, আত্ম-ভিন্ন পুত্রধন প্রভৃতি পদার্থ আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণ-ভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—ভো রাজন্, মমতাস্পদেভ্যঃ পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদহন্তাস্পদে আত্মনি প্রেমাধিক্যমিতি লোক-রীতিঃ প্রথমং দৃশ্যতাং তত এবাস্য সিদ্ধান্তো ভবিষ্য-তীত্যাহ—সর্ব্বেষামিতি পঞ্চভিঃ। বল্লভঃ লোক-দৃষ্ট্যা আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ঃ। স চ প্রতিদেহমে-কৈক এব ন তথান্যে ইত্যাহ—ইতরে ইতি ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্! মমতাস্পদ পুত্রাদি অপেক্ষা অহন্তাস্পদ আত্মাতে প্রেমাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে—এই লৌকিক রীতি প্রথমতঃ অব-লোকন কর, পরে ইহার সিদ্ধান্ত হইবে, এই অভি-প্রায়ে বলিতেছেন—'সর্ব্বেষাং' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। 'বল্লভঃ'—লোকদৃষ্টিতে আত্মাই আত্যন্তিক প্রীতির বিষয়, তাহা প্রতিদেহে একরূপই, অপরে তদ্রূপ নহে, ইহা বলিতেছেন 'ইতরে' ইত্যাদি, অর্থাৎ দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি স্থাবরদেহধারী নিখিল প্রাণিমাত্রের স্বীয় আত্মাই বল্লভ (নিরুপাধিক অতিশয় প্রিয়), অপর যে পুত্র-বিত্তাদি জীব পর্য্যন্ত তাহার সেই পর-মাত্মার নিরতিশয় প্রিয়ত্বহেতু প্রিয় হইয়া থাকে, পরন্ত স্বভাবতঃ স্বয়ং প্রিয়কর হয় না—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ ॥ ৫০ ॥

তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, তৎ (তস্মাৎ) দেহিনাং স্বস্বকাত্মনি (স্বং স্বং আত্মানং প্রতি) যথা স্নেহঃ (ভবতি) মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু (মম এতে পদার্থাঃ ইত্যেবং ব্যবহারাস্পদেষু পুত্রাদিষু) তথা (তাদৃশঃ স্নেহঃ) ন (ভবতি) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, অতএব দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয় মমতার বিষয়ী-ভূত পুত্র, ধন ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না ॥৫১॥

বিশ্বনাথ—যথা নিরুপাধিকঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা'—আত্মা নিরুপাধিক প্রেমের আস্পদ-হেতু, প্রাণিগণের যেমন স্ব স্ব অহ-ঙ্কারাস্পদ দেহে স্নেহ দেখা যায়, তেমন মমতাস্পদ পুত্রবিত্ত-গৃহাদিতেও স্নেহ দেখা যায় না ॥ ৫১ ॥

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্যসত্তম, দেহাত্মবাদিনাং (দেহেষু এব আত্মত্বাধ্যাসিনাং) পুংসাং অপি দেহঃ যথা (যাদৃশঃ) প্রিয়তমঃ (ভবতি) তং (দেহং) অনু (পশ্চাৎ তৎসম্বন্ধিনঃ ইত্যর্থঃ) যে চ (পদার্থাঃ গেহ কলত্রপুত্রাদয়ঃ তে) তথা (তাদৃশাঃ প্রিয়তমাঃ) ন হি (ন ভবন্তি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে ক্ষত্রিয় সজ্জনতম, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট পুরুষগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয় দেহ-সম্বন্ধী গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেরূপ প্রিয়তম হয় না ॥৫২

বিশ্বনাথ—স চাত্মা মূঢ়ৈর্দেহ এব জ্ঞায়তে ইতি তন্মতেনাহ—দেহ এবাত্মেতি বদিতুং শীলং যেষাং তং দেহং অনু ভবন্তি যে পুত্রাদয়স্তে তথা ন প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মূঢ়গণ দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন, তাহাদের মতে বলিতেছেন—'দেহাত্মবাদি-নাং', দেহই আত্মা, এরূপ বলা যাহাদের স্বভাব, অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি দেহেই আত্মার অধ্যাস করিয়া দেহকেই আত্মা বলিয়া থাকে, এতাদৃশ দেহাত্মবাদীরও যেমন দেহটি প্রিয়তম হইয়া থাকে, তেমন দেহানুগত পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি তাহাদিগের প্রিয়-তম হয় না—এই অর্থ ॥ ৫২ ॥

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদ্যপি) দেহঃ অপি মমতাভাক্ (স্নেহভাজনং) তর্হি (তথাপি) অসৌ (দেহঃ)

আত্মবৎ প্রিয়ঃ ন ভবতি। যৎ (যস্মাৎ) অস্মিন্ দেহে জীর্য্যতি (জরাগ্রস্তে) অপি জীবিতাশা বলীয়সী (দৃশ্যতে) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—যদিও এই দেহ মমতাস্পদ তথাপি উহা আত্মতুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরা-গ্রস্ত হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট জানিয়া দেহত্যাগ করিতে চাহে না, সুতরাং আত্মার প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ জীবিতাশা বলবতী থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেহাত্মবাদিনাং তেষামপি কদাচিদীষদ্বিবেকে সতি আত্মৈব প্রিয়ঃ স্যান্ন তথা দেহ ইত্যাহ—দেহোঽপি অহন্তাস্পদীভূতোঽপি দেহ ঈষদ্বিবেকেন যদি মমতাভাক্ স্যাত্তদাসৌ দেহ আত্মবৎ প্রিয়ো ন ভবেৎ। কিন্ত্বাত্মানুরোধেনৈব প্রিয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র লোকানুভবমেব প্রমাণয়তি—যদিতি। সর্ব্বত্র দেহত্যাগে আত্মনোঽতিকষ্টং দৃষ্ট্বা তদতিকষ্টং মমাত্মনো মা ভবত্বিতি বুদ্ধ্যৈব আত্মন্যতিস্নেহাদেব দেহে জীবিতাশা অধিকা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেহাত্মবাদিনাং'—যাহারা 'আমার এই দেহ', এই প্রকার মনে করিয়া থাকে, সেই অবিবেকী দেহাত্মবাদী সকলেরও কোন সময় বিবেক উপস্থিত হইলে যেমন আত্মা প্রিয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহ কখন প্রিয় হয় না, তাহা বলিতেছেন—'দেহোঽপি', দেহাত্মবাদীর পক্ষে এই দেহ অহন্তাস্পদীভূত হইলেও যদি ঈষদ্ বিবেক-বশতঃ মমতাস্পদীভূত (মমতাভাক্) হয়, তাহা হইলেও সেই দেহ আত্মতুল্য প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মানুরোধেই প্রিয় হইয়া থাকে —এই অর্থ। সেই বিষয়ে লৌকিক অনুভবই প্রমাণ দিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি, যেহেতু এই দেহ রোগাদি দ্বারা জীর্ণ হইলেও, মমতাস্পদ এই দেহবিষয়ে 'জীবিতাশা'—সর্ব্বত্র দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট দেখিয়া, সেই অতিকষ্ট আমার আত্মার না হউক, এই বুদ্ধিতে আত্মাতে অতিশয় স্নেহ-বশতঃই দেহে জীবিতাশা, অর্থাৎ 'এই দেহ থাকুক'—এই বাঞ্ছা অধিকতর হইয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ৫৩ ॥

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ সর্ব্বেষাং অপি দেহিনাং স্বাত্মা প্রিয়তমঃ (ভবতি) এতৎ সকলং চরাচরং জগৎ তদর্থং (আত্মসুখার্থং) এব ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—অতএব সমস্ত প্রাণিগণেরই নিজের আত্মা প্রিয়তম হয়। এই নিখিল চরাচর জগৎ সেই আত্মারই সুখের কারণ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদিতি। চরং পুত্রকলত্রাদি, অচরং গৃহঘটপটাদি। তেন লোকদৃষ্ট্যা পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদাত্মন এবাত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্বং প্রতিপাদিতম্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—অতএব যাবতীয় জীবসকলের পরমাত্মাই প্রিয়তম। 'চর'—বলিতে পুত্র, কলত্রাদি। অচর—গৃহ, ঘটপটাদি। দেহ, অপত্য, ঘটপটাদিরূপ সমস্ত জগৎ আত্মার সুখের নিমিত্তই প্রিয় হইয়া থাকে। এইরূপ লৌকিক দৃষ্টিতে পুত্রাদি হইতে আত্মারই আত্যন্তিক প্রীতি-বিষয়ত্ব প্রতিপাদিত হইল ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং এনং কৃষ্ণং অখিলাত্মনাং (সর্ব্ব-জীবানাং) আত্মানং (আত্মস্বরূপং) অবেহি (জানীহি) সঃ অপি জগদ্ধিতায় অত্র মায়য়া দেহী ইব আভাতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—তুমি এই কৃষ্ণকে সর্ব্বজীবের আত্ম-স্বরূপ বলিয়া জানিবে। তিনি জগতের মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ হইয়া মায়িক উপাধি বা ভৌতিক দেহবান-রূপে প্রতীত হইতেছেন (কিংবা) মূঢ়গণ তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভৌতিক দেহবান মনে করিতেছে অথবা (মায়া অর্থে কৃপা) জগৎমঙ্গলার্থ কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া সাধারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলদেহধারিরূপে প্রতীত হইতেছেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিবক্ষিতং সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়ংস্তত্ত্ব-দৃষ্ট্যা তস্যাপ্যাত্মন আপেক্ষিক-প্রীতিবিষয়ত্বমেব আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ত্বং কেবলং কৃষ্ণস্যৈবেত্যাহ—

কৃষ্ণমিতি। অখিলানামাত্মনাং জীবানামপ্যাত্মানং পরমাত্মানমেব কৃষ্ণমবেহি, তেন পুত্রাদিষু প্রীতির্যথা দেহানুরোধেন দেহে চ প্রীতির্যথা আত্মানুরোধেন তথৈবাত্মন্যপি প্রীতিঃ পরমাত্মানুরোধেন স চ পরমাত্মা কৃষ্ণ এব মূর্ত্তঃ পূর্ণ এব। যদুক্তং "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগ"দিত্যতঃ কৃষ্ণস্যৈবাত্যন্তিক-প্রীতিবিষয়ত্বাত্তত্রৈব প্রীতেঃ পরাকাষ্ঠেতি স্বপুত্রেভ্যোঽপি তত্র যৎ প্রেমাধিক্যং তদুপপাদিতম্। কিঞ্চ, জীবানাং ভক্ত্যভাবাৎ মায়য়া জ্ঞানাবরণাচ্চ ভক্ত্যৈক-প্রকাশ্যে তস্মিংস্তাদৃশত্বেনানুভবো মায়িক-জীবানামভক্তানাং কথমস্তিত্যতঃ পুত্রাদিষ্বেব লোকানাং প্রীতিবিষয়ত্বেনানুভবো ন তস্মিন্, ব্রজবাসিনান্তু মায়াতীতত্বাদ্ভক্তিপূর্ণত্বাচ্চ যথার্থ এবানুভব ইত্যতস্তেষাং স্বপুত্রাদিভ্যোঽপি তস্মিন্ প্রেমাধিক্যং স্বাভাবিকং বর্ত্তত এবেতি সমাধেয়ম্। জগদ্ধিতায়াবতীর্ণঃ স কৃষ্ণোঽপি মায়য়া দেহীব আভাতি স্বাবিদ্যয়া মূঢ়ৈর্জীব ইব ভৌতিকদেহবান্ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, মায়য়ৈব যো দেহস্তদ্বানিব মায়োপাধিরিব প্রতীয়তে, নতু স মায়োপাধিরিত্যর্থঃ। অতএব মধুসূদন-সরস্বতীপাদৈরপি "সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা নহি মানমেতি"। "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হার"-মিত্যাদি বহুশো বর্ণিতম্। যদ্বা, ননু পরমাত্মা খল্বিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যো ন ভবেৎ। কৃষ্ণস্তু সর্ব্বৈর্দৃশ্যত এবেতি তত্রাহ—জগত এব হিতায় মায়য়া নির্হেতুকাচিন্ত্যয়া কৃপয়া সোঽপি অত্র জগজ্জনেন্দ্রিয়েষু দেহীব আভাতি স্বয়মেব তদ্গ্রাহ্যত্বেন প্রকাশতে ইতি। অতর্কতদিচ্ছয়া তদগৃহীতৈরিন্দ্রিয়ৈব স গৃহ্যতে ন পুনরিন্দ্রিয়ৈঃ স্বয়মেব শব্দাদিরিব গ্রহীতুং শক্য ইতি ভাবঃ। অতএব ভাগবতামৃতধৃতং নারায়ণাধ্যাত্ম-বচনম্। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজ-শক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেত্তামিতং প্রভুম্"। ইতি তত্রত্যা কারিকা চ "ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া। সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ" ইতি তত্র হি তমন্যদেশীয়ানামানুকূলজনানাং স্বরূপাদৃষ্টিদানেনৈব স্বমাধুর্য্যগ্রাহণম্, প্রতিকূলানাং কংসাদ্যসুরাণান্তু পিত্তদূষিতরসনয়া মৎস্যণ্ডিকাভোজনমিব প্রাকৃতৈরেবেন্দ্রিয়ৈস্তন্মাধুর্য্যগ্রহণরহিতমেব দর্শনং ধ্যানাবেশ-সিদ্ধ্যর্থং আবেশ-ফলঞ্চ সর্ব্বাপরাধোপশমনপূর্ব্বকো মোক্ষঃ স এব তেষাং হিতম্। কিঞ্চ, ব্রজস্থানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যানামন্যেষামনুকূলপ্রতিকূলানামপি যদ্যপি সদেহ্যোবাভাতি, তদপি "দেহদেহিবিভাগোঽত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিদি"তি মধ্বাচার্য্যধৃত মহাবারাহ-বচনাদেব শাস্ত্রজ্ঞৈর্দেহীতি বক্তুমযোগ্যত্বাদিবশব্দপ্রয়োগঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিবক্ষিত সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে তত্ত্বদৃষ্টিতে সেই আত্মারও আপেক্ষিক প্রীতি-বিষয়ত্বই, আত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্ব কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই, ইহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণম্', তুমি এই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণিমাত্রের পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। 'অখিলাত্মনাম্'—সমস্ত আত্মার, জীবগণেরও আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিও। ইহাতে পুত্রাদিতে প্রীতি যেমন দেহানুরোধে, এবং দেহে প্রীতি যেমন আত্মানুরোধে, সেইরূপ আত্মাতেও প্রীতি পরমাত্মার অনুরোধেই, এবং সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই মূর্তিমান্ পরিপূর্ণ। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে —"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (১০।৪২), অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! এই পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট জ্ঞান-দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন ? আমি এই চিদচিৎ সমস্ত জগৎ, প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পুরুষ-রূপে একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণেরই আত্যন্তিক প্রীতি-বিষয়ত্বহেতু সেখানেই (সেই শ্রীকৃষ্ণেই) প্রীতির পরাকাষ্ঠা, সুতরাং নিজ পুত্রাদি হইতেও (ব্রজবাসিগণের) শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমাধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা যুক্তিযুক্তই। আরও, জীবগণের ভক্তির অভাববশতঃ এবং মায়ার দ্বারা জ্ঞানের আবরণহেতু, একমাত্র ভক্তির দ্বারা প্রকাশ্য সেই ভগবানে তাদৃশত্বরূপে অনুভব অভক্ত মায়িক জীবগণের কি প্রকারে হইতে পারে ? এইজন্য জন-গণের নিজ নিজ পুত্রাদিতে প্রীতিবিষয়ত্বরূপে অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে নহে। পরন্তু মায়াতীত ও ভক্তিপূর্ণ বলিয়া ব্রজবাসিগণের যথার্থই অনুভব হইয়া থাকে, এইহেতু নিজ নিজ পুত্রাদি হইতেও শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদিগের প্রেমাধিক্য স্বাভাবিকভাবেই রহিয়াছে—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। 'জগদ্ধিতায়'—জগতের কল্যাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ সেই কৃষ্ণও

'মায়য়া দেহীব আভাতি'—নিজ অবিদ্যাবশতঃ মূঢ়-গণের নিকট জীবের ন্যায় ভৌতিক দেহবিশিষ্ট প্রতীত হইয়া থাকেন—এই অর্থ। অথবা—মায়ার দ্বারা রচিত যে দেহ, তদ্বিশিষ্টের ন্যায়, মায়োপাধির ন্যায় মনে করে, কিন্তু তিনি মায়োপাধি নহেন—এই অর্থ। (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জগতের হিতানুষ্ঠানমানসে এই সংসারে কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক স্বরূপশক্তি-প্রভাবে কল্পে কল্পে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মাধীন মনুষ্যতুল্য নহেন)। অত-এব শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীপাদও বর্ণনা করিয়াছেন —"সচ্চিৎ সুখৈক-বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণের মহিমা কখনও নির্দ্ধারণ করা যায় না।" "যিনি চিদানন্দবিগ্রহ জলধরকান্তি শ্রুতিবাক্যের সার ব্রজ-রমণীগণের হারস্বরূপ" ইত্যাদি।

যদি বলেন—দেখুন, পরমাত্মা কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজনের দ্বারা দৃশ্য হইয়া থাকেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—জগতের হিতের নিমিত্ত 'মায়য়া'—মায়া অর্থাৎ নির্হেতুক অচিন্ত্য কৃপাবশতঃ তিনিও এই জগজ্জনের ইন্দ্রিয়াদিতে দেহীর ন্যায় স্বয়ংই তদ্‌গ্রাহ্যত্বরূপে (গ্রহণীয়রূপে) প্রকাশিত হন। অতর্ক্য তদীয় ইচ্ছাবশতঃ জীবের অগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য হন, কিন্তু তাহা-দের ইন্দ্রিয়গণ নিজেই শব্দাদির ন্যায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ভাগবতামৃতধৃত নারায়ণাধ্যাত্মবচন—"নিত্যাব্যক্তোঽপি", অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও স্বীয় কৃপারূপা স্বরূপশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অনন্ত, পরমাত্মা শ্রীহরিকে দর্শন করিতে পারেন? অর্থাৎ তাঁহার কৃপাশক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন না। সেই স্থলের কারিকা —"ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা" (লঘুভাগবতামৃতে ২৫২ অঙ্কধৃত কারিকা), অর্থাৎ সেই বিভু শ্রীহরি স্বীয় ইচ্ছায় প্রকাশমান স্বপ্রকাশশক্তি দ্বারা (স্বীয় ব্যবহারে পরাপেক্ষারহিত চিচ্ছক্তি দ্বারা) নয়নে তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু নেত্রের বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হন না। এখানে জগতের হিত বলিতে অন্যদেশীয় অনুকূল জনের প্রতি স্বীয় কৃপাদৃষ্টি প্রদানের দ্বারা স্বমাধুর্য্য গ্রহণ করান এবং প্রতিকূল কংসাদি অসুরগণের নিকট পিত্তদূষিত জিহ্বাতে মিশ্রীখণ্ড আস্বাদনের ন্যায় তাহাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্যগ্রহণরহিতই দর্শন ও ধ্যানাবেশের সিদ্ধির নিমিত্ত আবেশফল সকল অপ-রাধ উপশমপূর্ব্বক মোক্ষলাভই তাহাদের হিত বুঝিতে হইবে। আরও, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য ব্রজবাসি-সকলের নিকট, এমন কি অনুকূল বা প্রতিকূল অন্যান্য জনের নিকট যদিও তিনি দেহী বলিয়াই প্রতিভাত হন, তথাপি "ঈশ্বরে কখন দেহ ও দেহী কোন বিভেদ নাই' —এই মধ্বাচার্য্য-ধৃত মহাবরাহের বচনানুসারে এখানে শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 'দেহী' বলা অযৌক্তিক বিবেচনায় 'ইব' শব্দ (দেহীর ন্যায়) প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—বস্তুতঃ (যথাতত্ত্বতঃ) অত্র কৃষ্ণং জানতাং (তৎস্বরূপজ্ঞমহাজনানাং) স্থাস্নুং চরিষ্ণু চ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং) অখিলং (ব্রহ্মাণ্ডং) ভগবদ্‌-রূপং (তদাকারং প্রকাশতে) ইহ অন্যৎ বস্তু কিঞ্চন ন (প্রকাশতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ (কার্য্য ও কারণ অভিন্ন) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাপেক্ষিক-প্রেমাস্পদানি যে চাত্ম-দেহপুত্রাদ্যাস্তেঽপি বিচারবতঃ স এবেত্যাপেক্ষিক-প্রেমাস্পদত্বমপি তস্যৈবেত্যাহ—বস্তুত ইতি। বস্তু-তস্ত্বিত্যর্থঃ। কৃষ্ণং জানতাং পুংসাং মতে স্থাবর-জঙ্গমঞ্চ সর্ব্বং তদ্রূপমেব তস্যৈব সর্ব্বকারণত্বাৎ কারণস্যৈব কার্য্যাকারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আপেক্ষিক প্রেমাস্পদ যে সকল নিজ দেহ, পুত্রাদি, তাহারাও বিচার করিলে সেই কৃষ্ণই, ইহাতে আপেক্ষিক প্রেমাস্পদত্বও তাঁহারই, ইহা বলিতেছেন—'বস্তুতঃ'—বাস্তবিক

পক্ষে এই অর্থ। 'কৃষ্ণং জানতাং'—যাঁহারা তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বিদিত হইয়াছেন, তাদৃশ বিচারজ্ঞ মহাত্মগণের পক্ষে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণে তদন্তর্ভূতত্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেহেতু তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ। কারণই কার্য্যরূপে রূপান্তরিত হয়—এই ভাব। (তদ্ব্যতীত অপর কোন বস্তুই সংসারে নাই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যে বস্তু নাই, সেই বস্তুর সত্তাই নাই)॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেষাং অপি বস্তূনাং ভাবার্থঃ (ভাবঃ কারণং তদ্রূপোঽর্থঃ) স্থিতঃ (স্থিরঃ) ভবতি ভগবান্ কৃষ্ণঃ তস্য (কারণস্যং) অপি (কারণমিত্যর্থঃ তস্মাৎ) অতদ্‌বস্তু (কৃষ্ণসম্বন্ধরহিতং) কিং (অস্তি) রূপ্যতাম্ (নির্দ্ধার্য্যতাং কিমপি নাস্তীতি ভাবঃ)॥৫৭॥

অনুবাদ—যাবতীয় বস্তুর কারণ, প্রধান ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণস্বরূপ। অতএব কৃষ্ণসম্বন্ধরহিত কি আছে তাহা নিরূপণ করিতে পার কি ? ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—কুত ইতি তদাহ—সর্ব্বেষামপি—স্থাবরজঙ্গমানাং ভাবঃ, ভবন্ত্যস্মাদিতি ভাবঃ কারণং প্রধানং তদ্রূপোঽর্থ স্থিতঃ স্থিরো ভবতি তস্যাপি ভাবস্য ভাবঃ কারণং কৃষ্ণ এব অতঃ কিং অতৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং বস্তু রূপ্যতাম্। যদ্বা, বস্তূনাং বুদ্ধীন্দ্রিয়ানাং ভাবার্থো ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ আত্মা স্থিরো ভবতি তস্যাপ্যংশত্বাত্তদ্ব্যঙ্গ্যো অংশী শ্রীকৃষ্ণঃ। অতঃ কিং অতৎ তদ্ভিন্নং বস্তু কিং কিমর্থং রূপ্যতাং স এব কেবলং সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'সর্ব্বেষাং', সমস্ত বস্তুর যে 'ভাবঃ'—ভাব বলিতে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ কারণ, প্রধান ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম কিংবা প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব, তাহা তৎসত্তাশয় উপাদানাদি কারণেই স্থিত থাকে। সেই সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্তৎসর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তু কি আছে, তাহা নিরূপণ কর, অর্থাৎ কিছুই নাই, ইহা জানিও। অথবা—'বস্তূনাং'—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির 'ভাবার্থঃ'—ব্যঙ্গ অর্থ আত্মা, ইহা স্থির আছে। তাহারও অংশ বলিয়া তাহার ব্যঙ্গ অংশী শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তাহা ভিন্ন অন্য বস্তু কিজন্য অন্বেষণ করিতেছ, সেই শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য—এই অর্থ ॥ ৫৭ ॥

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) পুণ্যযশোমুরারেঃ (পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণস্য) মহৎপদং (মহদাশ্রয়ং) পদপল্লবং (পাদপদ্মতরণিং) সমাশ্রিতাঃ তেষাং ভবাম্বুধিঃ (ভবসমুদ্রঃ) বৎসপদং (গোষ্পদতুল্যঃ সুখোত্তার্যঃ ভবতি) পরং পদং (শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং স্থানং গতিঃ ভবতি) বিপদাং (অশুভানাং) যৎ পদং (স্থানং) ন (তৎ ন ভবতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি পবিত্র কীর্ত্তিশালী শ্রীকৃষ্ণের শিব-ব্রহ্মাদি মহৎদিগের আশ্রয়ভূত পাদপদ্মতরণি আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই ভব-সমুদ্র গোষ্পদ-তুল্য হইয়া থাকে, তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান পরম পদ বৈকুণ্ঠ বিপদের আশ্রয়ভূত স্থান নহে ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং সাধিতং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রেমাস্পদত্বং তচ্চরণাশ্রয়ৈকহেতুকান্মায়াতরণাদেবানুভবগোচরীভবতীতি তচ্চরণশ্রয়িণামেব সর্ব্বোৎকর্ষমভিব্যঞ্জয়তি—সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং চারু মনোহরং যশো যস্য তস্য মুরারেঃ পদপল্লব এব প্লবস্তং যে সম্যক্ কৈবল্যেনাশ্রিতাঃ। কীদৃশং মহতাং পদমাশ্রয়ম্। তেষাং ভবাম্বুধির্বৎসপদং তীর্ণতর্ত্তব্যবস্তুভানানাস্পদং ভবতি, পরং পদং নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন-বৈকুণ্ঠাদি তেষাং পরমাস্পদং, বিপদাং যৎ পদং দুর্ব্বিষয়ং তৎ খলু তেষাং কদাচিদপি ন ভবতীতি তেষাং মতিস্ততোঽন্যত্র নাসজ্জতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেমাস্পদত্ব সাধিত হইল। একমাত্র তাঁহার চরণাশ্রয়েই

মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহা অনুভবের গোচরীভূত হয়, এইজন্য তাঁহার চরণাশ্রয়িগণেরই সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রকাশ করিতেছেন—সমাশ্রিতাঃ ইত্যাদি। 'পুণ্যযশঃ'—পুণ্য বলিতে চারু মনোহর যশ যাঁহার, সেই মুরারির 'পদপল্লব-প্লবং'—পদপল্লবরূপ ভেলা যাঁহার সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন। কেমন পদপল্লব? তাহাতে বলিতেছেন —'মহৎপদং'—যাহা ব্রহ্মা, রুদ্রাদি নিখিল মহৎদিগের আশ্রয়ভূত। তাঁহাদিগের নিকট এই দুস্তর ভবসাগরও গোবৎসপদ-তুল্য অতিতুচ্ছ বা সুতর হইয়া থাকে, তীর্ণ ও তর্ত্তব্য বস্তু অলীকের ন্যায় বোধ হয়। 'পরং পদং'—আর পরমপদ নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠাদি তাঁহাদের পরম আশ্রয়স্থান হয়, পরন্তু এই দুঃখাস্পদ জগৎ তাঁহাদিগের কদাচ আশ্রয় হয় না, অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে অন্যত্র কখন আসক্ত হয় না—এই অর্থ ॥৫৮॥

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
তৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫৯॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) কৌমারে (পঞ্চমাব্দে) যৎ (কর্ম্ম) হরিকৃতং (কৃষ্ণেনাচরিতং তৎ) পৌগণ্ডে (ষষ্ঠ বর্ষে বালৈঃ) পরিকীর্ত্তিতং ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) ত্বয়া অহং যৎ (কারণং) পৃষ্টঃ (পূর্ব্বং জিজ্ঞাসিতঃ) এতৎ সর্ব্বং (তৎ কারণং) তে (তব সমীপে) আখ্যাতং (বস্তুতঃ ব্যাখ্যাতম্) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পঞ্চমবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন বালকগণ ষষ্ঠবর্ষে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিল। এবিষয়ে তুমি যে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার সমস্ত তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিলাম ॥ ৫৯ ॥

এতৎসুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারে-
রঘার্দ্দনং শাদ্বলজেমনঞ্চ।
ব্যক্তেতরদ্রূপমজোর্ব্বভিষ্টবং
শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—নরঃ মুরারেঃ (কৃষ্ণস্য) সুহৃদ্ভিঃ (বয়স্য গোপালকৈঃ সহ) চরিতং (আচরিতং) অঘার্দ্দনং (অঘাসুর বিনাশং) শাদ্বলজেমনং (বনস্থতৃণোপরি ভোজনং) ব্যক্তেতরং (ব্যক্তাৎ জড়প্রপঞ্চাৎ ইতরং ভিন্নং প্রপঞ্চাতীতং) রূপং অজোর্ব্বভিষ্টবং (অজেন ব্রহ্মণা কৃতঃ যঃ উরুঃ মহান্ অভিষ্টবঃ স্তবঃ তং) শৃণ্বন্ (আকর্ণয়ন্) গৃণন্ (কীর্ত্তয়ন্ চ) অখিলার্থান্ (সর্ব্বাভীষ্টান্) এতি (লভতে) ॥৬০॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণের সহিত আচরণ, অঘাসুর-বিনাশ, বনস্থ তৃণের উপর ভোজন, জড় প্রপঞ্চাতীত রূপ, ব্রহ্মকৃত মহৎস্তোত্র এই সকল শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মানব সর্ব্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় ॥৬০॥

বিশ্বনাথ—সুহৃদ্ভিশ্চরিতং "মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদী" নিত্যাদিনোক্তম্। ব্যক্তাৎ প্রপঞ্চাদিতরৎ। অকারান্তমার্ষম্। অজস্য উরুর্মহান্ অভি সর্ব্বতোভাবেন স্তবস্তম্ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুহৃদ্ভিশ্চরিতং'—বয়স্য সকলের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে আচরণ, অর্থাৎ 'মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্' (১০।১২।৫), বালকগণের পরস্পর পরস্পরের শিক্য, যষ্টি প্রভৃতি অপহরণ করা, অঘাসুর মোক্ষণ, কোমল তৃণোপরি বসিয়া ভোজন, 'ব্যক্তেতরৎ'—ব্যক্ত প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধানন্দাত্মক বৎস ও বালকাদির রূপ-ধারণ, এবং ব্রহ্মকৃত এই যে সুমহৎ স্তব, তাহা (শ্রবণ, কীর্ত্তন বা পাঠ করিয়া মনুষ্য সর্ব্ব পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে) ॥ ৬০ ॥

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—(রামকৃষ্ণৌ) ব্রজে এবং নিলায়নৈঃ (পলায়নৈঃ) সেতুবন্ধৈঃ (সেতু-নির্ম্মাণৈঃ) মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ (বানরতুল্য লম্ফনাদিভিঃ) কৌমারৈঃ (কুমারোচিতৈঃ) বিহারৈঃ কৌমারং (বয়ঃ) জহতুঃ (অতিক্রান্তবন্তৌ) ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—রামকৃষ্ণ এইরূপে ব্রজে পলায়ন, সেতু-বন্ধন এবং বানরের ন্যায় লম্ফন প্রভৃতি কৌমার কলোচিত বিহার দ্বারা কৌমার কাল অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—"ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেদি"তি রাজপ্রশ্নোত্তরং সমাপ্য পুনস্তৎ-কথামেবাবলম্বমান আহ—এবমিতি। জহতুঃ সংবৃতবন্তৌ। নিলায়নৈঃ নিলীয়স্থিতি-তদন্বেষণাদ্যৈঃ সেতুবন্ধলঙ্কাপ্রয়াণক্ষীরাব্ধিমথনাদিভিরবতারান্তর-চরিতৈঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশোঽয়ং দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্য
সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎ-কালীনং কথং ভবেৎ' (১০।১২।৪১) অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! কালান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কিরূপে তৎকালীন হইতে পারে?—এইরূপ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর সমাপন করিয়া, পুনরায় সেই কথাই অব-লম্বনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'জহতুঃ'—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কৌমার কালোচিত বিহার দ্বারা কৌমার অবস্থা অতিবাহিত করিলেন। 'নিলা-য়নৈঃ'—লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান ও তাহার অন্বেষ-ণাদি (অর্থাৎ লুকোচুরি ক্রীড়া)। 'সেতুবন্ধৈঃ'—নদ্যা-দির সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কাগমনের অনুকরণ এবং ক্ষীরাব্ধি-মথনাদি অবতারান্তর-চরিতের অনুকরণের দ্বারা লীলাবিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈ-
র্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ধেনুপালন করিতে করিতে ধেনুকাসুর বধ, কালীয়-বিষ হইতে বালক-গণের রক্ষণ এবং তালফলভক্ষণাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ পৌগণ্ডলীলা আবিষ্কার করিয়া এক-দিবস গোচারণ করিতে করিতে এক স্বচ্ছসরোবর-শোভিত মনোরম বনে প্রবেশপূর্ব্বক সখাগণ সহিত বনবিহার করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্তের ন্যায় বল-দেব গোপবালকদিগের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে স্বয়ং কৃষ্ণ অগ্রজের পদ-সম্বাহনদ্বারা শ্রান্তি অপনোদন করিতেন, কখনও বা স্বয়ং কোন গোপের ক্রোড়ে মস্তক দিয়া শয়ন করিলে অন্য বালক তাঁহার পদ-সম্বাহন করিতেন। এইরূপে নানা-ক্রীড়ায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। এমন সময় শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটস্থ বিবিধ সুস্বাদু ফলপূর্ণ তালবনে ধেনুক-নামে এক গর্দ্দভরূপধারী দুর্দ্দান্ত অসুরের দৌরাত্ম্যের বিষয় কহিয়া বলিলেন, অসুরের